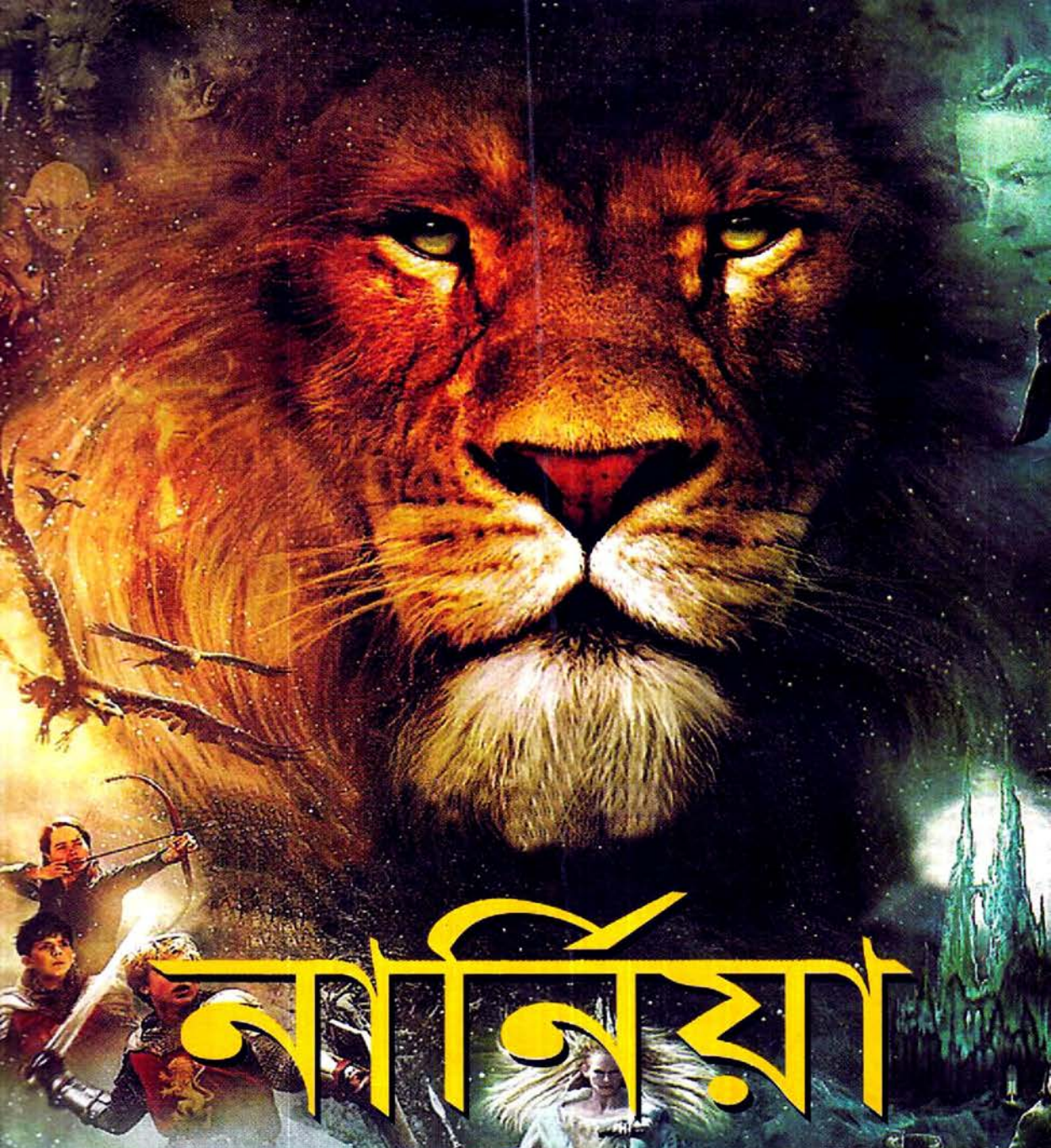

নার্নিয়া

দ্য লায়ন দ্য উইচ্ অ্যান্ড দ্য ওয়ার্ড্রোব

BanglaBook.org

মূল : সি.এস.লুইস

অনুবাদ : পুলক হাসান

নার্নিয়া
দ্য লায়ন দ্য উইচ্
অ্যান্ড
দ্য ওয়ার্ড্রোব

মূল : সি.এস. লুইস

অনুবাদ

পুলক হাসান

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK.ORG

আকাশ

প্রকাশকাল
প্রথম বাংলা প্রকাশ একুশে বইমেলা, ২০১২
প্রথম ইংরেজি প্রকাশ : হারপার কলিনস্ ২০১০
প্রতিষ্ঠাতা প্রকাশক
ডা. সাদত আলী সিকদার
প্রকাশক
আলমগীর সিকদার লোটন
সুর জাহান পুনম
গ্রন্থস্বত্ব
লেখক
প্রচ্ছদ
শিশির আলম
আকাশ

সিকদার প্রেস অ্যান্ড পাবলিকেশনস্-এর
একটি সৃজনশীল প্রকাশনা সংস্থা
৩৮ বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০
ফোন : ৭১৬৫৬০০, ০১৭১১৫২৬৯৭০
পরিবেশক
জিনিয়াস পাবলিকেশন্স, ১১/১১/১ ইসলামী টাওয়ার, বাংলাবাজার, ঢাকা
ক্যাম্পাস : ৩৩ তোপখানা রোড (১৩ তলা), ঢাকা
অক্ষর বিন্যাস : কলি কম্পিউটার
৪৫ বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০
মুদ্রণ : সিকদার প্রেস অ্যান্ড পাবলিকেশনস্
৩/৬ জনসন রোড, ঢাকা-১১০০
মূল্য : ১৬০ টাকা

প্রতি কপি বই বিক্রির টাকা থেকে আহছানিয়া মিশন ক্যান্সার হাসপাতাল ৫ (পাঁচ) টাকা করে অনুদান পাবে।

The Ahsania Misson Cancer Hospital will get a donation of Tk. 5 (Five) from the sale proceeds of each copy of this book.

Narnia; The Lion, The Witch and The Wordrop
by C.S. Lewis
Translated by Pulok Hasan
Published by Alamgir Sikder Loton
of **Akash** 2012, 38 Banglabazar, Dhaka-1100, Bangladesh
Phone (880-2) 7165600, 01711526970
e-mail : akash_publications@yahoo.com
Published by Harpercollins; 2010
USA Distributor Muktodhara, Jackson Hights, New York
UK Distributor Sangeeta Ltd. 22 Bricklane, London
Price Taka **160** US$ 8 only
ISBN 984 70390 0063 2

উৎসর্গ

কিছুটা চালাক, সামান্য একটু বোকা এবং ক্ষেত্রবিশেষে
কিঞ্চিৎ গম্ভীরও বটে–
আমার প্রিয় বন্ধু জাহাঙ্গিরকে

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK.ORG

সূচি

ওয়ার্ড্রোবের ভিতরে তাকালো লুসি ৯
জঙ্গলে কি পেল লুসি ১৫
ইডমাউন্ড আর ওয়ার্ড্রোব ২২
জাদুর খাবার মিষ্টি ২৮
আবার ওয়ার্ড্রোব ৩৫
অদ্ভুত সেই জঙ্গল ৪২
বিবরের সঙ্গে একদিন ৪৮
কি হলো ডিনারের পর ৫৪
ডাইনির বাসা ৬২
অশুভ জাদু শেষ হলো বলে ৭১
কাছেপিঠেই আছে আসলান ৮০
পিটারের প্রথম যুদ্ধ ৮৮
সময়ের প্রারম্ভে গভীর মায়া ৯৬
সাদা ডাইনির জয় ১০৪
সময়ের আরও আগে গভীর মায়া ১১২
মূর্তিগুলোর কি হলো ১১৭
সাদা হরিণ শিকার ১২২

ওয়ার্ড্রোবের ভিতরে তাকালো লুসি

গল্পটা যে সময়ের তখন যুদ্ধ চলছে লন্ডনে। আকাশে একের পর এক ছুটে যাচ্ছে যুদ্ধ বিমান। পিটার, সুসান, ইডমাউন্ড আর লুসি এই লন্ডনেই থাকে। বাবা-মা সিদ্ধান্ত নিলেন ছেলেমেয়েকে আর এখানে রাখবেন না। নিজেরা যেতে না পারলেও চার ছেলেমেয়েকে পাঠিয়ে দেবেন বুড়ো এক প্রফেসরের বাড়িতে। বাবা-মাকে ছেড়ে যেতে হচ্ছে বলে ওদের সবারই মন খারাপ। তবে নতুন জায়গায় কি কি দেখতে পাবে, নতুন কি ঘটবে–এসব চিন্তায় মশগুল হয়ে থাকায় বাবা-মাকে ছেড়ে যাওয়ার দুঃখটা কিছুটা হলেও ভুলে গেল পিটার, সুসান, ইডমাউন্ড আর লুসি।

প্রফেসরের বিশাল বাড়ি। কাছাকাছি যে রেলস্টেশন আছে সেখান থেকে দশ মাইল আর পোস্ট অফিস থেকে দুই মাইল দূরে– বলা যায় দেশের ঠিক মাঝখানে থাকেন প্রফেসর।

বিশাল আর রহস্যে ঘেরা এই বাড়িতে প্রফেসর ছাড়াও একজন গৃহ পরিচারিকা আর তিনজন চাকর থাকে। বিয়ে-থা করেননি প্রফেসর। গল্পে খুব একটা ভূমিকা না থাকলেও গৃহ পরিচারিকা আর কাজের লোকদের সঙ্গে পরিচয় হওয়া দরকার তোমাদের। বিশাল বাড়িটা দেখাশোনার মূল ভার নিয়েছেন মিসেস ম্যাকরেডি। চাকর তিনজন হচ্ছে ইভি, মারগেরেট আর বেটি।

প্রফেসর বুড়ো মানুষ। মাথা ভর্তি সাদা চুল কপালের অনেকটাই ঢেকে দিয়েছে। কিছুক্ষণ কথা বলার পরই প্রফেসরকে ভাল লেগে গেল ওদের। তবে দুপুরবেলা–প্রফেসর যখন দরজা খুললেন, তখন তাঁর মুখভর্তি সাদা দাড়ি দেখে কিছুটা ভয়ই পেয়ে গিয়েছিল লুসি। ইডমাউন্ড অবশ্য ভয় পায়নি। তার বদলে প্রচণ্ড হাসি পেয়েছিল তার। কোনও রকমে সেটা চাপা দিয়েছিল সে।

যাই হোক, কথা বলার পর প্রফেসরকে বেশ মনে ধরে গেল ওদের। ওরা যেরকম চাইছিল, প্রফেসর ঠিক সেই রকম মানুষ। নিজের কাজ ছাড়া জগতের আর কিছু বোঝেন না।

প্রফেসরকে শুভরাত্রি জানিয়ে সবাই দোতলায় উঠে পড়ল ওরা। মোট দুটো কামরার ব্যবস্থা করা হয়েছে ওদের জন্য। এখনই বিছানায় যাওয়ার কোনও

BanglaBook.org

ইচ্ছা নেই। কাজেই সবাই মিলে জড়ো হলো প্রথম কামরায়। আগেই ঠিক করা হয়েছে এখানে শুধু মেয়েরা থাকবে।

বাবা-মাকে ছেড়ে আসতে হয়েছে বলে মন খুব একটা ভাল নেই ওদের। কাজেই এখানে সেটা পুষিয়ে নেওয়ার সুযোগ পাবে কিনা সে ব্যাপারে নিশ্চিত না হওয়া পর্যন্ত বিছানায় যেতে রাজি নয় কেউ।

'কোনও সন্দেহ নেই, দারুণ এক জায়গায় এসেছি আমরা,' বলল পিটার। 'এখানে খুব ভাল সময় কাটবে আমাদের। যা করতে চাই, তাই করতে পারব। প্রফেসর কোনও বাধা দেবেন না আমাদের। খুব মজা হবে, তাই না!'

'ঠিক। আমিও তোমার সঙ্গে একমত, পিটার। আমাদের কোনও কাজে বাধা দেবেন না প্রফেসর,' বলল সুসান।

'দূর, বাদ দাও তো এ-সব কথা! একজন প্রফেসর সম্পর্কে এভাবে কথা বলতে হয় না,' বলল ইডমাউন্ড। ক্লান্তবোধ করায় এ-সব কথা শুনতে ভাল লাগছিল না ওর। কিন্তু ও যে ক্লান্ত, সেটা কাউকে বুঝতে দিতেও রাজি নয়। ইডমাউন্ড কখনও নিজের কোনও দুর্বলতা প্রকাশ করতে চায় না। এই কারণে প্রায়ই অকারণে রেগে যাওয়ার বদঅভ্যাস আছে ওর।

'এভাবে কথা বলতে হয় না তো কীভাবে বলতে হয়?' ফস করে বলে বসল সুসান। 'অন্যের ব্যাপারে নাক গলানোর স্বভাব তোমার চিরদিনের। এখন তো তোমার ঘুমাবার সময়। আমাদের কথা শুনতে ভাল না লাগলে বিছানায় গিয়ে শুয়ে পড়লেই তো পারো।'

'আচ্ছা! মায়ের মতো শাসন করা হচ্ছে,' ইডমাউন্ডও ছেড়ে কথা বলল না সুসানকে। 'আমি কখন শুতে যাব না যাব সে ব্যাপারে তুমি নাক গলাবার কে? আগে নিজে শুতে যাও।'

এ-সময় কথা বলে উঠল লুসি। 'আমাদের সবারই তো উচিত বিছানায় যাওয়া। প্রফেসর যদি আমাদেরকে এভাবে ঝগড়া করতে শোনেন তাহলে কি ভাববেন বলো তো?'

'না, লুসি। কিছুই মনে করবেন না প্রফেসর। আমাদের কথা তো তিনি শুনতেই পাবেন না। তাছাড়া আমরা ঘরে বসে কি করছি না করছি সেটা খোঁজ নেওয়ার মতো লোক নন তিনি। এই বাড়িতে আমরা যা খুশি তাই করতে পারব। কেউ আমাদের বাধা দিতে আসবে না। আরেকেটা কথা ভেবে দেখো। খাবার কামরা থেকে এখানে আসতে পুরো দশ মিনিট লেগেছে আমাদের। সেই সঙ্গে যোগ করো অসংখ্য কামরা আর প্যাসেজগুলোর কথা। প্রফেসরের ঘর তো ওখানেই। কাজেই এখানে আমরা যাই করি না কেন সেটা প্রফেসরের কানে পৌঁছবে না,' বলল পিটার।

BanglaBook.org

এ-সময় একটা আওয়াজ শুনে আঁতকে উঠল লুসি। 'মা গো! ওটা কি!' পিটারের মুখে বাড়ির অসংখ্য খালি কামরা আর অন্ধকার প্যাসেজের কথা শুনে কেমন কেমন যেন গা শিরশির করছিল লুসির। আর ঠিক সে সময় অদ্ভুত এক আওয়াজ শুনে ভয় পেয়ে গেছে ও।

'ভীতুর ডিম কোথাকার! ওটা পাখির আওয়াজ,' বলল ইডমাউন্ড।

'পাখি, তবে পেঁচা,' বলল পিটার। 'এখানে খালি কামরার অভাব নেই। পাখিদের জন্য আদর্শ জায়গা। যাই হোক, এখন শুতে যাব আমি। কাল থেকে শুরু হবে আমার অভিযান। কি পাব না পাব সেটা আগে থেকে আন্দাজ করে লাভ নেই। এরকম একটা বাড়িতে যে কোনও কিছু পাওয়া সম্ভব। আসার পথে ওই পাহাড়গুলো চোখে পড়েছে তোমাদের? শুধু পাহাড়ের কথাই বা বলি কেন! জঙ্গলও তো আছে এখানে। কি থাকতে পারে সেখানে? ঈগল, হরিণ, বাজপাখি। উফ্, আমার তো মনে হচ্ছে এখনই চলে যাই!'

'ব্যাজারও তো থাকতে পারে,' বলল লুসি।

'শিয়াল,' রুদ্ধশ্বাসে বলল ইডমাউন্ড, ঝগড়ার কথা ভুলে গেছে।

'ইঁদুর,' সবশেষে যোগ করল সুসান।

কিন্তু পরদিন সকালে মাঠে মারা গেল ওদের সব পরিকল্পনা। সকাল থেকেই শুরু হয়েছে মুষল ধারায় বৃষ্টি।

জানলা দিয়ে বাইরে তাকাল ওরা। জঙ্গল, পাহাড় বা বাগানের ঝর্না– কিছুই দেখা যাচ্ছে না বৃষ্টির জন্য।

সকালে প্রফেসরের সঙ্গে নাস্তা সেরে দোতলায় উঠে পড়েছে ওরা। বৃষ্টি হচ্ছে বলে সবারই মন খারাপ।

'এই বৃষ্টি সহজে ছাড়বে না,' বলল সুসান। 'খুঁজলে প্রচুর বই পাওয়া যাবে এখানে। চলো, সময়টা বই পড়ে কাটিয়ে দিই।'

'আমি বাদ,' বলল পিটার। 'আমি চললাম অভিযানে।'

সুসানের বই পড়ার প্রস্তাব উড়ে গেল পিটারের কথায়। সবাই পিটারের সঙ্গে যেতে চায়। এভাবেই শুরু হলো ওদের অভিযান।

প্রফেসরের বাড়ি এত বিশাল যে দেখে মনে হয় এর কোনও শেষ নেই। অদ্ভুত অদ্ভুত সব ঘর আছে এই বাড়িতে।

প্রথম কয়েকটা ঘরে ঢুকে ওরা বুঝতে পারল ওগুলো বেডরুম। ভাবছে আশপাশে বাকি কামরাগুলোও বুঝি তাই। কিন্তু হঠাৎ ভুল ভাঙল ওদের। চার-পাঁচটা বেডরুম পার হওয়ার পর বিশাল এক কামরায় এসে পড়ল ওরা। প্রচুর ছবি আর একটা বর্ম আছে এখানে। এখান থেকে আরেকটা ঘরে ঢুকল ওরা।

BanglaBook.org

এটা মাঝারি আকারের। তবে আশ্চর্যের ব্যাপার, ঘরটার সবকিছু সবুজ রঙের। এক কোণে একটা হার্প দেখতে পেল ওরা। এই ঘরেও বেশিক্ষণ থাকল না। কামরা থেকে বের হতেই তিনটে সিঁড়ি দেখা গেল, সবগুলো নীচের দিকে। সিঁড়ি বেয়ে নিচে নামতেই আবার পাঁচটা সিঁড়ি দেখতে পেল। এই সিঁড়িগুলো আবার উপরে উঠে গেছে। সিঁড়ি বেয়ে ওপরে উঠল ওরা। দেখতে পেল বিশাল এক হলরুম। শেষ মাথায় একটা খোলা দরজা। ওরা বুঝতে পারল ওই দরজা দিয়ে বারান্দায় যাওয়া যায়। হলরুম পার হয়ে বারান্দায় চলে এল ওরা। এরপর যা দেখল, তাতে চোখ কপালে উঠে পড়ল ওদের। বারান্দার পরই আছে সারি সারি অনেক কামরা। প্রতিটি ঘরের চারদেয়ালেই বুক সেলফ। সেলফগুলোর এক ইঞ্চি জায়গা খালি নেই। বেশিরভাগ বইই অনেক পুরনো। কিছু বই বাইবেলের চেয়েও মোটা। কিছুক্ষণ চলল বই ঘাঁটাঘাঁটি। তারপর অন্য একটা ঘরে ঢুকল ওরা। বড় আকারের একটা ওয়ার্ড্রোব ছাড়া আর কিছু নেই সেই ঘরে। ওয়ার্ড্রোবের দরজায় একটা আয়না বাসানো আছে। এদিক-ওদিক তাকাতে জানলার গোবরাটে একটা মরা মাছি দেখতে পেল ওরা।

'কিচ্ছু নেই এখানে,' বলে ঘর ছাড়ল পিটার। দেখাদেখি সবাই পিছু নিল ওর। কেউ খেয়াল করল না লুসি বের হয়নি ঘর থেকে।

ওয়ার্ড্রোবের দিকে একদৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে লুসি। ইচ্ছে হচ্ছে ভিতরটা খুলে দেখে। কিন্তু লুসি মোটামুটি নিশ্চিত যে ওটার দরজা লক করা। তারপরও সামনে গিয়ে দরজা ধরে টান দিল। ওকে অবাক করে দিয়ে খুলে গেল দরজা, সেই সঙ্গে দুটো কর্পূর পড়ল মেঝেতে।

ভিতরে তাকাতে বেশ অনেকগুলো কোট দেখতে পেল লুসি। বেশিরভাগই লম্বা ফার কোট। ফার কোটের গন্ধ খুব ভাল লাগে লুসির। তক্ষুনি ওয়ার্ড্রোবের ভিতর ঢুকে পড়ল ও। তারপর ফার কোটের গায়ে নিজের মুখটা ঘষল। তবে খেয়াল রেখেছে পায়ের ধাক্কায় ওয়ার্ড্রোবের দরজা যাতে বন্ধ না হয়ে যায়। লুসির ভাল করেই জানা আছে দরজা বন্ধ হয়ে গেলে কি হতে পারে। বন্ধ ওয়ার্ড্রোবের ভিতরে অক্সিজেনের অভাবে কিছুক্ষণের মধ্যেই দম বন্ধ হয়ে মারা যাবে ও।

যাই হোক, এবার ওয়ার্ড্রোবের আরেকটু ভিতরে ঢুকল লুসি। বুঝতে পারল দ্বিতীয় আরেকটা কোটের সারির কাছে এসে পড়েছে। ওয়ার্ড্রোবের ভিতর গাঢ় অন্ধকার হওয়ায় কিছুই দেখতে পাচ্ছে না। ওর মাথা যাতে ওয়ার্ড্রোবের সঙ্গে বাড়ি না খায় সেজন্য একটা হাত লম্বা করে হামাগুড়ি দিতে দিতে সামনে এগিয়ে যাচ্ছে। প্রতি মুহূর্তে আশা করছে এই বুঝি ওয়ার্ড্রোবের পিছন দিকটার স্পর্শ পাবে ওর আঙুল। কিন্তু সেই স্পর্শ পেল না লুসি।

BanglaBook.org

'এত বড় ওয়ার্ড্রোব জন্মেও দেখিনি,' ভাবল লুসি। সারি করে রাখা কোটগুলো হাত দিয়ে সরিয়ে এখনও সামনে এগিয়ে যাচ্ছে। হঠাৎ লুসি বুঝতে পারল ওর পায়ের নীচে কিছু একটা ভাঙছে। 'নিশ্চয়ই আরও কর্পূর আছে এখানে,' মনে মনে ভাবল লুসি। জিনিসটা তোলার জন্য কিছুক্ষণের জন্য থামল ও। কর্পূর তো নয়ই, এমনকি ওয়ার্ড্রোবের কাঠের স্পর্শও পেল না লুসির আঙুল। নীচে হাত দিয়ে পাউডারের মতো নরম আর প্রচণ্ড ঠাণ্ডা কিছুর স্পর্শ পেল লুসি। তারপর আবার সামনে এগোতে শুরু করল।

পরমুহূর্তেই হঠাৎ লুসি বুঝতে পারল ওয়ার্ড্রোবের ভিতরে আর কোনও কোট নেই। শক্ত আর কঠিন কিছুর স্পর্শ পাচ্ছে ও।

'আশ্চর্য! এগুলো তো গাছ বলে মনে হচ্ছে!' চিৎকার করে বলল লুসি।

তারপর হঠাৎ সামনে একটা আলো দেখতে পেল লুসি। সেই সঙ্গে বুঝতে পারল ওপর থেকে কিছু একটা পড়ছে তার ওপর। জিনিসটা খুব নরম আর ঠাণ্ডা।

একমুহূর্ত পর নিজেকে একটা জঙ্গলের ঠিক মাঝখানে আবিষ্কার করল লুসি। পায়ের নীচে তুষার দেখতে পেল। ওপর থেকেও পড়ছে তুষার। জঙ্গলে এখন রাত।

ভয় পাচ্ছে লুসি। সেই সঙ্গে প্রচণ্ড কৌতূহলও হচ্ছে। ঘাড় ঘুরিয়ে পিছনে তাকাল একবার। ওয়ার্ড্রোবের খোলা দরজাটা দেখা যাচ্ছে এখনও। খালি ঘরটাও এক পলকের জন্য দেখে নিল। একটা ব্যাপার খেয়াল করে অবাক হয়ে গেল লুসি। খুব বেশিক্ষণ হয়নি ওয়ার্ড্রোবের ভিতর ঢুকেছে ও। কিন্তু পরিষ্কার বুঝতে পারছে ওয়ার্ড্রোবের ওপাশে এখন দিন। অথচ জঙ্গলে এখন রাত। 'খারাপ কিছু ঘটলে আমি ঠিকই আবার ফিরে যেতে পারব,' ওয়ার্ড্রোবের খোলা দরজার দিকে তাকিয়ে মনে মনে ভাবল লুসি।

আবার এগোতে শুরু করল ও। দশ মিনিট হাঁটার পর সেই আলোর কাছে পৌঁছে গেল লুসি। বুঝতে পারল ওটা একটা ল্যাম্প পোস্ট। অবাক হয়ে সেটার দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থাকল লুসি। ভাবছে একটা জঙ্গলের মাঝখানে ল্যাম্প পোস্ট থাকবে কেন?

ঠিক এ-সময় কারও পায়ের শব্দ শুনতে পেল লুসি। কিছুক্ষণ পরই অদ্ভুত এক মানুষকে দেখতে পেল। লুসি নিশ্চিত এরকম অদ্ভুত মানুষ পৃথিবীর আরও কেউ কখনও দেখেনি।

অদ্ভুত দর্শন লোকটা লুসির চেয়ে সামান্য লম্বা। মাথার ওপর একটা ছাতা ধরে আছে। তুষার পড়ায় ছাতার ওপরটা ধবধবে সাদা হয়ে গেছে। অদ্ভুত ব্যাপার হচ্ছে, কোমর থেকে মাথা পর্যন্ত–লোকটার সবকিছুই একজন মানুষের

BanglaBook.org

মতো। কিন্তু তার পা দুটো হুবহু ছাগলের মতো। সেখানে আবার মিশমিশে আর চকচকে কালো লোম গজিয়েছে। পায়ে আঙুলের বদলে আছে ছাগলের মত খুর। লোকটার পিছনে একটা লেজও আছে। কিন্তু প্রথমে সেটা দেখতে পায়নি লুসি। কারণ ছাতা ধরা হাতের সঙ্গে লেজটা পরম যত্নে পেঁচিয়ে রেখেছে লোকটা। কোনও ভাবেই তুষার লাগতে দেবে না লেজে। গলায় লাল রঙের একটা মাফলারও জড়িয়েছে অদ্ভুত দর্শন লোকটা। তার গায়ের রঙও লালচে। যত দেখছে, ততই অবাক হচ্ছে লুসি। লোকটার মুখ খুব ছোট, তবে মায়ায় ভরা। মুখে খোঁচা খোঁচা দাড়িও আছে। আর চুলগুলো সব কোঁকড়ানো। চুলের ফাঁক দিয়ে কপালের দু'পাশে দুটো শিঙও দেখতে পেল লুসি। এক হাতে ছাতা ধরে এগিয়ে আসছে লোকটা। অন্য হাতে রয়েছে বাদামী রঙের কয়েকটা পার্সেল। তুষার পড়ায় পার্সেলটা প্রায় সাদা হয়ে গেছে। দেখে মনে হচ্ছে সে বুঝি ক্রিসমাসের জন্য কেনাকাটা করতে বের হয়েছে। লুসি ধারণা করল লোকটা সম্ভবত বনদেবতা। কিছুক্ষণ পর ল্যাম্পপোস্টের কাছে এসে পড়ল সে। এতক্ষণ কি এক চিন্তায় মাথা নীচু করে ছিল। হঠাৎ কি মনে করে মাথা উঁচু করল সে। লুসিকে দেখার পর বিস্ময়ে বিমূঢ় হয়ে গেল। হাত থেকে খসে পড়ল সব পার্সেল।

'ঈশ্বর, সদয় হও আমার প্রতি!' চিৎকার করে উঠল সে।

BanglaBook.org

জঙ্গলে কি পেল লুসি

'শুভ সন্ধ্যা,' বলল লুসি।

বনদেবতা কোনও উত্তর দিলেন না লুসির কথার। দেবেনই বা কীভাবে! পড়ে যাওয়া পার্সেল তোলার জন্য ব্যস্ত হয়ে পড়েছেন তিনি। কাজটা শেষ হতেই লুসির উদ্দেশ্যে ছোট্ট করে বো করল।

'শুভ সন্ধ্যা, শুভ সন্ধ্যা! আমার হয়ত কৌতূহলী হওয়া ঠিক হচ্ছে না। তারপরও বলতে ইচ্ছে হচ্ছে তুমি বোধহয় ঈভের মেয়ে, তাই না?' বললেন তিনি।

'আমার নাম লুসি,' লোকটার কথা ঠিক বুঝতে পারছে না।

'কিন্তু...তুমি হচ্ছো... তারা যেমন বলে–একটা মেয়ে,' বলল কিম্ভূতকিমাকার বলছেন বনদেবতা।

'অবশ্যই আমি একটা মেয়ে,' বলল লুসি।

'তুমি আসলে মানুষ।'

'অবশ্যই আমি মানুষ,' বলল লুসি। বনদেবতার অদ্ভুত কথায় ধাঁধার মধ্যে পড়ে গেছে।

'তাই তো! তাই তো! আসলে আমার মাথায় কিছু নেই। আমি একটা বোকা!' বললেন বনদেবতা। 'আসলে কি ঘটেছে জানো তো! আগে কখনও এ্যাডামের ছেলে কিংবা ঈভের মেয়েকে দেখার সৌভাগ্য হয়নি আমার। তোমাকে দেখে খুশি আমি। বলতে চাই...' এই পর্যন্ত বলে হঠাৎ থেমে গেলেন। দেখে মনে হচ্ছে হঠাৎ কিছু একটা মনে পড়ে যাওয়ায় সেটা বলতে যাচ্ছিলেন তিনি। কিন্তু কথাটা লুসিকে বলা যাবে না ভেবে চুপ করে গেলেন। কয়েক মুহূর্ত পর আবার শুরু করলেন তিনি। 'খুশি আমি! খুশি আমি! এবার নিজেকে চেনাই আমি, কি বলো? আমার নাম টামনাস।'

'আপনার সঙ্গে পরিচিত হতে পেরে খুব ভাল লাগছে আমার, মিস্টার টামনাস,' বলল লুসি।

'ঈভের মেয়ে, লুসি। নার্নিয়া কীভাবে আসা হলো তোমার?'

'নার্নিয়া? সেটা আবার কি?' জানতে চাইল লুসি। এই নাম জীবনে কোনও

BanglaBook.org

দিন শোনেনি ও।

'এটা হচ্ছে নার্নিয়ার রাজ্য,' বললেন বনদেবতা। 'এই ল্যাম্প পোস্ট থেকে সেই কেয়ার প্যারাভেল দুর্গ পর্যন্ত– সবটুকু হচ্ছে নার্নিয়ার জায়গা। আর তুমি, তুমি এসেছ পশ্চিমের বুনো জঙ্গল থেকে।'

'আমি এসেছি একটা ওয়ার্ড্রোবের ভিতর থেকে,' আমতা আমতা করে বলল লুসি। বনদেবতার কোনও কথাই মাথায় ঢুকছে না।

'আহ্!' দুঃখ করে বললেন বনদেবতা। 'ছোটবেলায় ভূগোলটা যদি পড়তাম, তাহলে আর ওয়ার্ড্রোব নামের দেশটা অজানা থাকত না আমার। এখন তো ভূগোল পড়া সম্ভব না। অনেক দেরি হয়ে গেছে।'

'ওয়ার্ড্রোব তো কোনও দেশ না,' হেসে বলল লুসি। 'আমার একটু পিছনেই আছে ওটা। কিন্তু... কিন্তু... ওখানে এখন গ্রীষ্মকাল।'

'কিন্তু এখানে এখন শীতকাল। হয়ত সারাজীবন থাকবেও তাই। যাই হোক, এখানে দাঁড়িয়ে কথা বলতে থাকলে আমাদের কিন্তু ঠাণ্ডা লেগে যাবে। তো গ্রীষ্মকালীন দেশ ওয়ার্ড্রোব থেকে আসা ঈভের মেয়ে লুসি, তুমি কি আমার সঙ্গে যাবে? দুজন মিলে একটু চা খেতাম আমরা।'

'তোমাকে অনেক ধন্যবাদ, টামনাস,' বলল লুসি। 'কিন্তু এখন না ফিরলে দেরি হয়ে যাবে আমার।'

'আমার বাড়ি বেশি দূরে না। সামনের বাঁকটা ঘুরলেই পৌঁছে যাব,' হাত ইশারায় একটা বাঁক দেখালেন টামনাস।

'তুমি খুব ভাল টামনাস। আমি যাব তোমার সঙ্গে। তবে বেশিক্ষণ থাকতে বলো না কিন্তু আমাকে,' বলল লুসি।

'ঈভের মেয়ে, তুমি যদি আমার হাতটা ধরো তাহলে আমি ছাতাটা দুজনের মাথার ওপরই ধরে রাখতে পারব,' বললেন টামনাস।

'ঠিক আছে,' বলল টামনাসের হাত ধরল লুসি।

'চলো, এবার যাই আমরা।'

অদ্ভুত লোকটার সঙ্গে পায়ে পা মিলিয়ে হাঁটছে লুসি। যেন একে-অপরকে অনেকদিন ধরে চেনে ওরা।

হাঁটতে হাঁটতে শক্ত মাটি আছে, এমন এক জায়গায় এসে পৌঁছাল ওরা। চারপাশে ছোট-ছোট অসংখ্য পাথর ছড়িয়ে-ছিটিয়ে আছে এখানে। ছোট-বড় কিছু পাহাড়ও দেখতে পেল লুসি। একটা ছোট উপত্যকার কাছে এসে হঠাৎ একপাশে সরে গেলেন টামনাস। সামনে বেশ বড় আকারের একটা পাথর দেখতে পেল লুসি। ওর ধারণা বনদেবতা টামনাস বুঝি সেদিকেই যাবেন। কিন্তু একেবারে শেষ মুহূর্তে লুসি বুঝতে পারল ওকে একটা গুহার দিকে নিয়ে যাচ্ছেন টামনাস। কিছুক্ষণ পর গুহার ভিতরে ঢুকল ওরা।

BanglaBook.org

আগুন জ্বালানো হয়েছে গুহার ভিতর। জীবনে কোনদিন এত সুন্দর জায়গা দেখেনি লুসি। টামনাসের গুহাটা ছোট, গরম আর খুব পরিষ্কার। আশ্চর্যের ব্যাপার, গুহার পুরো দেয়াল বানানো হয়েছে লাল রঙের পাথর দিয়ে। মেঝেতে আছে একটা রঙিন কার্পেট। গুহার এক কোণে দুটো চেয়ার আর একটা টেবিলও দেখতে পেল লুসি। তার পাশেই আছে একটা ড্রেসার। হঠাৎ চেয়ার দুটো দেখিয়ে টামনাস বললেন, 'একটা আমার জন্য আর দ্বিতীয়টা আমার বন্ধুর জন্য।'

গুহার যেখানে আগুন জ্বালানো হয়েছে তার ওপর একটা তাক আছে। সেটার ওপর রাখা আছে বুড়ো এক বনদেবতার ছবি। পুরো মুখ ধূসর রঙের দাড়িতে ঢাকা। গুহার শেষ মাথায় একটা দরজা দেখতে পেল লুসি। ধারণা করল পাশের ঘরটা হয়ত টামনাসের বেডরুম। হঠাৎ দেয়ালের সঙ্গে লাগা একটা বুকশেলফ চোখে পড়ল লুসির। সেখানে নানা ধরনের বই দেখতে পেল ও। অবাক হয়ে সব দেখছে লুসি। টামনাস অবশ্য চা বানাতে ব্যস্ত। দেখতে দেখতে বুকসেলফের কাছে চলে এল লুসি।

একটা ট্রে-তে করে চা আর বিভিন্ন ধরনের খাবার আনলেন টামনাস।

'ঈভের মেয়ে, এখন আমরা শুরু করতে পারি,' বললেন টামনাস।

এরকম মজার চা আগে কখনও খায়নি লুসি। যেমন তার স্বাদ, তেমনি তার গন্ধ। খিদেতে পেট মোচড় দিচ্ছে লুসির। ট্রের মধ্যে সাজানো খাবারগুলো দেখে জিবে পানি এসে পড়ল ওর। সামান্য সেদ্ধ করা হালকা বাদামী রঙের একটা ডিম, সার্ডিন দেওয়া টোস্ট, ঘি মাখানো টোস্ট, মধু দেওয়া টোস্ট এবং সবশেষে চিনি দেওয়া কেক–ধীরে ধীরে সব খেল লুসি। ওর খাওয়া শেষ হতে গল্প শুরু করল টামনাস। জঙ্গলের সম্পর্কে সে যে কত গল্প জানে তার কোনও ইয়ত্তা নেই। একের পর এক গল্প বলে যাচ্ছেন টামনাস। প্রথমে মাঝরাতে জঙ্গলে নাচের অনুষ্ঠানের কথা বললেন সে। জলপরী আর বনপরীরা সেই অনুষ্ঠানে যোগ দিতে আসত। খুব হইচই হত সে সময়। বনদেবতারাও এই অনুষ্ঠানে যোগ দিতেন। এরপর লুসিকে গুপ্তধন খোঁজার গল্প শোনালেন টামনাস। এই গুপ্তধন খোঁজার অভিযান শুরুর আগে রকমারি খাবারের আয়োজন করা হত। তারপর লাল বামনকে সঙ্গে নিয়ে শুরু হতো গুপ্তধন খোঁজা। মন্ত্রমুগ্ধের মতো টামনাসের সব গল্প শুনছে লুসি। গুপ্তধনের পর গ্রীষ্মকালের গল্প শুরু করলেন তিনি। জানালেন পুরো জঙ্গল এ-সময় সবুজ হয়ে যেত। বুড়ো সিলিনাস তাঁর মোটা গাধায় চড়ে তাদের এখানে বেড়াতে আসতেন তখন। মাঝে-মধ্যে বাকুসুও এসে হাজির হতেন। তখন জঙ্গলের সবগুলো ঝর্না থেকে পানির বদলে ঝরতো ওয়াইন। এ-সময় কয়েক সপ্তাহজুড়ে আনন্দ-ফুর্তি চলত জঙ্গলে।

'এখনকার মতো সব সময় শীতকাল ছিল না তখন,' দুঃখ করে বললেন টামনাস।

BanglaBook.org

কিছুক্ষণ পর ড্রেসারের ওপর থেকে একটা ছোট্ট বাঁশি নিলেন তিনি। বাঁশিটা দেখতে খুব সুন্দর। দেখে মনে হচ্ছে ওটা বুঝি কোনও বিশেষ ধরনের খড় দিয়ে বানানো হয়েছে। যাই হোক, বাঁশিটা কোলের ওপর নিয়ে বাজাতে শুরু করলেন বনদেবতা টামনাস। অদ্ভুত সুরে ওটা বাজাচ্ছেন টামনাস। শুনতে শুনতে লুসির কখনও ইচ্ছে হলো কাঁদে, কখনও বা আবার মনে হলো ধেইধেই করে নাচে, হঠাৎ আবার খুব ইচ্ছে হলো গলা ছেড়ে হাসে এবং সবশেষে মনে হলো প্রচণ্ড ঘুম পাচ্ছে ওর।

এভাবে কতক্ষণ কেটেছে, সেটা ঠিক বলতে পারবে না লুসি। তবে কয়েক ঘণ্টার কম হবে না। হঠাৎ প্রফেসরের বাড়ির কথা মনে পড়তে মাথা নাড়তে শুরু করল লুসি।

'ওহ্, মিস্টার টামনাস! আপনাকে থামাতে হলো বলে আমি দুঃখিত। জীবনে কোনদিন এত সুন্দর সুর শুনিনি। কিন্তু এখন আমার বাড়ি ফেরা দরকার। কয়েক মিনিটের জন্য এখানে এসেছিলাম আমি,' বলল লুসি।

'এটা কোনও ভাল কথা না, লুসি,' বললেন টামনাস। লুসির দিকে তাকিয়ে মাথা নাড়ছে। যেন লুসির কথায় খুব দুঃখ পেয়েছে।

'ভাল কথা না মানে?' লাফ দিয়ে চেয়ার ছাড়ল লুসি। টামনাসের কথা শুনে ভয় পেয়ে গেছে। 'ভাল কথা না বলে আসলে কি বোঝাতে চাইছেন আপনি? এখনই আমার বাড়ি ফেরা উচিত। এরই মধ্যে সবাই হয়ত আমাকে খোঁজাখুঁজি করতে বেরিয়েছে,' এই পর্যন্ত বলে থামতে বাধ্য হলো লুসি। অবাক হয়ে দেখল টামনাসের বাদামী চোখ দুটো পানিতে টলমল করছে। কিছুক্ষণ পর গাল বেয়ে নামতে লাগল সেই পানি। দুই হাত দিয়ে নিজের মুখ ঢাকলেন টামনাস। তারপর গুঙিয়ে গুঙিয়ে কাঁদতে লাগলেন।

'মিস্টার টামনাস! মিস্টার টামনাস!' অস্থির হয়ে বলল লুসি। 'প্লীজ, কাঁদবেন না! কী ব্যাপার খুলে বলুন আমাকে। আপনার কি শরীর খারাপ? কি ঘটেছে সেটা বলুন আমাকে, প্লিজ!'

কিন্তু কে শোনে কার কথা। টামনাস আগের মতোই কাঁদছেন। দেখে মনে হচ্ছে লুসির বাড়ির ফেরার কথায় খুব দুঃখ পেয়েছেন তিনি। বাড়ির কথা মনে পড়লেও লুসির ইচ্ছে হচ্ছে দুঃখী, অদ্ভুত দর্শন এই মানুষটার কথা শুনতে। এক পা এক পা করে টামনাসের কাছে গেল লুসি। হাত দুটো রাখল তাঁর মাথায়। এখনও অঝোর নয়নে কাঁদছেন টামনাস। জামার পকেট থেকে একটা রুমাল বের করে তাঁর হাতে দিল লুসি। হাত বাড়িয়ে সেটা নিলেন বনদেবতা। কিন্তু কাঁদছেন আগের মতই। একটু পর পর রুমাল দিয়ে চোখ মুছছেন তিনি। কিছুক্ষণ পরই ভিজে জবজবে হয়ে গেল রুমাল। নিঙড়ে পানি বের করে আবার সেটা ব্যবহার করছেন টামনাস। এদিকে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে তাঁর কাণ্ডকারখানা দেখছে লুসি। হঠাৎ

BanglaBook.org

খুব রাগ হল ওর।

'মিস্টার টামনাস!' বনদেবতার কানের কাছে মুখ বাড়িয়ে চিৎকার করল লুসি। 'বন্ধ করুন, মিস্টার টামনাস! বলছি, বন্ধ করুন! একজন বনদেবতা হয়ে কাঁদছেন আপনি। লজ্জা পাওয়া উচিত আপনার। কি এমন ঘটল যে এমন অঝোর নয়নে কাঁদছেন আপনি?'

'আহ্! আহ্! আহ্!' ফুঁপিয়ে উঠল বনদেবতা। 'আমি ভাল কোনও বনদেবতা নই। এ-জন্যই কাঁদছি।'

'কই, আমি তো এখন পর্যন্ত আপনার মধ্যে খারাপ কিছু দেখিনি,' বলল লুসি। 'আপনাকে তো আমার খুব ভাল লাগল। আপনার মতো ভাল বনদেবতা আগে কখনও দেখিনি আমি। আপনার সবকিছুই খুব ভাল। শুধু কান্নাটা ছাড়া।'

'আহ্! যদি জানতে!'

'যদি জানতাম? কি জানতাম?' জানতে চাইল লুসি।

'যদি জানতে আমি কেমন তাহলে আর আমাকে ভাল বলতে পারতে না। আমি খুব খারাপ বনদেবতা। পৃথিবী সৃষ্টির পর থেকে এখন পর্যন্ত–আমার মতো খারাপ বনদেবতা আর একটাও আসেনি।

'এ তো দেখছি মহা জ্বালায় পড়া গেল! খালি বলে খারাপ খারাপ। কিন্তু খারাপ কি করেছে সেটা বলেন না। আচ্ছা, বলুন দেখি কার কি অনিষ্ট করেছেন আপনি,' বলল লুসি।

'ফায়ারপ্লেসের ওপরে তাকে রাখা ওই ছবিটা আমার বাবার। তিনি কখনও এমন খারাপ কাজ করতেন না,' বলল টামনাস।

'কেমন খারাপ কাজ করতেন না?'

'যেমনটা আমি করেছি,' বলল টামনাস। দেখে মনে হচ্ছে তিনি বুঝি আমার কাঁদতে শুরু করবেন। 'বাধ্য হয়ে সাদা ডাইনির হয়ে কাজ করছি আমি। তার নির্দেশ মতো কাজ না করলে আমার আর রক্ষে নেই। অনেক আগেই আমাকে একটা কাজ করার নির্দেশ দিয়ে রেখেছে সে। ডাইনির কাজ কি কখনও ভাল হতে পারে? তার দেওয়া কাজটা খুব খারাপ, ভীষণ খারাপ।'

'সাদা ডাইনি? কে সে?' জানতে চাইল লুসি।

'সাদা ডাইনি হচ্ছে নার্নিয়ার একমাত্র হর্তাকর্তা। এখানকার সবকিছু নির্ভর করে তার ওপর। তার জন্যই নার্নিয়ার বছরের বার মাসই শীত থাকে। কখনও ক্রিসমাস আসে না এখানে। চিন্তা করো একবার!' বললেন টামনাস।

'কি সাংঘাতিক!' বলল লুসি। 'কিন্তু কাজটা কি বলুন তো আমাকে।'

'এই কাজটা করার কথা ভেবেই তো কাঁদছি আমি, লুসি। সাদা ডাইনি আমাকে কিডন্যাপ করার নির্দেশ দিয়েছে। আমি একজন কিডন্যাপার। আমার দিকে তাকাও ঈভের মেয়ে। নিষ্পাপ এক বাচ্চা মেয়েকে আমি আমার গুহার

BanglaBook.org

ভিতর আনলাম। মেয়েটা কখনও আমার কোনও ক্ষতি করেনি। গুহার ভিতর আনার পর তাকে খেতে দিলাম আমি। বন্ধু বানালাম তাকে। আমার এসব কিছু করার পিছনে একটাই উদ্দেশ্য ছিল। বাচ্চা মেয়েটা ঘুমাবার পর তাকে সাদা ডাইনির হাতে তুলে দেব আমি,' এক নিশ্বাসে কথাগুলো বললেন বনদেবতা।

'না, টামনাস,' বলল লুসি। 'আমার মনে হয় না আপনি সত্যি সত্যি এমন কোনও কাজ করেছেন।'

'কিন্তু আমি করেছি! করেছি আমি!' বললেন টামনাস।

'আচ্ছা, ঠিক আছে। ধরলাম এমন একটা কাজ করেছেন আপনি,' নরম সুরে বলল লুসি। 'কাজটা যে খারাপ তাতে কোনও সন্দেহ নেই। কিন্তু এ-জন্য তো আপনি অনুতপ্ত। আমি নিশ্চিত ভবিষ্যতে আর কখনও এরকম করবেন না আপনি।'

'ঈভের মেয়ে, তুমি আসলে ব্যাপারটা এখনও বুঝতে পারনি। কাজটা আমি এখন, এই মুহূর্তে করেছি,' বলল টামনাস।

'মানে, কি বলতে চান আপনি?' জানতে চাইল লুসি, ভয়ে ওর পুরো মুখ সাদা হয়ে গেছে।

'তুমিই সেই নিষ্পাপ শিশু,' বললেন বনদেবতা। 'সাদা ডাইনি আমাকে নির্দেশ দিয়েছিল কখনও কোনও এ্যাডামের ছেলে কিংবা ইভের মেয়েকে দেখতে পেল তাদেরকে ভুলিয়ে-ভালিয়ে তার কাছে নিয়ে যেতে। আগে কখনও এ্যাডামের ছেলে কিংবা ঈভের মেয়েকে দেখিনি আমি। তুমিই প্রথম। তোমাকে এখানে আনার পিছনে একটাই উদ্দেশ্য ছিল আমার। ভেবেছিলাম আমার বাঁশি বাজানো শুনতে শুনতে একসময় তুমি ঘুমিয়ে পড়বে। ঘুমালেই সাদা ডাইনির কাছে গিয়ে সব কথা খুলে বলতাম আমি।'

'না, প্লিজ মিস্টার টামনাস! এরকম কাজ করবেন না আপনি। প্লিজ, করবেন না! আপনার এরকম করা উচিত হবে না,' বলল লুসি, ভয়ে ওর আত্মা খাঁচা ছাড়া হবার যোগাড়।

'কি বলব তোমায় দুঃখের কথা! আমি যদি এই কাজ না করি তাহলে সাদা ডাইনি কি করবে জানো? সবার আগে আমার লেজ কেটে নেবে সে। এরপর তুলে নেবে দাড়ি। সবশেষে সাদা ডাইনি তার জাদুর লাঠি দিয়ে আমার ছাগলের মত খুরগুলো কেড়ে নেবে। আমার পায়ে তখন থাকবে এক হতভাগ্য ঘোড়ার পায়ে যেমন খুর থাকে ঠিক তেমন খুর। এখানেই শেষ নয়, সে যদি খুব বেশি রেগে থাকে তাহলে একটা পাথর বানিয়ে রেখে দেবে আমাকে। তখন একটা পাথরের বনদেবতা হয়ে যাব আমি। ঠিক একটা স্ট্যাচুর মত। কেয়ার প্যারাভেলে চারজনের রাজত্ব পার না হওয়া পর্যন্ত তার ভয়ংকর বাড়িতে এই অবস্থায় থাকতে হবে আমাকে। একমাত্র ঈশ্বর জানেন কতদিন! হয়ত সারাজীবনই!' এই পর্যন্ত

BanglaBook.org

বলে থামলেন টামনাস।

'আপনার কথা শুনে খুব খারাপ লাগছে আমার,' বলল লুসি। 'কিন্তু আমাকে বাড়ি যেতে দিন, প্লিজ!'

'ঠিক, ঠিক বলেছ তুমি। অবশ্যই তোমাকে বাড়ি যেতে দেব আমি। সেটাই উচিত হবে আমার। আগে কখনও মানুষ দেখিনি আমি। তুমিই প্রথম। পরিচয় হবার পর থেকে তোমার মধ্যে খারাপ কিছু দেখিনি আমি। আমার যা হবার হবে। কিন্তু তোমাকে কোনও বিপদের মধ্যে ফেলব না। আমার মনে আছে তুমি ল্যাম্পপোস্টের পিছনে দাঁড়িয়ে ছিল। ওই পর্যন্ত পৌঁছে দিলে তুমি কি ওয়ার্ড্রোব নামের দেশে যেতে পারবে?'

'অবশ্যই যেতে পারব,' বলল লুসি।

'কিন্তু যতটা সম্ভব নীরবে যেতে হবে আমাদের,' বললেন টামনাস। 'পুরো জঙ্গলে গুপ্তচরের কোনও অভাব নেই। তারা সবাই সাদা ডাইনির হয়ে কাজ করে। শুনলে তুমি অবাক হবে কিছু কিছু গাছও তাকে সমর্থন করে।'

রওনা হলো ওরা দুজন। একহাতে ছাতা নিয়ে লুসির হাত ধরে এগিয়ে যাচ্ছেন টামনাস। গুহার আসার সময় যেভাবে এসেছে ঠিক সেভাবে ফিরে যাচ্ছে না ওরা। একটু ঘুরপথ ধরে এগোচ্ছে। যত দ্রুত সম্ভব পা চালাচ্ছে দুজন। কেউ কোনও কথা বলছে না। কৌশলে অন্ধকার জায়গা দিয়ে যাচ্ছেন টামনাস। ল্যাম্পপোস্টের কাছে আসতে হাঁপ ছেড়ে বাঁচল লুসি।

'বাড়ি ফিরে যাও তুমি, যত দ্রুত সম্ভব,' বললেন বনদেবতা। 'তুমি এখন জানো আমি কি করতে চেয়েছিলাম। আমাকে কি কখনও ক্ষমা করতে পারবে তুমি?'

'অবশ্যই, মিস্টার টামনাস,' বলে বনদেবতার সঙ্গে হাত মেলালো লুসি। 'আশা করি আমার জন্য কোনও সমস্যায় পড়তে হবে না আপনাকে।'

'বিদায়, ইভের মেয়ে,' বললেন টামনাস। 'ইস্, তোমার রুমালটা যদি রেখে দিতে পারতাম!'

'নিঃসন্দেহে, মিস্টার টামনাস,' বলে জামার পকেট থেকে রুমালটা বের করে বনদেবতার হাতে দিল লুসি। তারপর পা বাড়াল ওয়ার্ড্রোবের দিকে। কিছুক্ষণ হাঁটার পরই ওয়ার্ড্রোবের ভিতর ঢুকে পড়ল লুসি। ফার কোটগুলো সরিয়ে সেই খালি ঘরটায় পৌঁছতেও খুব একটা সময় লাগল না ওর। ওয়ার্ড্রোব থেকে বেরিয়ে সবার আগে দরজাটা ভাল ভাবে বন্ধ করে দিল লুসি। তারপর তাকাল চারপাশে, বুক ভরে শ্বাস নিচ্ছে। খেয়াল করে দেখল সকালের বৃষ্টিটা এখনও ছাড়েনি। প্যাসেজে বাকি সবার গলা শুনতে পেল লুসি।

'আমি এখানে! আমি এখানে! চিৎকার করল ও। 'ফিরে এসেছি আমি। কিচ্ছু হয়নি আমার।'

BanglaBook.org

ইডমাউন্ড আর ওয়ার্ড্রোব

এক ছুটে ঘর থেকে বের হয়ে প্যাসেজে চলে গেল লুসি।

'সব ঠিক আছে! আমি ফিরে এসেছি!' আবার বলল ও।

'তুমি কি যা-তা বলছ, লুসি?' প্রশ্ন করল সুসান।

'মানে?' চোখ কপালে উঠে পড়েছে লুসির। 'এতক্ষণ আমাকে খোঁজাখুঁজি করনি তোমরা?'

'তার মানে তুমি লুকিয়েছিলে, তাই না?' বলল পিটার। 'বেচারা লুসি! লুকোচুরি খেলতে চেয়েছিল। কিন্তু এ-জন্য আরও কিছুক্ষণ লুকিয়ে থাকার দরকার ছিল তোমার।'

'কিন্তু আমি তো কয়েক ঘণ্টা তোমাদের সঙ্গে ছিলাম না,' বলল লুসি।

লুসির কথা শুনে একে-অপরের দিকে মুখ চাওয়া-চাওয়ি করছে ওরা, যেন একটা ধাঁধার মধ্যে পড়ে গেছে।

'পাগল!' মাথা নাড়তে নাড়তে বলল ইডমাউন্ড। 'সম্পূর্ণ পাগল।'

'তুমি আসলে কি বোঝাতে চাচ্ছো, লুসি?' সাবধানে জানতে চাইল পিটার।

'যা বলেছি,' সংক্ষেপে বলল লুসি। 'তোমাদের সঙ্গে ওই ঘরে ঢুকি আমি। কিছু দেখার না পেয়ে ঘর থেকে বের হয়ে যাও তোমরা। কিন্তু আমি বের হইনি। ওই ওয়ার্ড্রোবের ভিতর ঢুকেছি। তারপর ঘণ্টার পর ঘণ্টা কেটে গেছে। আমি চা খেয়েছি... আরও কতকিছু করেছি।'

'মূর্খের মতো কথা বলো না, লুসি,' বলল সুসান। 'মাত্র কয়েক সেকেন্ড হয়েছে ওই ঘর থেকে বেরিয়েছি আমরা। এই কয়েক সেকেন্ড তুমি ওখানেই ছিলে।'

'ও মূর্খের মতো কথা বলছে না, সুসান। আসলে একটা গল্প বানাতে চাচ্ছে ও। তাই না, লুসি?' বলল পিটার।

'না, পিটার। আমি কোনও গল্প বলছি না। যা বলছি তার সবই বাস্তব সত্যি কথা। ওই ওয়ার্ড্রোব! ওটা জাদুর!। জানি অবিশ্বাস্য, তারপরও বলছি ওটার ভিতরে একটা জঙ্গল আছে। সেখানে সব সময় তুষার পড়ে। জঙ্গলে একজন বনদেবতার সঙ্গে দেখা হয়েছে আমার। জায়গাটার নাম নার্নিয়া। সাদা এক

BanglaBook.org

ডাইনি সেই জঙ্গলের হর্তকর্তা। এসো আমার সঙ্গে। তোমাদেরকে সব দেখাচ্ছি আমি,' বলল লুসি।

সবাই চুপ করে গেল লুসির কথায়। সদলবলে রওনা হল সেই ঘরের দিকে। সবার আগে আছে লুসি। ঘরে ঢুকে প্রথমে ওয়ার্ড্রোবের দরজাটা খুলল ও। 'যাও, ভিতরে ঢুকে দেখ আমি সত্যি বলছি কি মিথ্যে,' বলল লুসি।

'কি জ্বালায় পড়লাম রে বাবা!' বলল সুসান। 'একটা ওয়ার্ড্রোব আবার দেখার কি আছে!' বলে ওয়ার্ড্রোবের কোটগুলো হাত দিয়ে সরাল সুসান। 'দেখ, ওই যে পিছন দিকটা দেখা যাচ্ছে। এটা একটা সাধারণ ওয়ার্ড্রোব ছাড়া আর কিছুই না।'

সুসানের কথা শুনে এগিয়ে এল সবাই। কোটগুলো সরিয়ে পিছন দিকটা দেখছে। সবার দেখা শেষ হতে লুসিও উঁকি দিল ভিতরে। হতভম্ব হয়ে গেছে ও। ওয়ার্ড্রোবের পিছনে কোনও জঙ্গল নেই। সাধারণ একটা ওয়ার্ড্রোবের পিছন দিক যেমন হয়, এটা ঠিক সেরকম। লুসিকে সরিয়ে এবার ভিতরে ঢুকল পিটার। তারপর হাতের আঙুল দিয়ে কয়েকবার বাড়ি মারল কাঠে, নিরেট আওয়াজ হওয়ায় সবাই বুঝল ওটা ফাঁপা নয়।

'দারুণ দেখালে লুসি!' বলল পিটার। 'আর যাই হোক, শেষ পর্যন্ত আমাদেরকে ওয়ার্ড্রোবের ভিতর ঢোকাতে পেরেছ তুমি। সম্পূর্ণ না হলেও তোমার কথা আংশিক বিশ্বাস করেছিলাম আমরা।'

'আমি তোমাদের সঙ্গে মজা করছি না,' স্পষ্ট করে বলল লুসি। 'আমি যা বলেছি তার সবই সত্যি এবং বাস্তব। কয়েক মুহূর্ত আগেও এটা অন্যরকম ছিল। জানি তোমাদেরকে বিশ্বাস করানো কঠিন। কিন্তু আমি যা বলছি সেটাই সত্যি।'

'ছাড়ো তো, লুসি! অনেক হয়েছে! একটু মজা করতে চেয়েছিলে। সেটা করতে পেরেছ। ব্যস! শেষ হয়ে গেছে ব্যাপারটা। খামাখা আর টেনে লম্বা করছ কেন?' বলল পিটার।

মুখটা লাল হয়ে গেল লুসির। কিছু একটা বলার চেষ্টা করল ও। কিন্তু একটা শব্দও বের করতে পারল না মুখ থেকে। বদলে দুই চোখ বেয়ে পানি গড়াতে লাগল ওর।।

পরের কয়েকদিন খুব খারাপভাবে কাটল লুসির। সারাক্ষণ মনমরা হয়ে আছে। সবাইকে যদি বলতে পারত স্রেফ মজা করার জন্য একটা গল্প বলেছে, তাহলে বোধহয় মনটা ভাল হয়ে যেত লুসির। কিন্তু যেটা বাস্তব সত্যি সেটা ও এড়িয়ে যাবে কি করে। লুসি জানে কি ঘটেছে এবং সেটা কতটুকু সত্যি। আজ পর্যন্ত কখনও কোনও মিথ্যে কথা বলেনি লুসি। কাজেই একটা সত্যিকে মিথ্যে

BanglaBook.org

বলে চালাতে পারবে না সে। সবাই ওকে মিথ্যুক বলে ভাবছে। এটা একেবারে সহ্য করতে পারছে না লুসি। চার ভাই-বোনদের মধ্যে লুসিই সবার ছোট। লুসি জানে ইডমাউন্ডের মত সুসান আর পিটারও তাকে মিথ্যুক বলে ভাবছে। কিন্তু তারা কারণে অকারণে লুসিকে ব্যঙ্গ করছে না। বরং কথা বলার সময় সযত্নে ওয়ার্ড্রোব প্রসঙ্গটা এড়িয়ে যাচ্ছে। কিন্তু ইডমাউণ্ডের আচরণ অসহ্য ঠেকছে লুসির। সব সময়, সুযোগ পেলেই লুসিকে ব্যঙ্গ করছে সে। লুসিকে দেখলেই প্রথমে বত্রিশ পাটি দাঁত বের করে হাসছে। তারপর বলছে, লুসি যদি আবার কোনও নতুন দেশের খোঁজ পায় তাহলে সেটা যেন সবার আগে তাকেই জানানো হয়।

সবচেয়ে দুঃখের ব্যাপার হচ্ছে এখন আবহাওয়া খুব ভাল। কোনও বৃষ্টি নেই, প্রত্যেকটা দিন রোদ ঝলমলে। সকাল হতেই ঘর থেকে বেরিয়ে পড়ছে সবাই। তারপর মাছ ধরছে, সাঁতার কাটছে, গাছে চড়ছে আর ডাকাত ডাকাত খেলছে। পুরোটা সময় ওদের সঙ্গে থাকলেও কোনও খেলাতেই মজা পাচ্ছে না লুসি। বৃষ্টি না হওয়া পর্যন্ত এভাবেই কাটতে লাগল লুসির দিন।

একদিন দুপুর বেলা ওরা সবাই মিলে ঠিক করল লুকোচুরি খেলবে। বাইরের আবহাওয়া আগের মতই রোদ ঝলমলে।

যাই হোক, টসে কপাল পুড়ল সুসানের। লুকাবার পর সবাইকে খুঁজে বের করতে হবে ওকে। সুসান গোনা শুরু করতেই হইহই করে লুকাতে ব্যস্ত হয়ে পড়ল সবাই। কোনও কিছু না ভেবেই আগের সেই ঘরটার ভিতরে ঢুকল লুসি। ওয়ার্ড্রোবের ভিতরে ঢোকার কোনও ইচ্ছা নেই ওর। জানে এতে আবার ওয়ার্ড্রোব প্রসঙ্গে কথা বলতে শুরু করবে সবাই। তবে লুসির খুব ইচ্ছে হচ্ছে আরেকবার ওয়ার্ড্রোবের ভিতরটা দেখে। পুরো ব্যাপারটা এখনও মাথা থেকে ঝেড়ে ফেলতে পারেনি। হঠাৎ ওর মনো হলো নার্নিয়া আর সেই বনদেবতা– এসব কিছু ওর স্বপ্নে ঘটেনি তো। প্রফেসরের বাড়িটা বিশাল। এখানে লুকাবার জায়গার কোনও অভাব নেই। লুসি সিদ্ধান্ত নিল ওয়ার্ড্রোবের ভিতরটা একবার দেখেই বেরিয়ে আসবে। তারপর ভাল দেখে একটা জায়গায় লুকিয়ে পড়বে। ওয়ার্ড্রোবের দিকে পা বাড়াল লুসি। ঠিক এ-সময় কারও পায়ের আওয়াজ শুনতে পেল ও। আর কোনও উপায় নেই লুসির। ধরা পড়তে না চাইলে এখনই ওয়ার্ড্রোবের ভিতরে ঢুকে পড়তে হবে। টান দিয়ে দরজা খুলেই লাফ দিয়ে ওয়ার্ড্রোবের ভিতরে ঢুকে পড়ল লুসি। তারপর দরজাটা আস্তে করে ভিড়িয়ে দিল। খেয়াল রাখল ওটা যাতে পুরোপুরি বন্ধ হয়ে না যায়। জাদুর ওয়ার্ড্রোব হোক আর যাই হোক, সেটার ভিতর ঢুকে দরজা বন্ধ করে দেওয়া চরম বোকামি ছাড়া আর কিছু নয়।

BanglaBook.org

লুসি ওয়ার্ড্রোবের ঢোকার পর পরই এই ঘরে এসেছে ইডমাউন্ড। লুসিকে লুকাতে দেখেছে ও। তক্ষুণি সিদ্ধান্ত নিল সেও ওয়ার্ড্রোবের ভিতর ঢুকবে। খেলার কথা ভুলে গেছে। লুসিকে বিরক্ত করাই এখন ওর মূল উদ্দেশ্য। টান দিয়ে ওয়ার্ড্রোবের দরজা খুলল ইডমাউন্ড। ভিতরে অসংখ্য কোট ঝুলতে দেখল। কর্পূরের গন্ধটাও নাকে এসে ধাক্কা মারল। ওয়ার্ড্রোবের ভিতরে না ঢুকে লুসিকে খুঁজতে লাগল ইডমাউন্ড। কিন্তু লুসিকে দেখা যাচ্ছে না কোথাও। 'ও, লুসি মনে করেছে সুসান খুঁজতে এসেছে তাকে। তাই ওয়ার্ড্রোবের আরও ভিতরে ঢুকে পড়েছে,' মনে মনে ভাবল ইডমাউন্ড। লাফ দিয়ে ওয়ার্ড্রোবের ভিতরে ঢুকে দরজাটা লাগিয়ে দিল ও। একবারও ভাবল না নিজের বের হওয়ার পথ নিজেই বন্ধ করে দিয়েছে। ওয়ার্ড্রোবের ভিতর কোনও আলো নেই। গাঢ় অন্ধকারের মধ্যেই লুসিকে খুঁজতে শুরু করল ইডমাউন্ড। আশা করছে কিছুক্ষণের মধ্যেই পেয়ে যাবে তাকে। কিন্তু কয়েক মিনিট খোঁজার পরও লুসিকে পেল না ইডমাউন্ড। এবার ওয়ার্ড্রোবের দরজা খুঁজতে শুরু করল ও। ভাবছে, ভিতরে আলো ঢুকলেই দেখতে পাবে লুসিকে। কিন্তু কয়েক মিনিট ধরে চেষ্টা করেও দরজা খুঁজে পেল না ইডমাউন্ড। এবার বেশ ভয় পেয়ে গেল ও। চিৎকার করে বলল, 'লুসি? লুসি? কোথায় তুমি? আমি জানি তুমি লুকিয়েছো এখানে।'

কোনও উত্তর নেই। ইডমাউন্ড খেয়াল করল নিজের কণ্ঠটা কেমন যেন উদ্ভট শোনাচ্ছে। বন্ধ একটা ওয়ার্ড্রোবের ভিতরে কথা বললে কারও গলা এরকম শোনায় না। ইডমাউন্ডের মনে হলো সে যেন খোলা কোনও জায়গায় দাঁড়িয়ে কথা বলেছে। হঠাৎ খুব ঠাণ্ডা লাগল ওর। আবার ওয়ার্ড্রোবের দরজা খুঁজতে শুরু করল ইডমাউন্ড। কিছুক্ষণ পর একটা আলো দেখতে পেল ও।

'বাঁচলাম,' মনে মনে বলল ইডমাউন্ড। 'দরজাটা মনে হয় আপনি আপনি খুলে গেছে।' লুসি কোথায় গেল বা ওর কি হলো সে কথা একবারও ভাবল না ইডমাউন্ড। আলো লক্ষ্য করে সোজা হাঁটা ধরল। কিন্তু কিছুদূর যাওয়ার বুঝল আলোটা ওয়ার্ড্রোবের খোলা দরজা দিয়ে আসছে না।

হঠাৎ মোটা মোটা কয়েকটা গাছের গুঁড়ির কাছে এসে পড়ল ইডমাউন্ড। আশপাশে তাকিয়ে হতভম্ব হয়ে গেল, বুঝতে পারল একটা জঙ্গলের ঠিক মাঝখানে দাঁড়িয়ে আছে সে।

নীচে তাকাতে তুষার দেখতে পেল ইডমাউন্ড। ওপর থেকেও তুষার পড়েছে। মাথা তুলে ওপরে তাকাতে নীল আকাশ দেখতে পেল ইডমাউন্ড। বুঝতে পারল জঙ্গলে এখন শীতকাল। সময়টা সকাল। সামনে তাকাতে অসংখ্য গাছের সারি দেখতে পেল ইডমাউন্ড। সেগুলোর ফাঁক দিয়ে লাল টকটকে সূর্য দেখা যাচ্ছে। আশপাশের সবকিছু খুব শান্ত আর স্থির। ইডমাউন্ডের মনে হল

BanglaBook.org

সে ছাড়া এই জঙ্গলে আর কেউ নেই।

হঠাৎ ইডমাউন্ডের মনে পড়ল লুসিকে খুঁজতে গিয়েই এখানে এসে পড়েছে সে। এতদিন লুসিকে কম ব্যঙ্গ করেনি ইডমাউন্ড। এখন দেখা যাচ্ছে লুসির কথাই আসলে সত্যি। ইডমাউন্ডের ধারণা লুসি আশপাশেই কোথাও আছে। 'লুসি! লুসি! আমিও তোমার মতো এই জঙ্গলে। আমি ইডমাউন্ড,' চিৎকার করে বলল ও।

কোনও উত্তর নেই।

'আমার ওপর নিশ্চয়ই রেগে আছে ও,' ভাবল ইডমাউন্ড। কিন্তু তারপরও ইডমাউন্ড নিজের কাছে স্বীকার করতে রাজি নয় যে লুসিকে তার ব্যঙ্গ করা উচিত হয়নি। অদ্ভুত এই জঙ্গলেও বেশিক্ষণ থাকতে ইচ্ছে হচ্ছে না ওর। কাজেই আবার চিৎকার করল ইডমাউন্ড।

'লুসি, স্বীকার করছি আমার ভুল হয়েছে। তোমাকে বিশ্বাস না করায় আমি দুঃখিত। এখন তো নিজ চোখেই দেখতে পাচ্ছি সব। তোমার বলা প্রত্যেকটা কথা আসলে সত্যি। এখন দয়া করে বেরিয়ে এসো।'

এখনও কোনও উত্তর নেই।

'ঠিক একটা মেয়ের মতো। নিশ্চয়ই লুকিয়ে আছে কোথাও। ক্ষমা চাইলেও করবে না,' মনে মনে ভাবল ইডমাউন্ড। আশপাশে আরেকবার তাকাল ও, জায়গাটা মোটেও ভাল লাগছে না তার। সিদ্ধান্ত নিল এক্ষুনি বাসার পথ ধরবে।

কিন্তু এ-সময় হঠাৎ একটা ঘণ্টার আওয়াজ শুনল ইডমাউন্ড। আওয়াজটা বেশ দূর থেকে আসছে। কিছুক্ষণ কান পেতে আওয়াজটা শুনল ইডমাউন্ড। বুঝতে পারল প্রতি মুহূর্তে কাছে এসে পড়ছে আওয়াজটা। কয়েক সেকেন্ড পর একটা স্লেজ দেখতে পেল ইডমাউন্ড। দুটো হরিণ টেনে নিয়ে যাচ্ছে ওটা।

আকারে হরিণ দুটো দেখতে অনেকটা টাট্টু ঘোড়ার মতো। মাথার পিছনে চুলগুলো এতই সাদা যে সেখানে তুষার পড়লেও সেটা আলাদা ভাবে চোখে পড়ছে না। মাথার দু'পাশ থেকে বের হওয়া শিঙ দুটো অনেক লম্বা। আগুনের পাশে কোনও জিনিস রাখলে যেমন চকচক করে, রোদ লাগায় হরিণ দুটোর শিঙও সেরকম চকচক করছে। দেখে মনে হচ্ছে ওগুলো যেন সোনা দিয়ে মোড়া। হারনেসগুলো বানানো হয়েছে টকটকে লাল রঙের চামড়া দিয়ে। দুটো হরিণের হারনেস থেকেই ঝুলছে অসংখ্য ঘণ্টা। স্লেজের ওপর মোটা এক বামন বসে আছে। ইডমাউন্ডের ধারণা দাঁড়ালে তিন ফুটের বেশি লম্বা হবে না এই বামন। শ্বেত ভালুকের মোটা লোম দিয়ে তৈরি একটা ফার পরে আছে সে, মাথায় চাপিয়েছে একটা লাল রঙের হুড। সেই হুডের ওপর থেকে ঝুলছে সোনালী রঙের টাসেল। বামানের লম্বা দাড়ি হাঁটু ছুঁয়ে গেছে। কিন্তু ইডমাউন্ডের

BanglaBook.org

চোখ আটকে গেল অন্য জায়গায়। বামনের পাশেই, স্লেজের ঠিক মাঝখানে, অদ্ভুত এক মানুষকে বসে থাকতে দেখল ও। জীবনে কোনদিন এত লম্বা মেয়ে দেখেনি ইডমাউন্ড। সাদা রঙের একটা ফার পরে আছে সে। একেবারে গলা পর্যন্ত ঢাকা। ডান হাতে লম্বা একটা ছড়ি ধরে আছে। ছড়িটা সোনার তৈরি। মাথায় একটা সোনার মুকুটও পড়েছে। মুখের চামড়া অদ্ভুত রকম সাদা আর বিবর্ণ। গালের ভিতরটা টকটকে লাল। তবে পুরো চেহারায় গর্ব আর ঠাণ্ডা একটা ভাব আছে।

'থামো!' নির্দেশ দিল অদ্ভুত দর্শন মেয়েটা।

সঙ্গে সঙ্গে দড়ি ধরে টান দিল বামন। পিটারের সামনে এসে থেমে গেল স্লেজ।

'কে তুমি?' জানতে চাইল মেয়েটা। কঠিন চোখে চেয়ে আছে ইডমাউন্ডের দিকে।

'আমি... আমি... আমার নাম ইডমাউন্ড,' ভয়ে ভয়ে বলল ও। মেয়েটার তাকানোর ভঙ্গি ভাল লাগছে না।

হঠাৎ ধমকে উঠল মেয়েটা, 'একজন রানিকে কীভাবে সম্বোধন করতে হয় সেটা জানো না?'

'আমি ক্ষমা চাই আপনার কাছে,' বলল ইডমাউন্ড। 'আমি আসলে জানি না।'

'জানো না? নার্নিয়ার রানিকে কি বলে সম্বোধন করতে হয় সেটা তুমি জানো না? জানবে, সময়মত সবই জানবে তুমি। কিন্তু তুমি আসলে কি?' জানতে চাইল মেয়েটা, প্রতি মুহূর্তে আরও কঠিন হচ্ছে তার দৃষ্টি।

'প্লিজ, দয়া করুণ আমাকে!' বলল ইডমাউন্ড। 'আমি আসলে বুঝতে পারছি না আপনি কি জানতে চাচ্ছেন। আমি...আমি আসলে স্কুলে পড়ি। এখন ছুটি চলছে আমাদের।'

BanglaBook.org

জাদুর খাবার মিষ্টি

'কিন্তু তুমি কি?' জানতে চাইল রানি। 'তুমি কি লম্বা কোনও বামন? যে নিজেই তার দাড়ি কেটে ফেলেছে।'

'না, মহামান্য রানি,' বলল ইডমাউন্ড। 'আমার কখনওই কোনও দাড়ি ছিল না। আমি একটা ছেলে।'

'একটা ছেলে!' অবাক হয়ে বলল রানি। 'তার মানে তুমি কি এ্যাডামের সন্তান?'

চুপ করে দাঁড়িয়ে আছে ইডমাউন্ড। কোনও কথা বলছে না। মেয়েটা আসলে কি জানতে চাচ্ছে সে ব্যাপারে কোনও ধারণা নেই ওর।

'তুমি আসলে একটা ইডিয়েট,' বলল রানি। 'ঠিকভাবে উত্তর দাও আমার প্রশ্নের। নইলে আমি ধৈর্য হারিয়ে ফেলব। সত্যি কথা বলো। তুমি কি মানুষ?'

'হ্যাঁ, মহামান্য রানি,' বলল ইডমাউন্ড।

'আমার এলাকায় কীভাবে এলে তুমি?'

'আমি... আমি একটা ওয়ার্ড্রোবের ভিতর থেকে এসেছি,' জানাল ইডমাউন্ড।

'ওয়ার্ড্রোব? যা বলতে চাও সেটা পরিষ্কার করে বলো,' বলল রানি।

'আমি একটা ওয়ার্ড্রোবের ভিতর ঢুকেছিলাম। তারপর কিছুক্ষণ পর হঠাৎ এই জায়গায় এসে পরি। কিন্তু কীভাবে সেটা জানি না,' বলল ইডমাউন্ড।

'হা... হা... হা!' হেসে উঠল রানি। তারপর আবার শুরু করল। 'একটা দরজা! মানুষের পৃথিবী থেকে একটা দরজা! এ-রকম জিনিসের কথা আগেও শুনেছি আমি। এটা না আবার ধ্বংস বয়ে আনে আমার এখানে! কিন্তু এই ছেলেটা একা এসেছে এবং দেখে মনে হচ্ছে আমার কথা ভালভাবেই শুনবে সে,' কথাগুলো যেন নিজেকেই শোনাল রানি।

হঠাৎ স্লেজ থেকে নেমে ইডমাউন্ডের দিকে বড় বড় চোখ করে তাকাল সে। চোখ দুটো থেকে যেন আগুন জ্বলছে। সোনার ছড়িটা একটু উঁচু করল সে। ইডমাউন্ড বুঝতে পারল খারাপ কিছু করতে যাচ্ছে রানি। কিন্তু এক পাও নড়তে পারল না ও। নিজেকে নিয়তির ওপর ছেড়ে দিল। এ-সময় আবার কথা বলে উঠল রানি।

BanglaBook.org

'কচি বাচ্চা আমার!' নরম সুরে বলল রানি। 'দেখে মনে হচ্ছে তোমার খুব ঠাণ্ডা লাগছে। এসো, আমার সঙ্গে স্লেজে বসো তুমি। আলখেল্লা দিয়ে তোমাকে জড়িয়ে রাখব আমি। তারপর দুজনে মিলে অনেক গল্প করব আমরা।'

এই আয়োজন মোটেও ভাল লাগল না ইডমাউন্ডের। কিন্তু না বলার সাহস নেই ওর। স্লেজের ওপর উঠে রানির পায়ের সামনে জড়সড় হয়ে বসে পড়ল ইডমাউন্ড। রানি তার সাদা আলখেল্লা দিয়ে প্রায় মুড়ে দিল ইডমাউন্ডকে।

'গরম কিছু পান করার থাকলে ভাল হত, তাই না?' জানতে চাইল রানি।

'হ্যাঁ, রানি,' বলল ইডমাউন্ড।

স্লেজের ওপর অনেক ছোট-ছোট বাক্স আছে। সেখান থেকে একটা বাক্স হাতে নিল সে। তারপর সেটার ভিতর থেকে একটা বোতল বের করল। দেখে মনে হচ্ছে বোতলটা কপারের তৈরি। ভিতরে তরল কি যেন আছে। ওটা হালকা কাত করল রানি। এক ফোঁটা তরল পড়তেই বোতলটা আবার সোজা করে ধরল সে। এক সেকেন্ডের জন্য ফোঁটাটা বাতাসে ভাসতে দেখতে পেল ইডমাউন্ড, হীরের মত চকচক করছে। তারপরই সেটা তুষারের ওপর পড়ে গেল। সঙ্গে সঙ্গে অদ্ভুত হিসহিস শব্দ শুনতে পেল ইডমাউন্ড। কয়েক মুহূর্ত পর তুষারের ওপর সোনা দিয়ে তৈরি একটা কাপ এসে পড়ল। ভিতরে গরম কি যেন আছে। এ-সময় রানির পাশে বসে থাকা বামনটা সোনার কাপটা হাতে নিয়ে ইডমাউন্ডের হাতে দিল। কাপটা দেওয়ার সময় মুচকি হেসে ইডমাউন্ডকে বো করল সে। বামনের হাসিটা ভাল লাগল না ইডমাউন্ডের।

যাই হোক, কাপের ভিতরে তরল কিছু একটা আছে। কোনও রকম দ্বিধা-দ্বন্দ্ব না করে কাপে চুমুক দিতে শুরু করল ইডমাউন্ড। প্রতি চুমুকে চাঙ্গা হয়ে উঠছে সে। জীবনে কোনদিন এত মজার জিনিস খায়নি। জিনিসটা খুব মিষ্টি। সেই সঙ্গে ক্রিমও আছে। কিছুক্ষণের মধ্যেই ইডমাউন্ডের পুরো শরীর গরম হয়ে গেল।

'কোনও খাবার নেই, শুধু পান করা! এটা কি কোনও কাজের কথা, এ্যাডামের ছেলে?' খুব নরম সুরে বলল রানি। 'বলো, কি খেতে চাও তুমি?'

'মিষ্টি কিছু, প্লিজ!' বলল ইডমাউন্ড। খাওয়ার কথা শুনে সব ভুলে গেছে সে।

বোতল থেকে আরেক ফোঁটা তরল নীচে ফেলল রানি। সঙ্গে সঙ্গে গোল একটা বাক্স এসে পড়ল সেখানে। সিল্কের একটা রিবন দিয়ে বাঁধা আছে বাক্সটা। রিবনটা গাঢ় সবুজ রঙের। খোলার পর মিষ্টি জাতীয় কিছু খাবার দেখা গেল ভিতরে। প্রতেক্যটার ওজন হবে কমপক্ষে কয়েক পাউন্ড। খেতে শুরু করল ইডমাউন্ড। এই ধরনের মিষ্টি খাবার আগেও খেয়েছে ইডমাউন্ড। চিনি আর জেলি দিয়ে বানানো হয় এটা। কিন্তু সেগুলোর সঙ্গে রানির দেওয়া এই মিষ্টির কোনও তুলনা হয় না। যেমন তার স্বাদ তেমনি তার গন্ধ।

BanglaBook.org

একটার পর একটা মিষ্টি সাবাড় করছে ইডমাউন্ড। খাওয়ার সময় তাকে বিভিন্ন প্রশ্ন করে যাচ্ছে রানি। প্রথম প্রথম ইডমাউন্ড নিজেকে মনে করিয়ে দিয়েছিল মুখ ভর্তি খাবার নিয়ে কারও সঙ্গে কথা বলা অভদ্রতা। কিন্তু কিছুক্ষণ পর সেটা ভুলে গেল ইডমাউন্ড। যত দ্রুত সম্ভব মিষ্টিগুলো শেষ করতে চাইছে। যত খাচ্ছে ততই আরও খেতে ইচ্ছে হচ্ছে ওর।

যাই হোক, একের পর এক প্রশ্ন করে যাচ্ছে রানি। ইডমাউন্ডের মনে একবারও প্রশ্ন জাগল না তার ব্যাপারে রানির এত কৌতূহল কেন। ইডমাউন্ড জানাল তার এক ভাই আর দুই বোন আছে। দুই বোনের মধ্যে একজন তার আগেই নার্নিয়াতে এসেছে এবং তার সঙ্গে বনদেবতার কথাও হয়েছে। তারা চারজন ছাড়া আর কেউ এই নার্নিয়া সম্পর্কে জানে না। উমাউন্ডরা চার ভাইবোন, এ-কথা শুনে চকচক করে উঠল রানির চোখ। 'তুমি নিশ্চিত তোমরা চার ভাইবোন?' প্রশ্ন করল রানি। 'দু'জন ঈভের মেয়ে আর দু'জন এ্যাডামের ছেলে?' মুখভর্তি খাবার নিয়ে উত্তর দিল ইডমাউন্ড, 'হ্যাঁ, এ-ব্যাপারে আপনাকে আগেই বলেছি আমি।' এবার কথা বলার সময় মহামান্য রানি বলল না ইডমাউন্ড। কিন্তু রানিকে দেখে মনে হলো না এ-সব ছোট–খাট ব্যাপার নিয়ে এখন সে মাথা ঘামাবে।

কিছুক্ষণ পর সব মিষ্টি শেষ করে ফেলল ইডমাউন্ড। করুণ চোখে খালি বাক্সটার দিকে তাকিয়ে আছে। আশা করছে রানি তাকে আরও মিষ্টি খেতে দেবে।

ইডমাউন্ড কি ভাবছে সেটা তার মুখ দেখেই বুঝতে পারল রানি। সে জানে এই মিষ্টির জাদুকরী শক্তি আছে। একবার খেলে বারবার খেতে ইচ্ছে করে। যত দেওয়া হবে ততই খাবে। কিন্তু ভয়ংকর ব্যাপার হচ্ছে, না মরা পর্যন্ত এই খাওয়া বন্ধ করতে পারে না কেউ। রানি সিদ্ধান্ত নিল ইডমাউন্ডকে আর কোনও মিষ্টি দেবে না।

'এ্যাডামের ছেলে, আমি তোমার এক ভাই আর দুই বোনকে দেখতে চাই। তুমি কি তাদেরকে এখানে আনবে?'

'আমি চেষ্টা করব,' বলল ইডমাউন্ড। এখনও খালি বাক্সটার দিকে তাকিয়ে আছে।

'আবার এখানে আসার সময় তোমার সব ভাইবোনকে নিয়ে আসবে তুমি। তখন তোমাকে আরও মিষ্টি খেতে দেবো। এখন অবশ্য তোমাকে আর কোনও মিষ্টি দিতে পারব না আমি। জাদুটা আসলে মাত্র একবারই কাজ করে। তবে বাসায় থাকলে এই জাদু আমি অনেকবার দেখাতে পারি,' এই পর্যন্ত বলে থামল রানি।

BanglaBook.org

'এখন আমি আপনার বাসায় যেতে পারি না?' জানতে চাইল ইডমাউন্ডের। স্লেজ দেখার পর ইডমাউন্ড ভেবেছিল অদ্ভুত দর্শন মেয়েটা বোধহয় তাকে নিয়ে অনেক দূরে কোথাও চলে যাবে। সেখান থেকে আর কোনদিন প্রফেসরের বাড়িতে ফিরতে পারবে না ও। তখন খুব ভয়ও পেয়েছিল ইডমাউন্ড। কিন্তু মিস্টির জাদুকরী শক্তি সব ভুলিয়ে দিয়েছে ওকে। এখন খাবারের জন্য নরক পর্যন্ত যেতে রাজি ও।

'আমার বাড়ির কথা কি বলব তোমাকে। এত সুন্দর বাড়ি আগে কখনও দেখনি তুমি। প্রত্যেকটা ঘর মিষ্টিতে ঠাসা। আসলে কি জানো, আমার কোনও ছেলে-পুলে নেই। পুরো নার্নিয়াই তো আমার। এখানকার সবাই আমার কথা মান্য করে চলে। কিন্তু কি লাভ বলো? আমি মারা গেলে তখন কে হবে এ-সব কিছুর মালিক? একজন রাজপুত্র থাকলে শান্তিমতো মরতে পারতাম আমি। আমার মৃত্যুর পর সেই হতো নার্নিয়ার রাজা, মূল হর্তাকর্তা। আমার এই জায়গাকে কোনও ভাবেই খারাপ বলতে পারবে না তুমি। কি নেই এখানে! সবচেয়ে মজার জিনিস–মিষ্টিই তো আছে মণ মণ। একজন রাজপুত্র থাকলে কত ভাল হত! সারাদিন কোনও কাজ নেই। যত ইচ্ছে মিষ্টি খেতে পারত সে। তোমার মত এত সুন্দর আর স্মার্ট ছেলে আগে কখনও দেখিনি আমি। সত্যি কথাটা বলেই দিই তোমাকে। আসলে প্রথম দেখাতেই তোমাকে মনে ধরে গেছে আমার। মনে মনে ঠিক করে ফেলেছি তোমাকে এক সময় রাজপুত্র বানাব। কিন্তু এ-জন্য তোমার বাকি ভাইবোন সম্পর্কে জানতে হবে আমাকে। তাদেরকে অবশ্যই এখানে আনবে তুমি,' বলল রানি।

'কিন্তু এখন আপনার বাসায় যাওয়া যায় না?' জানতে চাইল ইডমাউন্ড। মিষ্টি খাওয়ার পর ওর মুখ লাল হয়ে গেছে, আঠালো হয়ে গেছে হাতের আঙুল আর মুখের ভিতরটা।

'আহ্! ব্যাপারটা তুমি আসলে বুঝতে পারছ না। এখন যদি তোমাকে আমার বাসায় নিয়ে যাই তাহলে তোমার ভাইবোনদের আর দেখতে পারব না আমি। ওদেরকে দেখতে খুব ইচ্ছে হচ্ছে আমার। তোমাকে আমি রাজপুত্র বানাব। তুমিই হবে নার্নিয়ার রাজা। আর কথা বলে ভাল লাগলে তোমার এক ভাইকে ডিউক আর দুই বোনকে ডাচেস বানাব আমি,' বলল রানি।

'কিন্তু তাদের সঙ্গে কথা বলতে ভাল লাগবে না আপনার,' বলল ইডমাউন্ড। 'আমার মত বিশেষ কিছু নেই তাদের মধ্যে। যাই হোক, তারপরও ওদেরকে আমি এখানে নিয়ে আসব–অন্য কোনও সময়। কিন্তু এখন আমি আপনার বাসায় যেতে চাই।'

'কিন্তু একটা ব্যাপার তুমি বুঝতে পারছ না, এ্যাডামের ছেলে। আমার বাসায়

BanglaBook.org

যাওয়ার পর আনন্দ-ফুর্তি করতে করতে সবকিছু ভুলে যাবে তুমি। তখন কি আর ভাইবোনদের কথা মনে থাকবে তোমার! তারচেয়ে এখন নিজের দেশে ফিরে যাও তুমি। আবার যেদিন আসবে সেদিন ভাইবোনদের আনতে কিন্তু ভুল করো না। তাদেরকে ছাড়া এলে ব্যাপারটা ভাল লাগবে না আমার,' বলল রানি।

'কিন্তু নিজের দেশে কীভাবে ফিরব সেটা জানা নেই আমার,' বলল ইডমাউন্ড।

'খুব সোজা,' বলল রানি। 'ওই ল্যাম্পপোস্টটা দেখতে পাচ্ছো?' হাতের ছড়ি দিয়ে একটা জায়গা দেখাল রানি। ঘাড় ঘুরিয়ে জায়গাটা দেখল ইডমাউন্ড। 'ওই ল্যাম্পপোস্ট বরাবর সোজা চলে যাও। ওটার পিছনেই পৃথিবীর মানুষরা থাকে। এবার এদিকে তাকাও,' সোনার ছড়িটা এবার বিপরীত দিকে তাক করল রানি। 'গাছ-পালার মাঝখানে থেকে দুটো ছোট পাহাড় দেখতে পাচ্ছ?'

'হ্যাঁ, পাহাড়ই তো মনে হচ্ছে ওটা,' বলল ইডমাউন্ড।

'ওই দুই পাহাড়ের মাঝখানেই আমার বাড়ি। এরপর যখন আসবে তখন এই দুই পাহাড় বরাবর কিছুক্ষণ হাঁটলেই আমার বাড়ির কাছে পৌঁছে যাবে তুমি। তবে একটা ব্যাপার ভুললে কিন্তু চলবে না। দ্বিতীয়বার তোমার ভাইবোনদের দেখতে চাই আমি। এ-ব্যাপারে কোনও ওজর আপত্তি চলবে না। কোনও ভাবেই একা আসবে না তুমি। যেভাবেই হোক, ভাইবোনদের সবাইকে নিয়ে আসতে হবে তোমাকে,' বলল রানি।

'আমি আমার সাধ্যমত চেষ্টা করব,' বলল ইডমাউন্ড।

'ও, ভাল কথা,' বলল রানি। 'তোমার ভাইবোনদের কিন্তু আমার কথা বলবে না। বুঝলে না? আরে, ওদেরকে সারপ্রাইজ দেওয়ার এমন সুযোগ কি হাতছাড়া করা উচিত হবে? জঙ্গলে এসেই প্রথমে তুমি ওই ছোট দুই পাহাড়ের কাছে চলে আসবে। তোমার ভাইবোনদের কেউ কিছু জানতে চাইলে সেটা কৌশলে এড়িয়ে যাবে তুমি। তুমি তো খুব স্মার্ট। একটা অজুহাত বানাতে খুব একটা সময় লাগবে না তোমার। তারপর আমার বাড়ির কাছে এসে তুমি ওদেরকে বলবে–চলো দেখি কে থাকে এখানে। আরেকটা কথা। তুমি বলেছ তোমার এক বোন আগেই এখানে এসেছে। এখানে এক বনদেবতা আছে। সে খুব খারাপ লোক। সম্ভবত আমার সম্পর্কে অনেক খারাপ কথা বলেছে সে তোমার বোনকে। কাজেই আমার কাছে আসতে ভয় পেতে পারে তোমার বোন। বনদেবতা যাই বলুক, এখন তো তুমি জানো আমি কেমন।'

'প্লিজ! প্লিজ!' হঠাৎ বলল ইডমাউন্ড। 'আমি কি আর একটাও মিষ্টি পাব না? বাড়ি যাওয়ার পথে ওটা খেতে খেতে যেতাম।'

'না, এ্যাডামের ছেলে। আর একটাও না,' হেসে বলল রানি। 'তোমাকে

BanglaBook.org

অপেক্ষা করতে হবে।' কথা শেষ হতেই বামনকে ইঙ্গিত করল রানি। রানির ইঙ্গিত পেয়ে স্লেজ ছেড়ে দিল বামন। দ্রুত ছোট দুই পাহাড়ের দিকে চলে যাচ্ছে স্লেজ। আর কিছুক্ষণ পরই জঙ্গলের ভিতর হারিয়ে যাবে ওটা। একেবারে শেষ মুহূর্তে ঘাড় ঘুরিয়ে ইডমাউন্ডের দিকে তাকাল রানি। তারপর হাত নেড়ে বলল, 'আবার পাবে! আবার পাবে! আমার শর্তের কথা ভুল না কিন্তু। তাড়াতাড়ি এসো।'

এখনও আগের জায়গাতেই দাঁড়িয়ে আছে ইডমাউন্ড। হাঁ করে তাকিয়ে আছে সামনে। এ-সময় হঠাৎ কাউকে চিৎকার করতে শুনল ইডমাউন্ড। ওর নাম ধরে ডাকছে। আশপাশে তাকাতে লুসিকে দেখতে পেল সে।

'ওহ্, ইডমাউন্ড!' চিৎকার করে উঠল লুসি। 'শেষ পর্যন্ত তুমিও তাহলে এলে! এখন সবাই বিশ্বাস করবে আমার কথা। দারুণ মজা...'

'ঠিক আছে, ঠিক আছে,' তাকে বাধা দিয়ে বলল ইডমাউন্ড। 'তোমার কথাই আসলে সত্যি। ওটা আসলে একটা জাদুর ওয়ার্ড্রোব। প্রথমে তোমাকে বিশ্বাস করিনি বলে আমি দুঃখিত। কিন্তু এতোটা সময় কোথায় ছিলে তুমি? এমন কোনও জায়গা নেই যেখানে তোমাকে খুঁজিনি আমি।'

'যদি জানতাম তুমিও ওয়ার্ড্রোবে ঢুকেছ তাহলে তোমার জন্য অপেক্ষা করতাম আমি। মিস্টার টামনাসের সঙ্গে লাঞ্চ খেয়েছি আমি। তিনি একজন বনদেবতা। তার কথা আগেই তোমাদেরকে বলেছিলাম। তার মতো ভাল বনদেবতা আর হয় না। আমাকে বাসায় ফিরতে দেওয়ায় সাদা ডাইনি তার কোনও ক্ষতি করেনি। বনদেবতার ধারণা আমার ব্যাপারে কিছুই জানতে পারেনি সাদা ডাইনি,' বলল লুসি।

'সাদা ডাইনি? সে আবার কে?' জানতে চাইল ইডমাউন্ড।

'সে এক ভয়ংকর ডাইনি,' বলল লুসি। 'নিজেকে নার্নিয়ার রানি বলে দাবী করে সে। কিন্তু তার এরকম দাবী করার পিছনে কোনও কারণ নেই। জঙ্গলের সব বনদেবতা, জলপরী, বনপরী, বামন আর পশুপাখি–সংক্ষেপে যারা ভাল, তারা সবাই ঘৃণা করে তাকে। ইচ্ছে করলেই যে কোনও মানুষকে পাথর বানিয়ে রাখতে পারে সে। এমন কোনও ভয়ংকর কাজ নেই যা সে করে না। অদ্ভুত অদ্ভুত সব জাদু জানে এই ডাইনি। জাদু করে নার্নিয়াকে শীতকাল বানিয়ে রেখেছে ওই পাষণ্ড সাদা ডাইনি। বছরের বার মাসই এখানে শীত। কখনও ক্রিসমাস আসে না নার্নিয়ায়। একটা স্লেজ করে পুরো জঙ্গল ঘুরে বেড়ায় সে। এক জোড়া হরিণ সেটা টেনে নিয়ে যায়। সব সময় একটা ছড়ি থাকে তার হাতে। মাথায় একটা সোনার মুকুটও নাকি পরে শয়তান সাদা ডাইনিটা।'

অতিরিক্ত মিষ্টি খাওয়ার ফলে খুব খারাপ লাগছে ইডমাউন্ডের। লুসি এতক্ষণ

BanglaBook.org

ধরে যা বলল সেটা শুনে কেমন যেন ভয় ভয় করছে ওর। ভয়ংকর এক সাদা ডাইনির দেওয়া মিষ্টি খেয়েছে সে। না জানি কি হবে! কিন্তু এত কিছু শোনার পর এখনও ওই খাবার খেতে ইচ্ছে হচ্ছে ইডমাউন্ডের। যে কোনও কিছুর বিনিময়ে মিষ্টি খেতে চায় ও।

'সাদা ডাইনি সম্পর্কে এই কথা কোত্থেকে শুনেছ তুমি?' জানতে চাইল ইডমাউন্ড।

'মিস্টার টামনাস আমাকে এ-সব বলেছেন। তিনি একজন বনদেবতা,' বলল লুসি।

'একজন বনদেবতার কথা সব সময় বিশ্বাস করতে হয় না, লুসি,' বলল ইডমাউন্ড। এমনভাবে কথা বলছে যেন লুসির চেয়ে অনেক বেশি জানে সে এই জঙ্গল সম্পর্কে।

'কে বলল তোমাকে?' বলল লুসি।

'কাউকে বলতে হবে কেন? এটা তো সবাই জানে,' বলল ইডমাউন্ড। 'বিশ্বাস না হলে যে কাউকে জিজ্ঞেস করতে পারো তুমি। যাই হোক, এখানে দাঁড়িয়ে থাকার কোনও মানে হয় না। চলো, বাড়ির পথ ধরি।'

'হ্যাঁ, তাই চলো,' বলল লুসি। 'তুমি এখানে আসায় আমার কি যে ভাল লাগছে! এখন সবাই বিশ্বাস করবে আমার কথা। সবাই মিলে আবার নার্নিয়ায় আসব আমরা। দারুণ মজা হবে!'

লুসির কথায় খুশি হতে পারল না ইডমাউন্ড। সে ভাবছে লুসির জন্য পুরো ব্যাপারটা আনন্দের হলেও তার জন্য অপমানকর। কারণ ভাইবোনদের সবার সামনে লুসির কাছে ক্ষমা চাইতে হবে তাকে। ইডমাউন্ড নিশ্চিত লুসির মত ওর বাকি ভাইবোনরাও বনদেবতা আর ভাল পশু-পাখিদের পক্ষ নেবে। কিন্তু এরই মধ্যে সাদা ডাইনির পক্ষ নিয়ে বসে আছে সে। ইডমাউন্ড সিদ্ধান্ত নিল সাদা ডাইনির ব্যাপারে কোনও কথা বলবে না।

কিছুক্ষণ হাঁটার পর ওয়ার্ড্রোবের ভিতর ঢুকে পড়ল ওরা। তারপর বেরিয়ে এল ঘরটায়।

'কি ব্যাপার, ইডমাউন্ড? তোমাকে এমন অসুস্থ দেখাচ্ছে কেন?' জানতে চাইল লুসি।

'আমি ঠিক আছি,' মিথ্যে কথা বলল ইডমাউন্ড। আসলে খুব দুর্বল লাগছে ওর।

'এসো তাহলে,' বলল লুসি। 'সবাইকে জানাই কি কি ঘটেছে নার্নিয়ায়।'

BanglaBook.org

আবার ওয়ার্ড্রোব

ওয়ার্ড্রোব থেকে বের হয়ে লুসি আর ইডমাউন্ড বুঝতে পারল এখনও লুকোচুরি খেলছে সবাই। পিটার আর সুসানকে খুঁজে বের করে বড় একটা ঘরে জড়ো করল লুসি। তারপর চিৎকার করে উঠল:

'পিটার! সুসান! আমার সব কথা সত্যি! ইডমাউন্ডও এখন ব্যাপারটা জানে। ওই জাদুর ওয়ার্ড্রোবের পিছনে একটা দেশ আছে। আজকেও আমি ওখানে গিয়েছিলাম। তারপর ফিরে আসার সময় ইডমাউন্ডের সঙ্গে দেখা হয়েছে আমার। ইডমাউন্ড, নার্নিয়া কি কি দেখেছ বলো ওদেরকে,' বলল লুসি। আনন্দে হাততালি দিচ্ছে।

'কি ব্যাপার বলো তো, ইডমাউন্ড?' জানতে চাইল পিটার।

এতক্ষণ পর্যন্ত লুসির পক্ষে ছিল ইডমাউন্ড। প্রথমে লুসির কথা বিশ্বাস করেনি বলে তার কাছ থেকে ক্ষমাও চেয়েছে। কিন্তু পিটার আর সুসানকে কি বলবে অনেক ভেবেও সে ব্যাপারে কোনও সিদ্ধান্ত নিতে পারেনি ইডমাউন্ড। পিটার প্রশ্ন করায় সঙ্গে সঙ্গে সিদ্ধান্ত নিয়ে নিল সে। সবচেয়ে খারাপ কাজটাই করবে ও। সবার সামনে মিথ্যুক প্রমাণিত করবে লুসিকে।

'চুপ করে আছ কেন, ইডমাউন্ড? বলো কি ঘটেছে ওখানে?' এবার প্রশ্ন করল সুসান।

সুসানের দিকে তাকাল ইডমাউন্ড। মুখটা গম্ভীর করে রেখেছে। ভাবটা এমন যেন লুসির চেয়ে কয়েক বছরের বড় সে। আসলে লুসির চেয়ে মাত্র এক বছরের বড় ইডমাউন্ড।

'হ্যাঁ, লুসি আর আমি খেলছিলাম। খেলতে খেলতেই ওয়ার্ড্রোবের ভিতর ঢুকলাম আমরা। ভেবেছিলাম লুসির দেখা দেশটার খোঁজ পাব। কিন্তু সত্যি কথা হচ্ছে ওখানে কিছু নেই,' বলল ইডমাউন্ড।

হতভম্বের মত ইডমাউন্ডের দিকে একবার তাকাল লুসি। তারপর দৌড়ে বেরিয়ে গেল ঘর থেকে।

এদিকে প্রতি মুহূর্তে খারাপ একটা মানুষে পরিণত হচ্ছে ইডমাউন্ড। এত বড় একটা মিথ্যে কথা বলেছে। অথচ খারাপ লাগছে না ওর। ভাবছে অনেক

BanglaBook.org

ভাল একটা কাজ করেছে সে। 'আমার মনে হয় আবার সেই ওয়ার্ড্রোবের কাছে গেছে লুসি। ওর কি হয়েছে বলো তো? বাচ্চাদের এটাই সমস্যা। তারা সব সময়...'

'তুমি চুপ করো তো, ইডমাউন্ড,' বলল পিটার। 'ওয়ার্ড্রোবের ওই বিচ্ছিরী ঘটনার পর লুসির সঙ্গে সব সময় পশুর মতো আচরণ করছ তুমি। আজকে খেলার ছলে আবার ওকে ওয়ার্ড্রোবের ভিতর ঢুকিয়েছ। যত অজুহাতই দেখাও। আমি জানি ওকে ব্যঙ্গ করার জন্যই এই কাজটা করেছ তুমি।'

'হ্যাঁ, ওয়ার্ড্রোব নিয়ে প্রথমবার যা হয়েছে সেটা আসলে খুব খারাপ ঘটনা ছিল,' বলল ইডমাউন্ড, নিজের প্রসঙ্গটা কৌশলে এড়িয়ে যাচ্ছে।

'হ্যাঁ, সবাই জানে যে ওটা একটা খারাপ ঘটনা ছিল। আমরা সবাই চেয়েছি লুসি যাতে পুরো ব্যাপারটা ভুলে যায়। কিন্তু তুমি কেন এ-রকম করলে? আজকে খেলার সময় সম্পূর্ণ ঠিক ছিল লুসি। কিন্তু তোমার সঙ্গে ওয়ার্ড্রোবে ঢোকার পরই সব পাল্টে গেল। কেন ওকে আবার ওয়ার্ড্রোবে ঢোকালে তুমি? তোমার জন্যই আবার সবার সামনে ছোট হতে হলো ওকে। ব্যাপারটা তুমি ইচ্ছে করেই করেছ,' বলল পিটার।

'আমি ভেবেছিলাম... আমি ভেবেছিলাম...' বলে চুপ করে গেল ইডমাউন্ড। বুঝতে পারছে আর কিছু বলার নেই ওর।

'তুমি আসলে কোনও কাজ করার আগে ভাবো না,' বলল পিটার। 'সবাইকে ব্যঙ্গ করার অভ্যেসটা ছেড়ে দাও, ইডমাউন্ড। আমি খেয়াল করে দেখেছি তোমার চেয়ে বয়সে ছোট এমন সবার সঙ্গে পশুর মতো আচরণ করো তুমি। স্কুলেও তুমি এমন করেছ,' বলল পিটার।

'তোমরা কি চুপ করবে?' রেগে গিয়ে বলল সুসান। 'তোমাদের ঝগড়া আমাদের সমস্যার কোনও সমাধান করতে পারবে না। এখন বরং লুসিকে খোঁজা উচিত আমার।'

বেশ কিছুক্ষণ খোঁজাখুঁজির পর লুসিকে পেল ওরা। এখনও অঝোর নয়নে কাঁদছে সে। কি বললে লুসি চুপ করবে সেটা ভেবে পেল না ওরা। কিছুক্ষণ পর কথা বলতে শুরু করল লুসি।

'তোমরা যে যাই মনে কর, যে যাই বলো–তাতে আমার কিছুই এসে যায় না। তোমরা প্রফেসরের সঙ্গে কথা বলতে পারো, চিঠিও লিখতে পারো মাকেও কিংবা যা খুশি করতে পারো। আমি জানি ওখানে একজন বনদেবতার সঙ্গে দেখা হয়েছে আমার। সারাজীবনের জন্য ওখানে চলে যাব আমি। তোমরা সবাই পশুর মত আচরণ করছ আমার সঙ্গে... পশুর মতো...'

সন্ধ্যাটা খুব খারাপ ভাবে কাটল লুসির। এদিকে ইডমাউন্ড ভাবছে যেভাবে

BanglaBook.org

প্ল্যান করেছিল ঠিক সেই মোতাবেক কিছুই ঘটছে না। সুসান আর পিটার এখনও বিশ্বাস করতে পারছে না লুসির কথা। তাদের ধারণা লুসি কি বলছে সেটা সে নিজেই জানে না। লুসি শুয়ে পড়ার অনেকক্ষণ পর প্যাসেজে দাঁড়িয়ে ফিসফিস করে অনেক কথা বলল সুসান আর পিটার। সিদ্ধান্ত নিলে সকালে এ-ব্যাপারে কথা বলবে প্রফেসরের সঙ্গে।

সকালে নাস্তা সেরে আবার আলোচনায় বসল ওরা। 'প্রফেসর যদি মনে করেন তাহলে বাবাকে আনবার ব্যবস্থা করবেন। ব্যাপারটা আর আমাদের হাতে নেই,' বলল পিটার।

সবাই সায় জানাল পিটারের কথায়। সদলবলে রওনা হলো প্রফেসরের স্টাডিরুমের দিকে।

হালকাভাবে স্টাডিরুমের দরজায় টোকা দিল পিটার। কিছুক্ষণ পর দরজা খুলে দিলেন প্রফেসর।

'তোমরা? এত সকালে?' বললেন প্রফেসর।

আপনার সঙ্গে বিশেষ একটা কথা ছিল, স্যার,' বলল পিটার। 'আমাদের একটা সমস্যা হয়েছে।'

'মানুষের জীবনে তো সমস্যা হবেই,' বললেন প্রফেসর। 'তা ঝটপট বলে ফেলো তো কি হয়েছে?'

পুরো ঘটনা প্রফেসরকে খুলে বলল ওরা। একবারও বাধা না দিয়ে পুরো ঘটনাটা শুনলেন তিনি, তারপর এমন এক প্রশ্ন করলেন যেটা ওরা কেউ আশা করেনি।

'তোমরা জানলে কীভাবে যে লুসির বলা কথাগুলো সত্যি নয়?' বললেন প্রফেসর।

'কিন্তু...' প্রফেসরের গম্ভীর চেহারা দেখে কিছু একটা বলতে গিয়েও চুপ হয়ে গেল সুসান। প্রফেসর যে সিরিয়াস সে ব্যাপারে কোনও সন্দেহ নেই তার। তারপর সব দ্বিধা-দ্বন্দ্ব ঝেড়ে ফেলে চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ল সুসান। বলল, 'কিন্তু ইডমাউন্ড কিন্তু সম্পূর্ণ অন্য কথা বলছে, প্রফেসর।'

'এটা একটা ভাল কথা বলেছ,' বললেন প্রফেসর। 'এক্ষেত্রে বিবেচনা করতে হবে আমাদেরকে। খুব সাবধানে বিবেচনা করতে হবে। তোমাদেরকে একটা প্রশ্ন করি আমি। ব্যাপারটা অন্যভাবে নিও না। কারও ওপর বেশি নির্ভর করা যায়? ইডমাউন্ড নাকি লুসি? মানে আমি বলতে চাইছি ওদের দুজনের মধ্যে কে বেশি সত্যি কথা বলে? অতীতে নিশ্চয়ই এমন কোনও ঘটনা ঘটেছে, যার মাধ্যমে তোমরা বুঝতে পেরেছ ইডমাউন্ড আর লুসির মধ্যে কে বেশি সত্যি কথা বলে। সেরকম কোনও ঘটনার কথা মনে করে বলো ওদের দুজনের মধ্যে বেশি

BanglaBook.org

সত্যি কথা বলে কে?'

'এটা নিয়ে বেশি কিছু ভাবার নিই, প্রফেসর,' বলল পিটার। 'এক্ষেত্রে লুসিকেই এগিয়ে রাখব আমি।'

'তোমার কি ধারণা?' সুসানের দিকে ঘুরলেন প্রফেসর।

'সাধারণ সব ব্যাপারে আমিও পিটারের সঙ্গে একমত। লুসি কখনওই মিথ্যে কথা বলে না। কিন্তু এ-ব্যাপারটা... এ-ব্যাপারটা কীভাবে সত্যি হতে পারে সেটা আমার মাথায় ঢুকছে না,' বলল সুসান।

'তুমি নিজেই বলছ যে লুসি কখনও মিথ্যে কথা বলে না। আবার তার কথা বিশ্বাসও করতে পারছ না। সব সময় সত্যি কথা বলে এমন একজনের বিরুদ্ধে মিথ্যে কথার অভিযোগ আনা কিন্তু খুব সিরিয়াস একটা ব্যাপার। এটাকে তোমরা ছোট করে দেখো না,' বললেন প্রফেসর।

'কিন্তু আমার মনে হচ্ছে এখন সত্যি-মিথ্যের আসলে কোনও ব্যাপার নেই। আমার ভয় হচ্ছে লুসির খারাপ কিছু হয়নি তো, প্রফেসর?'

'খারাপ কিছু? মানে তুমি পাগলামীর কথা ভাবছ?' শান্তভাবে বললেন প্রফেসর। 'এ-ব্যাপারে নিশ্চিত হতে চাইলে খুব সহজ একটা পদ্ধতি আছে। নিজের দিকে তাকিয়ে কথা বললেই যে কেউ বুঝতে পারবে সে পাগল নাকি।'

'কিন্তু,' কিছু একটা বলতে গিয়েই চুপ করে গেল সুসান।

'একটা মাত্র জিনিস তোমারদের এই সমস্যার সামাধান দিতে পারে। সেটা হচ্ছে যুক্তি। স্কুলে এদেরকে কি শেখানো হয় কে জানে! এই ঘটনার সম্ভাব্য তিনটে ব্যাখ্যা দেওয়া যেতে পারে। এক, তোমার বোন মিথ্যে কথা বলছে। দুই, সে পাগল। তিন, তার সব কথাই সত্যি। তোমরা জানো সে কখনওই মিথ্যে কথা বলে না। আর এটাও নিশ্চিত যে সে পাগল নয়। এই দুটো বাদ দিলে আর একটা জিনিসই থাকে। সেটা হলো সত্যি কথা বলছে তোমার বোন,' বললেন প্রফেসর।

তীক্ষ্ণ চোখে প্রফেসরের দিকে তাকাল সুসান। তাঁর মুখের ভাব দেখে সুসান পরিষ্কার বুঝে গেল ওদের সঙ্গে কোনও মজা করছেন না প্রফেসর। তিনি সিরিয়াস।

'কিন্তু এটা কীভাবে সত্যি হতে পারে, স্যার?' বলল সুসান।

'কেন তোমার মনে হচ্ছে এটা সত্যি হতে পারে না?' জানতে চাইলেন প্রফেসর।

'এরকম মনে করার কারণ আছে, প্রফেসর,' বলল পিটার। 'একমাত্র লুসি ছাড়া আমাদের আর কেউ দেশটা দেখতে পাচ্ছে না। ওয়ার্ড্রোবের ভিতরে ঢুকে কিছুই দেখতে পাইনি আমরা। লুসির কথায় ওটার ভিতর ঢুকেছিলাম আমরা।

BanglaBook.org

লুসি হতভম্ব হয়ে গিয়েছিল ওই সময়।'

'এটা কি প্রমাণ করে?' জানতে চাইলেন প্রফেসর।

প্রফেসরের কথায় কিছুটা থতমত খেয়ে গেল পিটার। তারপর বলল, 'স্যার, একবার থাকবে একবার থাকবে না–এমন তো হতে পারে না। থাকলে তো সব সময়ই সেটা দেখতে পাওয়া উচিত।'

'তাই কি উচিত?' বললেন প্রফেসর।

এবার একেবারে চুপ করে গেল পিটার, বুঝতে পারছে তার সঙ্গে একমত হতে পারছেন না প্রফেসর।

'কিন্তু ওখানে সময় বলে কিছু নেই, প্রফেসর। লুসির কথা হচ্ছে জঙ্গলে গিয়ে একজন বনদেবতার সঙ্গে অনেক কথা বলেছে সে। কমপক্ষে কয়েক ঘণ্টা জঙ্গলে ছিল। কিন্তু আমাদের মনে হয়েছে মাত্র কয়েক সেকেন্ডের জন্য চোখের আড়াল হয়েছে লুসি,' বলল সুসান।

'তাই নাকি! এটাই তো সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার। লুসি যে সত্যি কথা বলছে এটাই তার প্রমাণ। এই বাড়িতে অনেক রহস্যময় ব্যাপার আছে। আমি নিজেও সব জানি না। সংক্ষেপে বলা যায়, এটা একট রহস্যময় বাড়ি। এখান থেকে সম্পূর্ণ অন্য এক জায়গায় চলে যাওয়াটা মোটেও বিচিত্র কিছু না। আর সেই জায়গার সময়ের সঙ্গে আমাদের পৃথিবীর সময় যদি না মেলে তাতেও আমি অবাক হব না। ভেবে দেখো, সত্যি যদি এমন হয় তাহলে কি ঘটতে পারে? অন্য সেই জায়গায় তুমি যতক্ষণই থাক না কেন পৃথিবীর সময়ে সেটার কোনও প্রতিক্রিয়া হবে না। আরেকটু পরিষ্কার করে বলা যাক। তুমি কয়েক ঘণ্টা সময় কাটিয়েছো কোথায়? অন্য এক জগতে। কাজেই পৃথিবীতে আসার পর দেখবে তুমি সেই আগের সময়েই আছ। এক ঘণ্টা, দুই ঘণ্টা কিংবা আরও বেশি–সেটা যতই হোক না কেন, সেই সময়টা আসলে খরচ হয়েছে অন্য জগতে। পৃথিবীর সময় যেমন ছিল ঠিক তেমনি আছে। কিন্তু এখানে আরও একটা ব্যাপার আছে। লুসি ছোট্ট একটা মেয়ে। তার তো এ-সব জানার কথা না। নিজে নিজে এসব বানাবার মত বুদ্ধি এখনও হয়নি ওর। নিজের কথা সবাইকে বিশ্বাস করাবার জন্য সত্যি সত্যি কয়েক ঘণ্টা লুকিয়ে থাকতে পারত সে। কিন্তু তা তো সে করেনি,' বললেন প্রফেসর।

'স্যার, আপনি কি তাহলে বলতে চাচ্ছেন ওই ওয়ার্ড্রোব থেকে সম্পূর্ণ অন্য এক জগতে চলে যাওয়া সম্ভব?' জানতে চাইল পিটার।

'খুব সম্ভব।' চোখ থেকে চশমা খুলে সেটা পরিষ্কার করতে শুরু করলেন প্রফেসর। তারপর বিড়বিড় করে নিজেকেই যেন বললেন, 'স্কুলে এদেরকে কি শেখানো হয় কে জানে!'

BanglaBook.org

'কিন্তু আমাদের এখন কি করা উচিত, প্রফেসর?' জানতে চাইল সুসান। বুঝতে পারছে আলোচনাটা প্রায় শেষ পর্যায়ে এসে পড়েছে।

'ইয়ং লেডি,' বললেন প্রফেসর, পালা করে তাকাচ্ছেন সুসান আর পিটারের দিকে, মুখটা গম্ভীর। 'একটা কাজের কথা বলতে পারি তোমাদেরকে। তাতে সবারই লাভ হবে।'

'কি সেটা, প্রফেসর?' জানতে চাইল সুসান।

'তোমরা যে যার কাজ নিয়ে মাথা ঘামাও। এ-সব ফালতু ব্যাপার একেবারে ঝেড়ে ফেলো মাথা থেকে,' বললেন প্রফেসর।

প্রফেসরের স্টাডিরুম থেকে বেরিয়ে এল ওরা।

সবাই মিলে আলোচনা করে ঠিক করল আর কখনও ওয়ার্ড্রোব প্রসঙ্গে কথা বলবে না। লুসির সামনে তো নয়ই, এমনকি নিজেরাও কোনও কথা বলবে না এই ব্যাপারে।

যাই হোক, এরপর সত্যি সত্যি ওয়ার্ড্রোবের ব্যাপারে সব কথা বন্ধ করে দিল ওরা। কিছুদিন যেতে আর সবার মতো হেসে-খেলে সময় কাটাতে লাগল লুসি। ইডমাউন্ড যাতে লুসিকে আর খোঁচাতে না পারে সে ব্যাপারে বিশেষ নজর রাখছে পিটার। কয়েক সপ্তাহ পর মনে হল সত্যি সত্যি ওয়ার্ড্রোবের ব্যাপারটা ভুলে গেছে ওরা। কিন্তু সেটা আসলে হবার নয়।

এখানে একটা কথা তোমাদেরকে না জানালেই নয়। নিজের এই বাড়ি সম্পর্কে প্রফেসর খুবই কম জানেন। বাড়িটা আসলে খুব পুরানো। তোমাদের তো নিশ্চয়ই জানা আছে সব পুরানো বাড়িতেই কিছু না কিছু রহস্য থাকে। প্রফেসরের এই বাড়িটাও তার ব্যতিক্রম নয়। পুরো ইংল্যান্ড জুড়ে নাম-ডাক আছে এই বাড়ির। একটু ফুরসত পেলেই লোকজন ছুটে আসে এখানে। প্রফেসরের কাছে অনুমতি চায় পুরো বাড়ি ঘুরে দেখার।

এখানেই শেষ নয়, বিভিন্ন গাইড বুক আর ইতিহাসের অনেক বইতেও এই বাড়ির কথা লেখা আছে। এগুলোর সঙ্গে যোগ হয়েছে অদ্ভুত অদ্ভুত সব গল্প– সবই লোকমুখে শোনা। কিছু কিছু গল্প এতই বিচিত্র আর রহস্যে ঘেরা যে সেগুলোর সামনে আমার বলা এই গল্প পাত্তাই পাবে না। বোঝো তাহলে অবস্থা!

যাই হোক, কৌতূহলী মানুষকে কখনও হতাশ করেন না প্রফেসর। পুরো বাড়ি ঘুরে দেখার অনুমতি দিয়ে দেন তিনি তাদেরকে। গল্পের শুরুতেই মিসেস ম্যাকরেডি সম্পর্কে বলেছিলাম তোমাদের। তিনি একজন গৃহপরিচারিকা। প্রফেসর অনুমতি দিলেই লোকজনকে পুরো বাড়ি ঘুরিয়ে দেখান তিনি। তাছাড়া বর্ম, ছবি আর লাইব্রেরিতে থাকা দুর্লভ বইগুলো সম্পর্কে তাদেরকে জানান ম্যাকরেডি। কিন্তু ম্যাকরেডির একটা খারাপ অভ্যেস আছে। বাচ্চা-কাচ্চা

BanglaBook.org

একেবারে সহ্য করতে পারেন না তিনি। বিশেষ করে লোকজনকে গাইড করার সময় বিরক্ত করা হলে একেবারে তেলে-বেগুনে জ্বলে ওঠেন। প্রথম দিন সকালেই এ-ব্যাপারে সুসান আর পিটারকে সাবধান করে দিয়েছেন ম্যাকরেডি। বস্তা বস্তা উপদেশ দেওয়ার পর বলেছেন, 'আমি যখন দর্শকদেরকে গাইড করব তখন আমার ত্রিসীমানায় থাকবে না তোমারা। কথাটা যেন মনে থাকে তোমাদের।'

যাই হোক, পরের কয়েকদিন খুব ভাল সময় কাটল ওদের। প্রফেসরের কথা মেনে নিয়েছে ওরা। ওয়ার্ড্রোবের ব্যাপারটা ঝেড়ে ফেলেছে মাথা থেকে।

সবকিছু ভালভাবেই চলছে। প্রফেসরের পুরো বাড়ির সব অংশ এখনও দেখা হয়নি ওদের। কাজেই পিটারের প্রস্তাবে আবার অভিযান শুরু করল ওরা। যে ঘরে ওই ওয়ার্ড্রোব আছে, সাবধানে সেটাকে পাশ কাটাল। কিন্তু পরমুহূর্তেই মিসেস ম্যাকরেডির গলা শুনতে পেল ওরা।

'সর্বনাশ!' বলল পিটার। 'মিসেস ম্যাকরেডি আসছেন। এখন কি করব আমরা?'

'লুকিয়ে পড়তে হবে আমাদের,' বলল সুসান। 'এক্ষুনি কোথাও লুকিয়ে পড়তে হবে।'

ওয়ার্ড্রোবের ওই ঘর ছাড়া আরও অনেক ঘর থাকলেও সেগুলোর ভিতরে ঢোকার সময় পাবে না ওরা। মিসেস ম্যাকরেডি এসে পড়লেন বলে।

একে-অপরের দিকে তাকাল ওরা, তারপর সদলবলে ঢুকে পড়ল ওয়ার্ড্রোবের ওই ঘরের ভিতরে। ঠিক এ-সময় শোনা গেল মিসেস ম্যাকরেডির গলা। খুব কাছে এসে পড়েছেন তিনি। সম্ভবত ওয়ার্ড্রোবের এই ঘরেই ঢুকবেন।

সবাই বুঝতে পারছে ওরা। নষ্ট করার মতো সময় নেই। লাফ দিয়ে ওয়ার্ড্রোবের কাছে চলে গেল পিটার, এক টান দিয়ে খুলে ফেলল দরজা। হুড়মুড় করে ওয়ার্ড্রোবের ভিতর ঢুকে পড়ল ওরা।

BanglaBook.org

অদ্ভুত সেই জঙ্গল

'মহা জ্বালায় পড়া গেল!' বলল সুসান। 'ম্যাকরেডি এখন তাড়াতাড়ি বিদায় হলে বাঁচি। ঠাণ্ডায় হাত-পা জমে যাচ্ছে আমার।'

'কর্পূরের গন্ধটাও সহ্য করতে পারছি না আমি,' বলল ইডমাউন্ড।

'কোটগুলোর পকেট ঠেসে রাখা হয়েছে এই জিনিস,' বলল পিটার।

'বাবারে! পিঠে কি যেন একটা বিঁধল আমার,' চিৎকার করে উঠল পিটার।

'আমারও তো! জিনিসটা ঠাণ্ডা কিছু, তাই না?' জানতে চাইল সুসান।

'হ্যাঁ, ঠাণ্ডা আর ভেজা। এ কেমন জায়গায় এসে পড়লাম আমরা? ভেজা কিছু একটার ওপর বসে আছি আমি। প্রতি মুহূর্তে আরও ভিজে যাচ্ছে এটা,' বলল পিটার।

'চলো বের হই এবার। ম্যাকরেডি বোধহয় চলে গেছে এখন,' বলল ইডমাউন্ড।

'ও মা! একি!' হঠাৎ চিৎকার করে উঠল সুসান।

'কি হলো?' একসঙ্গে জানতে চাইল পিটার আর ইডমাউন্ড।

'আমি... আমি তো একটা গাছের ওপর বসে আছি!' বলল সুসান। 'আরে, আজব ব্যাপার তো! ওদিকে তাকাও। একটা আলো দেখা যাচ্ছে।'

তারপর 'তাই তো!' বলল পিটার। 'যেদিকে তাকাচ্ছি শুধু গাছ দেখতে পাচ্ছি। ভেজা জিনিসটা আসলে তুষার। ওহ্ মাই গড! আমরা তো লুসির সেই দেশে এসে পড়েছি!'

এক নিমিষে সবকিছু পরিষ্কার হয়ে গেল ওদের কাছে। জঙ্গলে এখন দিন। হঠাৎ আলো লাগায় ওরা চারজনই চোখ পিটপিট করছে। একটা জঙ্গলে যেমন থাকার কথা—সামনে অসংখ্য গাছ দেখতে পাচ্ছে ওরা। তুষার পড়ায় ধবেধবে সাদা হয়ে আছে সব।

ঘুরে লুসির মুখোমুখি হল পিটার।

'প্রথমে তোমাকে বিশ্বাস করতে পারিনি আমি,' বলল পিটার। 'এ-জন্য দুঃখিত। হাত মেলাবে আমার সঙ্গে?'

'অবশ্যই,' বলে হাতটা বাড়িয়ে দিল লুসি।

BanglaBook.org

'এখন কি করব আমরা?' জানতে চাইল সুসান।

'এটাও আবার বলে দিতে হবে? বাসায় ফিরে নাক ডেকে ঘুমাব। বোকা কোথাকার!' বলল ইডমাউন্ড।

'ঠিক আছে, ঠিক আছে। আর জ্ঞান দিতে হবে না,' বোকার মত প্রশ্ন করায় নিজের ওপর কিছুটা বিরক্ত সুসান। 'কিন্তু খুব ঠাণ্ডা লাগছে আমার। এক কাজ করলে কেমন হয়! চলো, ওয়ার্ড্রোবের রাখা কোটগুলো নিয়ে আসি।'

'কিন্তু ওগুলো তো আমাদের নয়,' বলল পিটার।

'আমার মনে হয় না তাতে কেউ কিছু মনে করবে,' বলল সুসান। 'কারণ কোটগুলো আমরা বাড়ির বাইরে নিয়ে যাচ্ছি না। চিন্তা করে দেখো। ওগুলো আসলে ওয়ার্ড্রোবেই থাকবে।'

'ঠিকই বলেছ তুমি,' বলল পিটার। 'ব্যবহার করে আবার আগের জায়গায় রেখে দিলেই হবে। কেউ জানতেই পারবে না যে আমরা কোটগুলো নিয়েছিলাম।'

সদলবলে আবার ওয়ার্ড্রোবের ভিতর ঢুকল ওরা। কিন্তু কোটগুলো হাতে নিয়ে ওরা বুঝতে পারল ওগুলো আকারে খুব বড়। তারপরও ওগুলো পরল ওরা। সবার কোটই হাঁটুতে গিয়ে ঠেকেছে। দেখে মনে হচ্ছে ওরা কোট না গাউন পড়ে আছে। কিন্তু ঠাণ্ডার হাত থেকে বাঁচল ওরা।

'ধরে নিতে পারো আর্কটিক অভিযানে বেরিয়েছি আমরা,' হাঁটতে হাঁটতে বলল লুসি।

'কোনও কিছুই ধরে নেওয়ার দরকার নেই, লুসি। আমি বেশ বুঝতে পারছি এখানে খুব সুন্দর সময় কাটবে আমাদের,' বলল পিটার। সবার আগে আগে হাঁটছে সে। এদিকে ভারী, কালো মেঘ ভিড় করছে আকাশে। দেখে মনে হচ্ছে অন্যান্য দিনের চেয়ে আজকে বেশি তুষার পড়বে এখানে।

'ল্যাম্পপোস্টের দিকে যেতে চাইলে একটু বাম দিকে সরে যেতে হবে আমাদের,' কথাটা বলেই জিব কাটল ইডমাউন্ড। যে ভুল করে বসেছে সেটা শুধরাবার আর কোনও উপায় নেই। লুসিকে মিথ্যুক প্রমাণিত করার জন্য সবাইকে বলেছিল নার্নিয়া নামে কোনও জায়গার কোনও অস্তিত্ব নেই। কিন্তু নিজের বানানো ফাঁদে নিজেই পড়ে গেছে ইডমাউন্ড। ওর কথা শুনে একযোগে থেমে গেল সবাই। অবাক হয়ে তাকিয়ে আছে ইডমাউন্ডের দিকে।

'শেষ পর্যন্ত সত্যি কথাটা মুখ দিয়ে বেরিয়ে গেল। তাই না, ইডমাউন্ড? কীভাবে এই কাজটা তুমি করতে পারলে?' বলল পিটার।

পিটারের কথার কোনও উত্তর দিতে পারল না ইডমাউন্ড। শুধু ইডমাউন্ডই নয়, কয়েক সেকেন্ড ওরা কেউই কোনও কথা বলতে পারল না।

BanglaBook.org

'নিজের এই কু-স্বভাব বদলে ফেল, ইডমাউন্ড,' বলে কাঁধ ঝাকাল পিটার। ওর দেখাদেখি আবার হাঁটা শুরু করল সবাই।

মুখে কিছু না বললেও রাগে গায়ের পিত্তি জ্বলে যাচ্ছে ইডমাউন্ডের। মনে মনে বলল, 'এ-জন্য তোমাকে পস্তাতে হবে, পিটার। তোমাকে আমি উচিত শিক্ষাই দেবো। তোমার মত স্বার্থপর আর দাম্ভিক ছেলেকে কি শিক্ষা দিতে হবে, সেটা আমার ভালই জানা আছে।'

'আমরা আসলে যাচ্ছিটা কোথায়?' জানতে চাইল সুসান। সবাই চুপ করে থাকায় ভাল লাগছিল না ওর। কিছু একটা বলে পরিস্থিতি বদলাতে চাইছে।

'আমার মনে হয় লুসিকে লিডার মানা উচিত,' বলল পিটার। 'ওকে অনেক কষ্ট দিয়েছি আমরা। তো আমাদেরকে তুমি কোথায় নিয়ে যেতে চাও, লুসি?'

'মিস্টার টামনাসের বাসায় গেলে কেমন হয়? তার সম্পর্কে তোমাদেরকে আগেই বলেছি। তিনি একজন বনদেবতা,' বলল লুসি।

সবাই রাজি হল লুসির কথায়।

যাই হোক, কিছুক্ষণের মধ্যে বনদেবতা টামনাসের গুহার কাছে পৌঁছে গেল ওরা। কিন্তু ওদের জন্য ভয়ংকর এক দৃশ্য অপেক্ষা করছিল ওখানে।

টামনাসের গুহার দরজা ভেঙে ফেলা হয়েছে। ত্রস্ত পায়ে ভিতরে ঢুকল ওরা। কোনও আগুন জ্বালানো হয়নি গুহার ভিতর, দেখে মনে হচ্ছে বেশ কয়েক দিন খালি পড়ে আছে গুহাটা। ঘরের সবকিছু ছড়ান-ছিটান।

'এখানে এসে কি লাভ হলো আমাদের?' বলল ইডমাউন্ড।

'এটা কি?' কার্পেটের নিচে চাপা দেওয়া একটা কাগজ দেখে বলল পিটার।

'ওখানে কি কিছু লেখা আছে?' বলল সুসান।

'হ্যাঁ, দেখে তো তাই মনে হচ্ছে,' বলল পিটার। 'এই অন্ধকারে লেখাটা পড়া সম্ভব না। চলো, বাইরে বের হই আমরা।'

সবাই মিলে গুহার বাইরে বেরিয়ে এল ওরা। কিছুক্ষণ পর কাগজের লেখাটা পড়তে শুরু করল পিটার :

'মিস্টার টামনাসকে গ্রেপ্তার করা হলো। কিছুদিনের মধ্যেই বিচার শুরু করা হবে তাঁর। অপরাধ–সুযোগ থাকা সত্ত্বেও মহামান্য রানি নির্দেশ না মানা, মানুষ জাতির সঙ্গে হাত মেলানো। এছাড়াও আরও অনেক অপরাধের অভিযোগ আনা হবে তাঁর বিরুদ্ধে।

--- মিউগ্রিম, সিক্রেট পুলিশের ক্যাপ্টেন,
রানি দীর্ঘজীবি হউন।'

BanglaBook.org

পিটারের পড়া শেষ হতে একে-অপরের দিকে মুখ চাওয়া-চাওয়ি করল ওরা।

'এখানে একটুও ভাল লাগছে না আমার,' বলল সুসান।

'রানিটা আসলে কে?' জানতে চাইল পিটার। 'এ-ব্যাপারে বনদেবতা কিছু বলেছিল তোমাকে?'

'হ্যাঁ, বলেছিল,' বলল লুসি। 'নিজেকে নার্নিয়ার রানি বলে দাবী করলেও সে আসলে ভয়ংকর এক ডাইনি। তার আরেক নাম হচ্ছে সাদা ডাইনি। জঙ্গলে যারা ভাল–তারা সবাই ঘৃণা করে তাকে। ভয়ংকর সব জাদু জানে সে। জাদু করে নার্নিয়াকে শীতকাল বানিয়ে রেখেছে। বছরের বার মাসই শীত থাকে এখানে। কখনও ক্রিসমাস আসে না।'

'আমি... আমি বুঝতে পারছি না এখনও কি মনে করে এখানে দাঁড়িয়ে আছো তোমরা। মজার কিছু তো নেইই, সেই সঙ্গে জায়গাটা আমার নিরাপদও মনে হচ্ছে না। তাছাড়া প্রতি মুহূর্তে ঠাণ্ডা বাড়ছে এখানে। সঙ্গে কোনও খাবারও আনিনি আমরা। এখন বাড়ি ফিরে যাওয়াই সবচেয়ে বুদ্ধিমানের কাজ,' বলল সুসান।

'কিন্তু সেটা সম্ভব না, সুসান। সেটা সম্ভব না,' বলল লুসি। 'এখানে কি ঘটেছে সেটা দেখতে পাচ্ছো না তুমি? এখন কোনও ভাবেই বাড়ি ফিরে যেতে পারব না আমি। শুধুমাত্র আমার জন্য বিপদে পড়ে গেছেন মিস্টার টামনাস। সাদা ডাইনির কাছ থেকে আমাকে লুকিয়ে রেখেছিলেন তিনি। এই কাজ করে সাদা ডাইনির শত্রুতে পরিণত হয়েছেন মিস্টার টামনাস। যে করেই হোক, তাকে উদ্ধারের চেষ্টা করতে হবে আমাদের।'

'বাহ্, দারুণ!' বলল ইডমাউন্ড। 'ভারী এক উদ্ধার কাজ করব আমরা! পেটে খিদে নিয়ে।'

'তুমি মুখ বন্ধ রাখো,' এক ধমক দিয়ে ইডমাউন্ডকে থামিয়ে দিল পিটার। 'তুমি কি বলো, সুসান?'

'পুরো ব্যাপারটা নিয়ে ভাবতে ভয় লাগছে আমার,' বলল সুসান। 'তারপরও বলি–আমি আসলে লুসির সঙ্গে একমত। মিস্টার... কি যেন নাম... হ্যাঁ, বনদেবতা। তাকে সাহায্য করা উচিত আমাদের।'

'আমিও তাই চাই,' বলল পিটার। 'কিন্তু সঙ্গে খাবার নেই আমাদের। এখানে কতক্ষণ থাকতে হবে কে জানে। আসলে ভাঁড়ার ঘর থেকে খাবার নিয়ে আসা উচিত আমাদের। কিন্তু সেখানেও সমস্যা আছে। খাবার আনতে গিয়ে নার্নিয়াকে আবার না হারিয়ে ফেলি। লুসির কথা অনুযায়ী আগেও তো ওয়ার্ড্রোবের ভিতর ঢুকেছিলাম আমরা। কিন্তু তখন নার্নিয়া আসতে পারিনি। কাজেই একবার ওয়াড্রোবের ভিতর ঢুকতে পারলেই যে আবার এখানে আসতে

BanglaBook.org

পারব সে ব্যাপারে কোনও নিশ্চয়তা নেই। একেই বলে উভয় সঙ্কট। চুলোয় যাক খাবার! একটু না হয় সহ্যই করলাম। চলো, খুঁজতে শুরু করি মিস্টার টামনাসকে।'

'হ্যাঁ, তাই উচিত,' একযোগে বলল সুসান আর লুসি।

'ইস্, যদি জানতে পারতাম কোথায় বন্দী করে রাখা আছে মিস্টার টামনাসকে!' বলল পিটার।

মুখে টামনাসকে খোঁজার কথা বললেও এখনও পুরোপুরি সিদ্ধান্ত নিতে পারেনি ওরা। চুপচাপ জঙ্গলের মধ্যে দাঁড়িয়ে আছে। এ-সময় কথা বলে উঠল লুসি, 'আরে দেখো! একটা রবিন পাখি! বুকটা টকটকে লাল। এই প্রথম এখানে পাখি দেখলাম আমি। এই জঙ্গলের সবকিছু কেমন যেন অদ্ভুত। আমার কেন যেন মনে হচ্ছে নার্নিয়ার পাখিরা মানুষের মত কথা বলতে পারে। আর দেখো! পাখিটা কেমন করে তাকিয়ে আছে আমাদের দিকে। যেন কিছু একটা বলতে চায়,' এ-কথা বলে পাখিটার কাছে এগিয়ে গেল লুসি। তারপর বলল, 'তুমি কি আমাদেরকে বলতে পারবে মিস্টার টামনাসকে কোথায় নিয়ে যাওয়া হয়েছে, প্লিজ?'

কথা বলার সময় পাখিটার কাছে আরও এক পা এগিয়ে গিয়েছিল লুসি। সঙ্গে সঙ্গে পাশের একটা গাছের ডালে গিয়ে বসল রবিন, কঠিন দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে ওদের দিকে। যেন এতক্ষণ ওরা যা বলেছে তার সবই সে বুঝতে পেরেছে। তবে লুসিও কম নাছোড়বান্দা না। পাখিটা পাশের গাছে চলে যেতেই সেদিকে আরও এক পা বাড়িয়েছে। ওর দেখাদেখি বাকি সবাইও। পাখির চোখ রাঙানোকে পাত্তা দিচ্ছে না। কিন্তু ওরা সামনে আসতেই আবার গাছ বদল করল ওটা। এখনও কঠিন দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে ওদের দিকে। এখানে একটা কথা জানিয়ে রাখি তোমাদেরকে। এই ধরনের লাল বুক আর তীক্ষ্ণ দৃষ্টির রবিন পাখি কোথাও দেখতে পাওয়া যায় না।

'আমার কি মনে হচ্ছে জানো?' বলল লুসি। 'পাখিটা বোধহয় কোনও এক জায়গায় নিয়ে যেতে চাইছে আমাদের।'

'আমারও তাই মনে হয়,' বলল সুসান। 'পিটার?'

'দেখাই যাক না আমাদের কোথায় নিয়ে যায় ওটা,' বলল পিটার।

এরপর পাখিটা যা শুরু করল তাতে ওরা নিশ্চিত হয়ে গেল যে ওদের কথা বুঝতে পেরেছে সে। পথ দেখিয়ে এক গাছ থেকে আরেক গাছে চলে যাচ্ছে রবিন।

এ-সময় পিটারের উদ্দেশে কথা বলে উঠল ইডমাউন্ড, 'তুমি আমার ওপর এখনও রেগে আছ কিনা জানি না। যদি না থাকো তাহলে একটা কথা বলতে

BanglaBook.org

চাই আমি। শুনলেই বুঝতে পারবে–আমার কথাটা খুব গুরুত্বপূর্ণ।'

'কি কথা?' জানতে চাইল পিটার।

'শ্ শ্ শ্! আস্তে! সুসান আর লুসি ভয় পেয়ে যেতে পারে আমাদের কথা শুনে। তোমার কি কোনও আইডিয়া আছে কোথায় যাচ্ছি আমরা?'

'মানে? কি বলতে চাও তুমি?' জানতে চাইল পিটার, প্রায় ফিসফিস করে কথা বলছে।

'এই রবিন পাখি সম্পর্কে কি জানি আমরা? কিছুই না। সে ভাল পক্ষের পাখি নাকি খারাপ পক্ষের সেটাই তো জানি না। হয়ত কোনও ফাঁদ পেতে রেখেছে আমাদের জন্য,' বলল ইডমাউন্ড।

'তোমার মাথায় কখনও ভাল কিছু আসে না, ইডমাউন্ড। অনেক গল্পের বই পড়া আছে আমার। সেগুলোর কোনটাতেই রবিন পাখি সম্পর্কে কোনও খারাপ কথা লেখা নেই। আমি নিশ্চিত এই পাখি খারাপ পক্ষের না,' বলল পিটার।

'ঠিক আছে, তাই ধরে নিলাম,' বলল ইডমাউন্ড। 'কিন্তু কোনও পক্ষ খারাপ আর কোনও পক্ষ ভাল সেটা তুমি নিশ্চিত হচ্ছো কি করে? হ্যাঁ, লুসি আমাদেরকে বলেছে যে সাদা ডাইনি খারাপ। কোত্থেকে কথাটা শুনেছে সে? বনদেবতার কাছ থেকে। কিন্তু বনদেবতাই যে ভাল সেটার প্রমাণ কি? আমার আসলে নিজেরা তো কিছুই জানি না। সবই অন্যের মুখে শোনা।'

'আরে বোকা! বনদেবতা লুসিকে সাদা ডাইনির হাত থেকে বাঁচিয়েছে,' বলল পিটার।

'আবার সেই একই ভুল করছ তুমি, পিটার। বনদেবতা বলেছেন যে তিনি লুসিকে বাঁচিয়েছেন। কিন্তু সেটা কতটুক সত্যি সেটা আমরা জানি না। আরেকটা ব্যাপার! এখান থেকে কীভাবে বাসায় ফিরতে হবে সে ব্যাপারে আমাদের কারও কোনও ধারণা আছে?'

'এ-ব্যাপারে তো ভাবিনি আমি,' বলল পিটার।

'ডিনার খাওয়ারও কোনও সুযোগ নেই আমাদের,' বলল ইডমাউন্ড।

BanglaBook.org

বিবরের সঙ্গে একদিন

পিটার আর ইডমাউন্ড এখনও ফিসফিস করে কথা বলছে।

'ওহ্!' একযোগে চিৎকার করে উঠল সুসান আর লুসি।

'রবিন পাখিটা!' বলল লুসি। 'উড়ে চলে গেছে। কোথায় দেখা যাচ্ছে না ওটাকে।'

'এখন কি করব আমরা?' জানতে চাইল ইডমাউন্ড। পিটারের দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থাকল ও, যেন বলতে চাইছে, 'কি বলেছিলাম না তোমাকে?'

'শ্...শ্...শ্! দেখো!' বলল সুসান।

'কি?' আঁতকে উঠল পিটার।

'বামদিকে গাছের ফাঁকগুলোর দিকে তাকাও। কিছু একটা নড়ছে ওখানে।'

তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে গাছগুলোর দিকে তাকাল ওরা। মনে মনে সবাই ভয় পাচ্ছে।

'ওই যে! আবার নড়াচড়া শুরু করেছে ওটা,' বলল সুসান।

'কি ওটা?' জানতে চাইল লুসি, নার্ভাস ভাবটা কাটবার জন্য রীতিমতো যুদ্ধ করতে হলো ওকে।

'যাই হোক ওটা। আমাদের সামনে আসতে চাইছে না,' বলল পিটার।

'চলো বাড়ি ফিরে যাই,' বলল সুসান।

সুসানের এই কথা শুনে চুপ করে গেল সবাই। কেউ কোনও কথা বলছে না। সবাই বুঝতে পারছে বাসায় ফেরার রাস্তা আসলে হারিয়ে ফেলেছে ওরা।

'জিনিসটা আসলে কি?' আবার প্রশ্ন করল লুসি।

'এটা... কোনও এক জন্তু-টন্তু হবে,' বলল সুসান। 'ওই যে! আবার দেখা যাচ্ছে!'

এবার সবাই দেখতে পেল জন্তুটা। একটা গাছের ফাঁক দিয়ে তাকিয়ে আছে ওদের দিকে। পুরো মুখ লোমে ভরা। বিড়ালের মত গোঁফও আছে।

BanglaBook.org

চোখাচোখি হওয়ার পর এবার আর লুকিয়ে পড়ল না জন্তুটা। বরং মুখের কাছে একটা থাবা তুলে চুপ করে থাকতে বলল ওদেরকে। তারপর আবার উধাও হয়ে গেল ওটা। রুদ্ধশ্বাসে অপেক্ষা করছে ইডমাউন্ড, লুসি, সুসান আর পিটার।

কয়েক মুহূর্ত পর গাছ-গাছালির ভিতর থেকে বাইরে বেরিয়ে এল জন্তুটা। তারপর আশপাশে দ্রুত চোখ বুলাল। 'শ্!' আবার ওদেরকে চুপ থাকার ইঙ্গিত দিল ওটা। তারপর হাত দিয়ে ইশারা করে নিজের পিছু নিতে বলেই আবার গায়েব হয়ে গেল।

'আমি জানি ওটা কি,' বলল পিটার। 'ওটার নাম বিবর। লেজটা চোখে পড়েছে আমার।'

'যাই হোক ওটা। আমাদেরকে কোথাও নিয়ে যেতে চাইছে। এমনকি কোনওরকম আওয়াজ না করারও পরামর্শ দিচ্ছে,' বলল সুসান।

'হ্যাঁ, ঠিক বলেছ,' বলল পিটার। 'কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে আমরা কি ওর সঙ্গে যাব নাকি যাব না। তুমি কি বলো, লুসি?'

'আমার মনে হয় ওর পিছু নিলে আমাদের কোনও ক্ষতি হবে,' বলল লুসি।

'কিন্তু আমরা তো নিশ্চিত না,' বলল ইডমাউন্ড।

'ঝুঁকি না নিয়ে আমাদের আর কোনও উপায় নেই,' বলল সুসান। 'এখানে চুপচাপ দাঁড়িয়ে থাকার চেয়ে অন্তত ওর পিছু নেওয়া ভাল। তাছাড়া খুব খিদেও পেয়েছে আমার। বলা যায় না, বিবর হয়ত আমাদের জন্য ডিনারের ব্যবস্থাও করতে পারে।'

'হ্যাঁ, আমারও তাই মনে হয়,' বলল পিটার। 'তবে সতর্ক থাকতে হবে আমাদেরকে। সবাই খুব কাছাকাছি থাকব আমরা। যদি কোনও বিপদ ঘটে তাহলে যাতে একজন অন্যজনকে সাহায্য করতে পারি।'

বিবরের পিছু নিয়ে রওনা হয়ে গেল ওরা। এক জায়গা থেকে আরেক জায়গায় চলে যাচ্ছে বিবর। ওরা চারজন অনুসরণ করছে ওকে। কিছুক্ষণ পর জঙ্গলের ভিতর ঢুকে পড়ল ওরা। জঙ্গল এখানে এত গভীর যে বাইরে থেকে কেউ দেখতে পারবে না ওদেরকে। ইচ্ছা করেই ওদেরকে এই জায়গায় নিয়ে এসেছে বিবর। আরও মিনিট পাঁচেক জঙ্গলের ভিতর দিয়ে বিবরকে অনুসরণ করে গেল ওরা। তারপর হঠাৎ এক জায়গায় থেমে গেল বিবর। ওদেরকে অবাক করে দিয়ে কথা বলে উঠল মানুষের মতো।

'এবার আমার কিছু প্রশ্নের উত্তর দেবে তোমরা। প্রশ্নগুলো আগেই তোমাদের করতাম। কিন্তু ওইরকম খোলা জায়গায় কথা বলা নিরাপদ নয়।

BanglaBook.org

তোমরা কি এ্যাডাম আর ইভের ছেলেমেয়ে?' জানতে চাইল বিবর।

'হ্যাঁ,' বলল পিটার। 'এ্যাডাম আর ইভের অনেক ছেলেমেয়ে আছে। আমরা তাদের মধ্যে কয়েকজন।'

'শ্ শ্ শ্! জোরে কথা বলা যাবে না একদম। এখানেও আমরা নিরাপদ নই,' বলল বিবর।

'আপনি কাকে ভয় পাচ্ছেন? এখানে তো আমরা ছাড়া আর কেউ নেই,' বলল পিটার।

'কেউ নেই! তুমি জানো না। তাই এ-কথা বলছ। এই গাছগুলো দেখতে পাচ্ছো? এদের বেশিরভাগই আমাদের দলে। কিন্তু কয়েকটা গাছ আছে যারা তার পক্ষ নিয়ে বেইমানি করবে আমাদের সঙ্গে। নিশ্চয়ই বুঝতে পারছ এই তার বলে আমি কাকে বোঝাতে চাইছি?' বলে মাথা নাড়তে লাগল বিবর।

'পক্ষ নেওয়ার কথাই যখন উঠল তখন একটা কথা না বলে পারছি না,' বলল ইডমাউন্ড। 'আপনি যে আমাদের শত্রু নন, সেটা আমরা বুঝব কি করে?'

'ওর কথায় আপনি কিছু মনে করবেন না,' বলল পিটার। 'আমরা এখানে নতুন। কিছুই জানি না। কাজেই বুঝতে পারছেন প্রশ্নটা আপনাকে করা হচ্ছে কেন।'

'ঠিক, ঠিক। একদম ঠিক,' বলে কটমট করে ইডমাউন্টের দিকে তাকান পিটার। 'এই নাও আমার টোকেন,' বলে সাদা রঙের একটা জিনিস ওদের দিকে বাড়িয়ে ধরল সে। সবাই মিলে দেখতে লাগল ওটা। এ-সময় হঠাৎ কথা বলে উঠল লুসি, 'আরে! এটা তো আমার রুমাল। স্পষ্ট মনে আছে আমার। মিস্টার টামনাসকে এটা দিয়েছিলাম আমি।'

'ঠিক,' বলল বিবর। 'মিস্টার টামনাস আগেই বুঝতে পেরেছিলেন যে তাঁকে গ্রেপ্তার করা হবে। একদিন আমাকে ডেকে এই রুমালটা দিলেন। বললেন, তাঁর যদি খারাপ কিছু ঘটে তাহলে আমি যেন তোমার সঙ্গে দেখা করি। তারপর তোমাকে নিয়ে যেতে বলল...' এই পর্যন্ত বলে হঠাৎ থেমে গেল বিবর। অদ্ভুতভাবে দুই তিনবার মাথা নাড়ল, তারপর ইঙ্গিতে ওদের চারজনকে আরও কাছে চলে আসতে বলল। এমনিতেই বিবরকে ঘিরে দাঁড়িয়েছিল ওরা। তার ইঙ্গিত পেয়ে আরও কাছে চলে এল চারজন। বিবরের লম্বা গোঁফ ওদের মুখে সুড়সুড়ি দিচ্ছে। ওরা কাছে আসতেই আবার ফিসফিস করে কথা বলতে শুরু করল বিবির।

'তারা বলেছে আসলান অনেক আগেই তাঁর যাত্রা শুরু করেছেন। খুব সম্ভবত এতদিনে এসেও পড়েছেন তিনি'

BanglaBook.org

অদ্ভুত এক ঘটনা ঘটল এ-সময়। এই আসলান সম্পর্কে তোমরা যেমন কিছু জানো না, তেমনি ইডমাউন্ড, পিটার, সুসান আর লুসিও কিছু জানে না। কিন্তু আসলান নামটা শোনার সঙ্গে সঙ্গে অদ্ভুত অনুভূতি হলো ওদের। মাঝে-মধ্যে আমাদের স্বপ্নে এরকম হয়। স্বপ্নের মধ্যে হঠাৎ কাউকে কিছু বলতে শুনলে। জিনিসটার মানে তোমার জানা নেই। কিন্তু কেন জানি মনে হচ্ছে ওটার অর্থটা আসলে খুব গুরুত্বপূর্ণ। কেউ মহা মূল্যবান কোনও তথ্য জানাতে চাচ্ছে তোমাকে। কিন্তু তুমি সেটা বুঝতে পারছ না। এ-ক্ষেত্রে একেকজনের অনুভূতি হয় একেক রকম। কারও কারও মনে হয় দুঃস্বপ্ন দেখছে সে। কেউ কেউ আবার ভাবে খুব ভাল একটা স্বপ্ন দেখেছে সে। সারা জীবন মনে রাখে এই স্বপ্নের স্মৃতি। আশা করে আবার দেখতে পাবে এই মধুর স্বপ্ন। আসলান নামটা শোনার সঙ্গে সঙ্গে অদ্ভুত এক ব্যাপার ঘটল ইডমাউন্ড, লুসি, পিটার আর সুসানের মধ্যে। কোনও কারণ ছাড়াই ভয় লাগল ইডমাউন্ডের। পিটারের মনে হলো হঠাৎ খুব সাহসী হয়ে গেছে সে। কোনও একটা অভিযান ঠিক করে সেটার নেতৃত্ব দিতে ইচ্ছে হচ্ছে ওর। সুসানের মনে হচ্ছে অদ্ভুত কোনও সুগন্ধী বা খুব সুন্দর কোনও গানের সুর ওর নিজের ভিতর ঢুকে গেছে। আর লুসির মনে হচ্ছে এই মাত্র ঘুম থেকে উঠেছে। গ্রীষ্মের প্রথম দিন কিংবা ছুটির দিনে সকালে যেমন লাগে কথা ঠিক তেমন অনুভূতি হচ্ছে লুসির।

'কিন্তু মিস্টার টামনাসের কি হলো?' জানতে চাইল লুসি। 'তিনি কোথায় আছেন?'

'শ্ শ্ শ্!, আবার ওদেরকে আস্তে কথা বলার ইঙ্গিত করল বিবর। 'এখানে নয়! এখানে নয়! সব জানতে পারবে তোমরা। কিন্তু তার আগে নিরাপদ কোনও জায়গায় তোমাদেরকে নিয়ে যাব আমি।'

ইডমাউন্ড ছাড়া বাকি সবাই বিশ্বাস করছে বিবরকে। তবে ডিনারের কথা শুনে বাকি সবার মতো ইডমাউন্ডও খুশি হয়ে গেল।

যাই হোক, আবার যাত্রা শুরু করল বিবর। ওরা চারজন বিবরের পিছু নিতে গিয়ে হিমশিম খেয়ে যাচ্ছে। কারণ এতক্ষণ খুব আস্তে আস্তে হাঁটছিল বিবর। কিন্তু এখন বলতে গেলে সে প্রায় দৌড়াচ্ছে। জঙ্গলের যে জায়গাটা সবচেয়ে গভীর সেদিক দিয়ে ওদেরকে নিয়ে যাচ্ছে বিবর। এভাবে এক ঘন্টারও বেশি হাঁটল ওরা। সবারই খুব ক্লান্ত লাগছে। এ-সময় হঠাৎ ওরা বুঝতে পারল বিবর এখন আর ঘন জঙ্গলের ভিতর দিয়ে যাচ্ছে না। কিছুক্ষণ পর খোলা আকাশের নীচে বেরিয়ে এল ওরা। আশপাশে তাকাতে অদ্ভুত সুন্দর একটা দৃশ্য দেখতে পেল। এখানে গাছপালা থাকলেও জঙ্গলের মতো

BanglaBook.org

অতোটা ঘন না। জায়গাটা বেশ ঢালু–দুই পর্বতের ঠিক মাঝখানে। অনায়াসে একটা উপত্যকা বলে চালিয়ে দেওয়া যাবে। নীচের দিকে বেশ বড় একটা নদী আছে। পাশেই দেখা যাচ্ছে একটা বাঁধ। হঠাৎ ওদের মনে পড়ল বিবররা বাঁধ তৈরিতে ওস্তাদ। এই বাঁধটাও যে বিবর বানিয়েছে তাতে কোনও সন্দেহ নেই। বিবরের দিকে তাকতে তার চেহারায় অদ্ভুত এক বিনয়ী ভাব দেখতে পেল ওরা। কোনও লেখক যখন তার লেখা কোনও গল্প পড়ে শোনান কিংবা কোনও মালী যখন তার বাগানটা কাউকে ঘুরিয়ে দেখান, তখন এরকম একটা বিনয়ী ভাব থাকে তাদের চেহারায়। লুসির ভদ্রতা জ্ঞান খুব প্রখর। বিবরের বিনয়ী ভাবটা ধরতে পেরেই বলল, 'একটা বাঁধ এত সুন্দর হয় কি করে!'

লুসির কথায় আরও বিনয়ী হয়ে উঠল বিবর। বলল, 'দূর! কি যে বলো না! এটা কিছুই না। আমার চোখে তো এটার কোনও সৌন্দর্যই ধরা পড়ে না। বাঁধটা এখনও শেষ করতে পারিনি আমি।

মুগ্ধ নয়নে সবকিছু দেখছে ওরা। কিন্তু ইডমাউন্ডের দৃষ্টি অন্য দিকে। অন্য একটা উপত্যকা হয়ে আসা ছোট্ট একটা নদী মিশেছে এই নদীর সঙ্গে। উপত্যকার ওপরে তাকাতে দুটো ছোট্ট পাহাড় দেখতে পেল ইডমাউন্ড। সঙ্গে সঙ্গে সাদা ডাইনির কথা মনে পড়ে গেল ওর। বিদায় নেওয়ার সময় সাদা ডাইনি দুটো পাহাড়ের কথা বলেছিল ওকে। ইডমাউন্ড প্রায় নিশ্চিত যে এই পাহাড়গুলোর কথাই বলেছিল সাদা ডাইনি। এই দুই পাহাড়ের মাঝখানেই সাদা ডাইনির বাড়ি। এখান থেকে খুব বেশি হলে এক মাইল হবে। হঠাৎ মিষ্টি আর রাজা হওয়ার কথা মনে গেল ইডমাউন্ডের। 'রাজা হওয়ার কথা শুনে কেমন লাগবে পিটারের?' মনে মনে ভাবল ইডমাউন্ড। হঠাৎ ভয়ংকর এক বুদ্ধি এল ওর মাথায়।

'প্রায় এসে পড়েছি আমরা,' বলল বিবর। 'মিসেস বিবর মনে হয় আমাদের জন্য অপেক্ষা করছেন। আমাকে অনুসরণ করো তোমরা। সাবধান! জায়গাটা কিন্তু পিচ্ছিল। সবধানে হাঁটতে হবে তোমাদের।'

কিছুক্ষণ বিবরের বাসায় পৌঁছে গেল ওরা।

'আমরা এসে পড়েছি, মিসেস বিবর,' বলল ছেলে বিবর। 'ঈভের মেয়ে আর এ্যাডামের ছেলেদের পেয়েছি আমি।'

বিবরের পিছু নিয়ে ভিতরে ঢুকে পড়ল ওরা।

লুসি খেয়াল করল বিবরের ঘর থেকে মেশিন চলার আওয়াজ ভেসে আসছে। ঘরের এক কোণে বসে আছে মেয়ে বিবর। মুখে সুতো নিয়ে খুব ব্যস্ত হয়ে কাজ করছে সুইং মেশিনে। বাইরে থেকে এই সুইং মেশিনের

BanglaBook.org

আওয়াজই শুনতে পাচ্ছিল লুসি। যাই হোক, ওদেরকে দেখেই কাজ ছেড়ে উঠে দাঁড়াল মেয়ে বিবর।

'তাহলে শেষ পর্যন্ত এসে পড়লে তোমরা,' বলল মেয়ে বিবর, থাবা দুটো ভাঁজ করে রেখেছে। 'মনে হচ্ছে এই দিনটা দেখার জন্যই এতদিন বেঁচে ছিলাম আমি। আলু সেদ্ধ করা হচ্ছে। আর দেখতেই পাচ্ছো–কেটলিও তার গান গাইছে। কাজেই মিস্টার বিবরকে আমি বলতে চাই আপনি কি কিছু মাছ জোগাড় করে আনতে পারবেন এ্যাডামের আর ঈভের ছেলেমেয়েদের জন্য?'

'হ্যাঁ, অবশ্যই,' বলল ছেলে বিবর।

পিটারকে সঙ্গে নিয়ে মাছ ধরতে বের হলো ছেলে বিবর। এদিকে লুসি আর সুসান নানারকম সাহায্য করছে মেয়ে বিবরকে।

মিনিট বিশেক পর মাছ নিয়ে হাজির হলো ছেলে বিবর। ইতিমধ্যে রান্নার কাজ শেষ করে ফেলেছে মেয়ে বিবর। কিছুক্ষণ পর মাছ ভাজতে শুরু করল সে।

পেট পুরে সবাই খেল ওরা।

BanglaBook.org

কি হলো ডিনারের পর

'এখন,' বলল লুসি। 'আপনি কি আমাদের জানাবেন মিস্টার টামনাসের কি হয়েছে?'

'খারাপ, খুব খারাপ,' ঘন ঘন মাথা নেড়ে বলল ছেলে বিবর। 'এরচেয়ে খারাপ আর কিছু হতে পারে না। কোনও সন্দেহ নেই পুলিশ ধরে নিয়ে গেছে তাঁকে। বিশ্বস্ত এক পাখির কাছ থেকে এই খবর পেয়েছি আমি।'

'কিন্তু তাকে কোথায় নিয়ে যাওয়া হয়েছে?' আবার প্রশ্ন করল লুসি।

'শেষবার যখন দেখা গেছে তখন উত্তর দিকে যাচ্ছিল ওরা। আর ওদিকে যাওয়ার কি অর্থ হতে পারে সেটা সবারই জানা,' বলল মিস্টার বিবর।

'কিন্তু আমরা জানি না, মিস্টার বিবর,' বলল লুসি, খেয়াল করল এখনও ঘন ঘন মাথা নাড়ছে বিবর। মুখ দেখে মনে হচ্ছে বনদেবতা টামনাসের জন্য খুব দুশ্চিন্তা হচ্ছে তার।

কিছুক্ষণ পর মুখ খুলল ছেলে বিবর, 'সবচেয়ে খারাপটাই হয়েছে। মিস্টার টামনাসকে সাদা ডাইনির বাসায় নিয়ে যাওয়া হয়েছে।'

'সেখানে কি ক্ষতি করা হতে পারে মিস্টার টামনাসের?' জানতে চাইল লুসি।

'কি ক্ষতি হতে পারে? তুমি জানতে চাইছ কি ক্ষতি হতে পারে?' বলল বিবর। 'সবচেয়ে খারাপটাই হবে। আজ পর্যন্ত যাদেরকে সাদা ডাইনির বাসায় নিয়ে যাওয়া হয়েছে তাদের বেশিরভাগই আর ফেরেনি। মূর্তি, পাথরের মূর্তি! এখান থেকে যাদেরকে ধরে নিয়ে যাওয়া হয় তাদেরকে মূর্তি বানিয়ে রাখা হয়।'

বিবরের কথা শুনে মুখ শুকিয়ে গেল লুসির। 'কিন্তু তাঁর জন্য আমাদের কি কিছুই করার নেই? মানে আমি বলতে চাইছি আমাদের অবশ্যই কিছু একটা করা উচিত। মিস্টার টামনাসের মতো একজন ভাল বনদেবতাকে পাথর বানিয়ে রাখা হবে। ভাবতেই ভয় লাগছে আমার। আসলে পুরো ব্যাপারটার জন্য তো আমিই দায়ী। আমার জন্যই মিস্টার টামনাসের এত দুর্দশা।'

'চেষ্টা করলে তুমি হয়ত তাঁকে উদ্ধার করতে পারবে,' বলল মেয়ে বিবর।

BanglaBook.org

'কিন্তু বিপদের ভয় আছে। কারণ সাদা ডাইনির অনুমতি ছাড়া তার বাড়ির ভিতর ঢুকতে পারবে না তুমি। তাছাড়া ঢোকার পর খারাপ যে কোনও কিছু ঘটতে পারে। হয়ত আর কখনও বেঁচে ফিরতে পারবে না।'

'আমরা কোনও কৌশল করতে পারি না?' বলল পিটার। 'কোনও ছদ্মবেশ, যেমন ফেরিওলা সেজে তার বাড়িতে ঢোকা যায় না? কিংবা সাদা ডাইনি যখন বাইরে যাবে, তখন যদি চুপিচুপি ঢুকে পড়ি। কিংবা... কিংবা... উফ্! কিচ্ছু মাথায় আসছে না আমার। কিন্তু একটা না একটা উপায় তো আছেই। নিজের বিপদ হবে জেনেও আমার বোনকে বাঁচিয়েছেন মিস্টার টামনাস। যে করেই হোক, তাঁকে উদ্ধারের একটা ব্যবস্থা করতে হবে, মিস্টার বিবর। তাঁর এমন বিপদের সময় আমরা চুপ করে বসে থাকতে পারি না।'

'কোনও লাভ নেই, এ্যাডামের ছেলে,' বলল ছেলে বিবর। 'সাদা ডাইনির বাসা থেকে কাউকে উদ্ধারের চেষ্টা করা আসলে বোকামি। উদ্ধার তো দূরের কথা। বরং নিজেরাই ধরা পড়ে যাবে তোমরা। তবে একটা আশার কথা তোমাদের শোনাতে পারি আমি। আসলান তাঁর যাত্রা শুরু করেছেন।'

'আরে, তাই তো!' একযোগে বলল ওরা, নামটা শোনার সঙ্গে আবার সেই অদ্ভুত অনুভূতি হলো ওদের। বসন্তের প্রথম দিন দেখলে যেমন ভাল লাগে কিংবা ভাল কোনও খবর শুনলে যেমন খুশি লাগে ঠিক তেমন।

'এই আসলানটা আসলে কে?' জানতে চাইল সুসান।

'আসলান?' বলল ছেলে বিবর। 'কেন, তোমরা জানো না? আসলান হচ্ছেন একজন রাজা। পুরো জঙ্গলের মূল হর্তকর্তা তো তিনিই। তবে আমার বা আমার বাবার সময়ে তিনি রাজা ছিলেন না। ছিলেন অনেক আগে। যাই হোক, আমরা খবর পেয়েছি যে আসলান ফিরে আসছেন। এই মুহূর্তে নার্নিয়াতেই আছেন তিনি। একমাত্র আসলানই পারবেন সাদা ডাইনিকে শায়েস্তা করতে। মিস্টার টামনাসকেও উদ্ধার করতে পারবেন আসলান।'

'সাদা ডাইনি তাঁকে পাথর বানাতে পারবে না?' জানতে চাইল ইডমাউন্ড।

'সৃষ্টিকর্তা, রক্ষা করো আমাকে!' হাসতে হাসতে বলল ছেলে বিবর। 'বোকার মতো কথা বলছ তুমি। তবে এতে তোমার কোনও দোষ নেই। আসলান সম্পর্কে জানলে এ-কথা বলতে পারতে না তুমি। পাথর? আসলানকে দেখার পর পরই একটা ভিরমি খাবে সাদা ডাইনি। হাঁ করে তাকিয়ে থাকবে আসলানের দিকে। আর কিছু করার ক্ষমতা থাকবে না তার। আর আসলান কি করতে পারে জানো? শোনো তাহলে

ভুল হয়ে যায় ঠিক, যখন আসলান হয় উপস্থিত
গর্জে ওঠে যখন, দুঃখ পালায় তখন

BanglaBook.org

দাঁত বের করে যেই, শীতকাল নেই
সোনালী কেশর ঝাঁকায় যখন, দেখা দেয় বসন্ত তখন

আসলানকে দেখলেই সব বুঝতে পারবে তোমরা।'

'কিন্তু তাঁকে কি আমরা দেখতে পারব?' জানতে চাইল সুসান।

'ঈভের মেয়ে, এ-জন্যই তোমাদেরকে এখানে এনেছি। আমিই তোমাদেরকে নিয়ে যাব আসলানের কাছে,' বলল ছেলে বিবর।

'তিনি... তিনি কি একজন মানুষ?' জানতে চাইল লুসি।

'আসলান আর মানুষ!' হেসে ফেলল বিবর। 'অবশ্যই না। আমি তোমাদের আগেই বলেছি আসলান হচ্ছেন জঙ্গলের রাজা। সাগরের ওপারে–একজন সম্রাটের ছেলে তিনি। তোমাদের তো জানার কথা পশুদের মধ্যে সবচেয়ে বেশি সম্মান করা হয় কাকে? পশুদের মধ্যে রাজা বলা হয় কাকে? আসলান হচ্ছেন এক সিংহ! অতিকায় এক সিংহ।'

'ও, তাই নাকি!' একটা ঢোক গিলে বলল সুসান। 'আমি ভেবেছিলাম তিনি বুঝি মানুষ। কিন্তু... কিন্তু তিনি কি নিরাপদ? আসলে একটা সিংহের সঙ্গে দেখা করতে ভয় পাচ্ছি আমি।'

'তাই পাওয়া উচিত, ঈভের মেয়ে,' বলল মেয়ে বিবর। 'আসলানের সামনে দাঁড়িয়ে কারও পা যদি না কাঁপে তাহলে ধরে নিতে হবে হয় সে আসলানের চেয়ে বেশি সাহসী কিংবা নির্বোধ।'

'তাহলে তো তিনি আমাদের জন্য নিরাপদ নয়,' বলল লুসি।

'নিরাপদ!' বলল ছেলে বিবর। 'মিসেস বিবর কি বললেন শুনলে না? কি একবারও নিরাপদের কথা বলেছেন? আসলান অবশ্যই নিরাপদ নন। তবে সেটা খারাপদের জন্য। ভালদের জন্য আসলান খুব ভাল। তিনি জঙ্গলের রাজা।'

'তাঁকে খুব দেখতে ইচ্ছে হচ্ছে আমার। যদিও নিশ্চিত করে বলতে পারি তাঁকে দেখার পর ভয় লাগবে আমার,' বলল পিটার।

'ঠিক আছে, এ্যাডামের ছেলে,' থাবাটা টেবিলের ওপর রেখে বলল ছেলে বিবর, টেবিলের কাপ-পিরিচগুলো সব নড়ে উঠল। আসলানের কাছে খবর পাঠানো হবে যে তুমি তাঁর সঙ্গে দেখা করতে চাও। সম্ভবত কালকে স্টোন টেবিলে তোমার সঙ্গে তাঁর দেখা হবে।

'জায়গাটা কোথায়?' জানতে চাইল লুসি।

'সে ব্যাপারে তোমাদের চিন্তা করতে হবে না,' বলল বিবর। 'আমিই তোমাদেরকে ওখানে নিয়ে যাব। এখান থেকে বেশ দূরে।'

BanglaBook.org

'কিন্তু আজকে আর কালকে–এই দু'দিনে যদি মিস্টার টামনাসের কোনও ক্ষতি হয়ে যায়?' জানতে চাইল লুসি।

'মিস্টার টামনাসকে তাড়াতাড়ি উদ্ধার করার একটাই উপায় আছে। যত তাড়াতাড়ি সম্ভব আসলানের সঙ্গে দেখা করা। তিনি আমাদের সঙ্গে থাকলেই সব অসম্ভব সম্ভব হয়ে যাবে। আরেকটা কথা তোমাদের জানিয়ে রাখি। আসলান হয়ত তোমাদের সাহায্য চাইবেন। তোমরা আর আসলান আসায় এখন অনেক কিছুই করতে পারব আমরা। আমি শুনেছি অনেক আগে আমাদের এই জঙ্গলে এসেছিলেন আসলান। কেউ জানে না কবে। কিন্তু তখন এ্যাডামের কোনও ছেলে কিংবা ঈভের কোনও মেয়ে এখানে আসেনি। কিন্তু এখন পরিস্থিতি সম্পূর্ণ ভিন্ন। আসলান এখন নার্নিয়ার আছেন। সব সমস্যা একা সমাধান করতে পারবেন না তিনি। তোমাদের সাহায্য লাগবে তাঁর।'

'কিন্তু একটা ব্যাপার আমার মাথায় ঢুকছে না, মিস্টার বিবর। 'সাদা ডাইনি কি মানুষ না?'

'সে সবাইকে বোঝাতে চায় যে সে মানুষ,' বলল ছেলে বিবর। 'নিজেকে নার্নিয়ায় রানি হিসাবে ঘোষণা দিয়েছে সে। কিন্তু সে আসলে ঈভের মেয়ে নয়। সে হচ্ছে দৈত্য বংশের ডাইনি। একবিন্দু মানুষের রক্ত নেই তার শরীরে।'

'এ-জন্যই তার মধ্যে ভাল কিছু নেই, মিস্টার বিবর,' বলল মেয়ে বিবর।

'একদম ঠিক,' সায় জানাল ছেলে বিবর। 'মানুষ জাতির মোট দুটো আকার আছে। এই দুই জাতের মধ্যে কাকে কি নামে ডাকা হয় সেটা সবারই জানা।'

'বুঝতে পেরেছি,' বলল মেয়ে বিবর। 'তুমি বামন আর মানুষের কথা বলছ।'

'হ্যাঁ, ঠিক ধরেছ। বামনের সবকিছুই মানুষের মতো। কিন্তু আকারে ছোট বলে তাকে বামন বলে ডাকা হয়। সৃষ্টিকর্তা বিভিন্ন জাত অকারণে সৃষ্টি করেননি। মানুষের মতো দেখতে হলেও একজন বামন সব সময় বামনই। সব জাতেরই আলাদা আলাদা নাম আছে। তাকে সেই নামেই ডাকতে হয়। আরেকটা কথা বলি তোমাদের। ধরো, তোমার সঙ্গে এমন কারও দেখা হয়েছে যে মানুষ হতে চলেছে কিন্তু এখনও হয়নি। কিংবা এমন কিছু যেটা একসময় মানুষ ছিল কিন্তু এখন আর নেই বা এমন কেউ যার মানুষ হওয়াই উচিত কিন্তু এখনও হয়নি। কোনও মানুষ যদি এরকম কাউকে দেখে তাহলে সবার আগে নিজের কুড়ালটার কথাই মনে পড়বে তার। কেন? সেই অদ্ভুত জিনিসটাকে শায়েস্তা করার জন্য। এ-জন্যই সাদা ডাইনি নার্নিয়ার সব সময় মানুষের

BanglaBook.org

খোঁজে থাকে। গত কয়েক বছর ধরে মানুষ খুঁজছে সে। যদি জানতে পারে নার্নিয়ায় চারজন মানুষ এসেছে তাহলে ভয়ংকর হয়ে উঠবে সে।'

'কেন? তাকে শায়েস্তা করার কথা তো আমাদের। কারণ মানুষ না হয়েও সে নিজেকে মানুষ বলে দাবী করছে। আমাদের কথা শুনে তার তো ভয়ই পাওয়ার কথা,' বলল পিটার।

'আরে, ভয়ই তো পাবে!' বলল ছেলে বিবর। 'কেন ভয় পাবে জানো? তোমরা খুব সহজেই খতম করতে পারবে তাকে। অন্য কেউ এত সহজে খতম করতে পারবে না সাদা ডাইনিকে। নার্নিয়ার সমুদ্রতীরের কাছে কেয়ার প্যারাভেল নামে একটা দুর্গ আছে। সবকিছু যদি আগের মতো থাকত, তাহলে ওই জায়গাটাই হতো নার্নিয়ার রাজধানী। যাই হোক, অনেক আগে বলা হত কেয়ার প্যারাভেল দূর্গের কাছে চারটে সিংহাসন আছে। এ্যাডামের দুই ছেলে আর ঈভের দুই মেয়ে যদি ওই সিংহাসনগুলোয় বসে তাহলে সঙ্গে সঙ্গে সাদা ডাইনির পুরো এলাকা ধ্বংস হয়ে যাবে। তখন সাদা ডাইনিও আর বেঁচে থাকবে না। কিন্তু ওই সিংহাসনে অন্য কিছু বসলে হবে না। এ-জন্যই সাদা ডাইনি মানুষের ব্যাপারে সব সময় সতর্ক থাকে। নার্নিয়ার মানুষ আসা মানেই তার মৃত্যুঘণ্টা বেজে যাওয়া। নিজেকে বাঁচাবার জন্য সবকিছু করবে সাদা ডাইনি।'

সবাই এতক্ষণ মন্ত্রমুগ্ধের মতো শুনছিল ছেলে বিবরের কথা। তার শেষ কথাটা কিছুক্ষণ ঝুলে থাকল বাতাসে। এ-সময় হঠাৎ কথা বলে উঠল লুসি :

'আরে! ইডমাউন্ড কোথায়?'

কয়েক সেকেন্ড কেউ কোনও কথা বলতে পারল না ওরা, তারপর একের পর এক নানারকম প্রশ্ন করতে লাগল সবাই।

'সব শেষে কে দেখেছে ওকে?'

'কতক্ষণ ধরে এখানে নেই ও?'

'বাইরে গেছে নাকি?'

সবাই দৌড়ে বাইরে বেরিয়ে এল ওরা। বিবরের বাড়ির চারধারে ইডমাউন্ডকে খুঁজেতে শুরু করল। 'ইডমাউন্ড!' 'ইডমাউন্ড!' বলে চিৎকার করছে সবাই। কিন্তু কোনও সাড়া নেই ইডমাউন্ডের।

'এটা কি হলো? কেন হলো? আমি আগেই বলেছিলাম এখানে আসার দরকার নেই আমাদের,' কাঁদ কাঁদ গলায় বলল সুসান।

'কিছু একটা বলুন, মিস্টার বিবর। 'আমাদের এখন কি করা উচিত?' বলল পিটার।

'করা উচিত!' স্নো বুট পরতে পরতে বলল মিস্টার বিবর। 'করা উচিত! হ্যাঁ, করাই তো উচিত! আর এক মুহূর্ত সময় নষ্ট করা যাবে না।'

BanglaBook.org

'চার ভাগে ভাগ হয়ে খোঁজা শুরু করি আমরা,' বলল পিটার। 'চারটে দল চারদিকে চলে যাবে, তারপর ইডমাউন্ডকে পাওয়া গেলে এখানে ফিরে আসতে হবে।'

'খোঁজা শুরু করবে? কিন্তু কেন?'

'কেন মানে? ইডমাউন্ডকে খুঁজে বের করতে হবে না?' বলল পিটার, হতভম্বের মতো তাকিয়ে আছে ছেলে বিবরের দিকে।

'কিন্তু ওকে খোঁজার কোনও দরকার নেই,' বলল বিবর।

'মানে? কি বলতে চান আপনি?' জানতে চাইল সুসান। 'আমার মনে হয় এখনও খুব একটা দূরে যায়নি ইডমাউন্ড। ভালভাবে খুঁজলে ওকে ঠিকই পেয়ে যাব আমরা। খোঁজার দরকার নেই বলে আসলে কি বোঝাতে চাচ্ছেন আপনি?'

'আমি বোঝাতে চেয়েছি ওকে খুঁজে কোনও লাভ নেই,' বিমর্ষ হয়ে বলল ছেলে বিবর। 'আমরা তো জানি সে আসলে কোথায় গেছে।' বিবরের কথা শুনে ওরা তিনজন অবাক হয়ে তাকিয়ে আছে তার দিকে। 'এখনও বুঝতে পারছ না তোমরা? সাদা ডাইনির কাছে গেছে সে। আমাদের সবার সঙ্গে বেইমানি করেছে।'

'না, অসম্ভব!' চিৎকার করে উঠল সুসান। 'ইডমাউন্ড এরকম কাজ করতেই পারে না।'

'পারে না? ভাল করে চিন্তা করে দেখো। সত্যি সে এরকম কাজ করতে পারে না?' এই কথা বলে পিটার, সুসান আর লুসির দিকে কঠিন দৃষ্টিতে তাকাল ছেলে বিবর।

ওদের তিনজনের মনেই অনেক কথা এল, কিন্তু সেগুলো মুখে আনতে পারল কেউই। ভিতরে ভিতরে সবাই বুঝতে পারছে ইডমাউন্ড সাদা ডাইনির কাছেই গেছে।

'কিন্তু সে কি সাদা ডাইনির বাসা চেনে?' জানতে চাইল পিটার।

'আগে কখনও নার্নিয়ার একা এসেছিল সে?' জানতে চাইল বিবর।

'হ্যাঁ, এসেছিল,' বলল লুসি।

'এখানে এসে সে কি করেছে কিংবা কার সঙ্গে তার দেখা হয়েছে সে ব্যাপারে কাউকে কিছু বলেছে সে?' জানতে চাইল ছেলে বিবর।

'না,' এবারও জবাব দিল লুসি।

'যা আন্দাজ করেছিলাম তাই ঘটেছে,' গম্ভীরভাবে বলল ছেলে বিবর। 'এখানে আসার কথা তো সে বলবে না। বলার কোনও কারণও নেই। আমি বলছি তোমাদের। সাদা ডাইনির সঙ্গে দেখা হয়েছে তার। এখানেই শেষ নয়,

BanglaBook.org

প্রথমদিনই সাদা ডাইনির পক্ষ নিয়ে নিয়েছে সে। তাকে বাসার ঠিকানা দিতে দেরি করেনি সাদা ডাইনি। জানে একসময় একসময় না তার কাছে আসতে বাধ্য হবে ইডমাউন্ড। ব্যাপারটা আমি প্রথমেই আন্দাজ করতে পেরেছিলাম। কিন্তু যত যাই হোক, সে তোমাদের ভাই। তাই তোমাদেরকে জানাইনি। ইডমাউন্ডের চোখের দৃষ্টি দেখেই আমার সন্দেহ হয়। একমাত্র সাদা ডাইনির দেওয়া খাবার খেলে কারও চোখের দৃষ্টি ওরকম হতে পারে। নার্নিয়ায় অনেকদিন থাকলে তোমরাও এ-ব্যাপারে জানতে পারতে। সাদা ডাইনির ওই খাবার খেলে কারও চোখের দৃষ্টি স্বাভাবিক থাকে না।'

'এখন আপনার কথা ঠিক বলে মনে হচ্ছে, মিস্টার বিবর,' বলল পিটার। 'কিন্তু যত যাই হোক, সে আমার ভাই। তাকে সঠিক পথে নিয়ে আসতেই হবে আমাদের। জানি খুব খারাপ একটা কাজ করেছে সে। কিন্তু সে তো আসলে একটা বাচ্চা ছেলে।'

'কোথায় যেতে চাচ্ছো তুমি, এ্যাডামের ছেলে? সাদা ডাইনির বাসায়? পেলে তোমাদের কাউকে আস্ত রাখবে সে? বাঁচার একমাত্র উপায় হচ্ছে যতক্ষণ সম্ভব তার কাছ থেকে দূরে থাকতে হবে তোমাদের। সাদা ডাইনির একটাই কাজ। যখন থেকে শুনেছে নার্নিয়া মানুষের পা পড়েছে তখন থেকে তোমাদের চারজনকে একসঙ্গে পাওয়ার জন্য মরিয়া হয়ে আছে সে। তোমাদের চারজনকে একসঙ্গে পেলে আর কোনও চিন্তা নেই তার। একবার বাসার ভিতর ঢোকাতে পারলে হয়। সঙ্গে সঙ্গে তোমাদের সবাইকে পাথর বানিয়ে ফেলবে, কথা বলার সময় পর্যন্ত দেবে না। তবে তোমাদের ভাইকে কিছু করবে না সাদা ডাইনি। কারণ তাকে টোপ হিসাবে ব্যবহার করবে সে। তাকে দিয়ে আরও অনেক মানুষকে নার্নিয়া আনবে। তাদের সবাইকে পাথর বানিয়ে রাখবে সাদা ডাইনি।'

'এমন কেউ নেই যে সাহায্য করতে পারে আমাদের?' প্রায় কঁকিয়ে উঠল লুসি।

'পারে! একজন পারে!' বলল ছেলে বিবর। 'আর তিনি হচ্ছেন আসলান। 'যত দ্রুত সম্ভব তাঁর সঙ্গে দেখা করতে হবে আমাদের। সে ছাড়া আর কেউ উদ্ধার করতে পারবে না তোমাদের ভাইকে।'

'সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার কি জানো?' বলল বিবর। 'তোমার ভাই আমার বাসা থেকে ঠিক কখন বের হয়েছে? কারণ আমি নিশ্চিত যে সাদা ডাইনির কাছেই গেছে ও। এখন প্রশ্ন হচ্ছে আমাদের কি কি কথা শুনেছে সে। কিছুক্ষণ আগেই তোমাদের আমি জানিয়েছে যে আসলান এখন নার্নিয়াতেই আছেন। তোমাদের ভাই যদি কথাটা শোনার আগেই বেরিয়ে থাকে তাহলে

BanglaBook.org

আমাদের ভয়ের কিছু নেই। কারণ সাদা ডাইনি জানে না যে আসলান এখন নার্নিয়ায় আছে। আমরা যে আসলানের সঙ্গে দেখা করার পরিকল্পনা করছি সে ব্যাপারেও কিছু জানতে পারবে না সে।'

'আসলানের কথা বলার সময় ইডমাউন্ড আমাদের সঙ্গে ছিল কিনা সেটা মনে পড়ছে না আমার,' বলল পিটার। আরও কিছু বলতে চাইছিল ও, কিন্তু এ-সময় তাকে বাধা দিল লুসি।

'হ্যাঁ, ইডমাউন্ড তখন আমাদের সঙ্গে ছিল,' বলল লুসি। 'কেন তোমাদের মনে নেই মিস্টার বিবরকে একটা প্রশ্নও করেছিল ও, জানতে চেয়েছিল সাদা ডাইনি আসলানকে পাথর বানাতে পারবে কিনা।'

'তাই তো!' বলল পিটার। 'ইডমাউন্ড তো একটা প্রশ্ন করেছিল। আসলান মিস্টার বিবরের কথা না বললে এই প্রশ্ন করত না ও।'

'খারাপ! খুব খারাপ!' বলল বিবর। 'স্টোন টেবিলে আসলানের সঙ্গে তোমাদের দেখা করার কথা বলেছিলাম আমি। এই কথাও কি শুনেছে?'

তিনজনের কেউই এই প্রশ্নের উত্তর দিতে পারল না।

'ঠিক আছে,' বলল ছেলে বিবর। 'ধরে নিলাম জায়গাটার নাম শুনেছে সে। তোমাদেরকে সত্যি কথাটাই জানাব আমি। এখন আসলানের সঙ্গে দেখা করলে তোমরা নিজেরাই নিজেদের বিপদ ডেকে আনবে। স্টোন টেবিল পর্যন্ত পৌঁছতেই পারব না আমরা। তার আগেই আমাদেরকে ধরে ফেলবে সাদা ডাইনি। আর কোনদিন আসলানের সঙ্গে দেখা করতে পারবে না তোমরা।'

'না, সে এরকম কিছু করবে না,' বলল মেয়ে বিবর। 'আমি ভাল করেই চিনি তাকে। কোনও সন্দেহ নেই যে তোমাদের ভাই তাকে জানাবে যে আমরা সবাই এখানে আছি। সবার আগে আমাদেরকে ধরার চেষ্টা করবে সে এবং সেটা আজ রাতেই। ধরে নিচ্ছি তোমাদের ভাই ঠিক আধঘণ্টা আগে এখান থেকে বেরিয়েছে। সে অনুযায়ী আমাদের হাতে আর সময় আছে খুব বেশি হলে বিশ মিনিট। আমার ধারণা এরমধ্যেই সাদা ডাইনি এখানে এসে হাজির হবে।'

'ঠিক বলেছেন আপনি, মিসেস বিবর,' বলল ছেলে বিবর। 'এখান থেকে বের হতে হবে আমাদের–যত দ্রুত সম্ভব। এক মুহূর্ত সময় নষ্ট করা যাবে না।'

BanglaBook.org

ডাইনির বাসা

তোমাদের নিশ্চয়ই জানতে ইচ্ছে করছে ইডমাউন্ডের কি হলো। বিবরের বাসায় ডিনার খেলেও তাতে খুশি হতে পারেনি ইডমাউন্ড। নার্নিয়ার আসার পর থেকে সারাক্ষণ শুধু সাদা ডাইনির দেওয়া সেই মিষ্টি কথাই ভেবেছে। বিবরের বাসায় ও যা খেয়েছে সেটার সঙ্গে ওই মিষ্টির কোনও তুলনাই চলে না। বিবরের খাবার হচ্ছে সাধারণ। কিন্তু সাদা ডাইনির ওই মিষ্টি কোনও সাধারণ খাবার না। ওটা আসলে একটা জাদুর খাবার। একবার খেলে বারবার খেতে ইচ্ছে করে। সাদা ডাইনির ব্যাপারে আলোচনা করার সময় একটুও ভাল লাগছিল না ইডমাউন্ডের। মনে অনেক কথা এলেও সেটা বলতে পারছিল না ও। ভাবছিল কেউ না কেউ ধমক দিয়ে চুপ করিয়ে দেবে ওকে। তবে ভাল না লাগলেও ছেলে বিবরের কথা মনোযোগ দিয়ে শুনছিল ইডমাউন্ড। আসলানের কথা শোনার পর আরও মনোযোগী হয়ে উঠে সে। আসলানের সঙ্গে কোথায় দেখা করতে হবে সেটার শোনার পর আর অপেক্ষা করতে চাইল না ইডমাউন্ড। কৌশলে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল। এখানে আরেকটা কথা তোমাদেরকে জানানো দরকার। আসলানের নাম শোনার সঙ্গে সঙ্গে অদ্ভুত এক ভাল লাগার অনুভূতি হয়েছিল পিটার, সুসান আর লুসির। কিন্তু সম্পূর্ণ বিপরীত অনুভূতি হয়েছে ইডমাউন্ডের। নামটা শোনার সঙ্গে সঙ্গে কেমন যেন একটা ভয়ের অনুভূতি হয়েছে ওর।

তবে সাদা ডাইনির আসল পরিচয় সম্পর্কে কিছু জানতে পারেনি ইডমাউন্ড। ছেলে বিবর যখন সাদা ডাইনির পরিচয় দিচ্ছিল তখন দরজা দিয়ে বাইরে চলে যায় ইডমাউন্ড।

নিজের ভাইবোনকে পাথর বানিয়ে রাখা হবে–একথা জানার পরও সাদা ডাইনির বাসায় যাচ্ছে ইডমাউন্ড। তোমরা নিশ্চয়ই ইডমাউন্ডকে খুব খারাপ ভাবছ। কিন্তু আসলে অতোটা খারাপ না ও। মিষ্টি খাওয়ার নেশায় আর প্রিন্স হওয়ার আশায় সাদা ডাইনির সঙ্গে হাত মেলাচ্ছে ও। শুধু প্রিন্স না, সাদা ডাইনি ওকে বলেছে যে একসময় তাকে রাজাও বানানো হবে। নার্নিয়ার রাজা হয়ে পিটারকে শাস্তি দিতে চায় ইডমাউন্ড।

BanglaBook.org

সাদা ডাইনির কাছ থেকে খুব ভাল ব্যবহার পেয়েছে ইডমাউন্ড। যেভাবেই হোক, ইডমাউন্ড নিজেকে বুঝিয়েছে যে সাদা ডাইনি ওর ভাইবোনদের কোনও ক্ষতি করবে না। তবে সাদা ডাইনি ওদের তিনজনের সঙ্গে ভাল ব্যবহার করলে সেটা মেনে নিতে পারবে না ইডমাউন্ড। কারণ ও চায় না সাদা ডাইনি পিটার, লুসি আর সুসানকে ওর মতো গুরত্ব দিক। সাদা ডাইনি ওর ভাইবোনদের কোনও ক্ষতি করবে না–ইডমাউন্ডের এরকম ভাবার পিছনেও অদ্ভুত যুক্তি আছে। মনে মনে ইডমাউন্ড ভেবেছে, 'সাদা ডাইনি সম্পর্কে যারা খারাপ কথা বলেছে তাদের সবাই তো আসলে তার শত্রু। কাজেই তাদের কথা অর্ধেকের বেশি বিশ্বাস করা যায় না। আমার সঙ্গে তো খুব ভাল ব্যবহার করেছে সে। পিটার, সুসান আর লুসি তো আমাকে দামই দিতে চায় না। আমার মনে হয় নার্নিয়ার রানি হওয়ার যথেষ্ট যোগ্যতা আছে তার। অন্তত ভয়ংকর সিংহ আসলানের চাইতে সে অনেক নিরাপদ আর ভাল।'

এভাবেই অদ্ভুত অজুহাত দিয়ে নিজের মনকে বোঝাল ইডমাউন্ড। কিন্তু ইডমাউন্ড নিজেও জানে সাদা ডাইনি ভাল না। তার সঙ্গে হাত মেলালে কখনও ভাল কিছু হতে পারে না। এ-কথা বোঝার পরও সাদা ডাইনির সঙ্গে হাত মেলাতে যাচ্ছে ও। কারণ মিষ্টি খাওয়ার লোভ আর রাজা হওয়ার নেশা ওকে পুরোপুরি পেয়ে বসেছে।

যাই হোক, বিবরের বাসা থেকে বের হলো ইডমাউন্ড। বাইরে খুব তুষার পড়ছে। কিন্তু সঙ্গে কোট আনতে ভুলে গেছে ও। এখন আর ফিরে যাওয়ার প্রশ্নই আসে না। হঠাৎ ইডমাউন্ড খেয়াল করল দিনের আলো প্রায় ফুরিয়ে এসেছে। ঠিক তিনটের সময় বিবরের বাসায় ডিনার খেতে বসেছিল ওরা। তারপর থেকে খুব একটা সময় যায়নি। কিন্তু শীতকালে দিন ছোট হওয়ায় এরইমধ্যে ঘনিয়ে এসেছে সন্ধ্যা। ব্যাপারটা আগে মনে পড়েনি ইডমাউন্ডের। যে করেই হোক, সাদা ডাইনির বাসায় ও যাবেই। কাজেই সেঁতুর ওপর দিয়ে আবার হাঁটা ধরল ইডমাউন্ড। তবে তার আগে ঠাণ্ডার হাত থেকে বাঁচার জন্য শার্টের কলার উঁচু করে দিয়েছে। ইডমাউন্ডের ভাগ্যই বলতে হবে যে তুষার পড়লেও বাঁধের ওপরটা এখনও সেরকম পিচ্ছিল হয়ে যায়নি।

যাই হোক, বেশ কিছুক্ষণ বাঁধের ওপর দিয়ে হাঁটল ইডমাউন্ড। তারপর একসময় চলে এল একেবারে শেষ প্রান্তে। দিনের আলো পুরোপুরি ফুরিয়ে গেছে। তার সঙ্গে আবার যোগ হয়েছে অনবরত তুষারপাত। অবস্থা এমন দাঁড়িয়েছে যে সামনে তিন ফুটের বেশি দেখতে পাচ্ছে না ইডমাউন্ড। সবচেয়ে বড় সমস্যা হচ্ছে পুরো নার্নিয়া কোনও রাস্তা নেই। হাঁটার সময় এখন প্রতি মুহূর্তে হোঁচট খাচ্ছে ইডমাউন্ড। তুষার পড়ায় জমাট বাঁধা বরফে বড় বড় গর্ত

BanglaBook.org

সৃষ্টি হয়েছে। কিছুক্ষণ পর পরই সেখানে পা আটকে যাচ্ছে ইডমাউন্ডের। হোঁচট খেয়ে পড়ে যাচ্ছে গাছের গুড়ির ওপর। ধরার কিছু না পাওয়ায় পড়ে যাওয়ার পর ঢালু বাঁধের ওপর দিয়ে গড়িয়ে যাচ্ছে। পাথরের সঙ্গে বাড়ি খেয়ে হাত-পায়ের অনেক জায়গা কেটে যাচ্ছে ইডমাউন্ডের। কিন্তু তারপরও অনেক কষ্টে উঠে আবার হাঁটছে ও। এরকম নীরব, অন্ধকার জায়গায় একা একা হাঁটার যে কি যন্ত্রণা সেটা হাড়ে হাড়ে টের পাচ্ছে ইডমাউন্ড। ভয়ে ওর কলজে শুকিয়ে যাচ্ছে। সবকিছু ভুলে আবার বিবরের বাসায় ফিরে যেতে পারত ইডমাউন্ড। ভাইবোনদের কাছে ক্ষমা চেয়ে সবকিছু স্বাভাবিক করতে পারত। কিন্তু অন্য এক চিন্তা এসে পড়ায় সেরকম কোনও আবেগ কাজ করল না ইডমাউন্ডের ভিতরে। সহ্যের শেষ সীমায় পৌঁছাবার পর মনে মনে ইডমাউন্ড ভাবল, 'নার্নিয়ার রাজা হওয়ার পর সবার আগে একটা ভাল রাস্তা বানাব আমি।' এরপর মনের অজান্তেই রাজা হওয়ার চিন্তায় বিভোর হয়ে থাকল ইডমাউন্ড। রাজা হলে কি কি করবে সে ব্যাপারে রীতিমতো হিসাব-নিকাশ শুরু করে দিল। কি ধরনের সিংহাসনে বসবে, কটা গাড়ি থাকবে ওর, কটা ব্যক্তিগত সিনেমা থিয়েটার বানাবে, মূল মূল রেলওয়ে কোথায় কোথায় বানাবে, কি ধরণের আইন করবে–এসব নিয়ে ভাবতে লাগল ইডমাউন্ড। সিদ্ধান্ত নিল বিবরদের জন্য বিশেষ আইন করবে সে। আর বলাই বাহুল্য, সেই আইনের পুরোটাই হবে বিবরদের বিরুদ্ধে। এমনকি বাঁধ বানানোটাও বেআইনি বলে ঘোষণা করবে। সবশেষে পিটারকে কীভাবে শায়েস্তা করবে সে ব্যাপারেও কিছুক্ষণ ভাবল ইডমাউন্ড। এই চিন্তা কষ্টের কথা ভুলিয়ে দিল ওকে। দ্বিগুন উৎসাহে সামনে পা বাড়াতে লাগল ইডমাউন্ড।

হঠাৎ করেই বদলে গেল পুরো আবহাওয়া। প্রথমে কমতে শুরু করল তুষারপাত। তারপর একসময় বন্ধই হয়ে গেল। কিছুক্ষণ পর কোত্থেকে কে জানে এক ঝলক বাতাস এল। বরফের মতো ঠাণ্ডা সেই বাতাস। ঠাণ্ডায় কঁকিয়ে উঠল ইডমাউন্ড। কিন্তু কিছুক্ষণ পরই আকাশে জমে থাকা মেঘগুলো সরে যাওয়ায় চাঁদ বেরিয়ে এল। আকাশের দিকে তাকাল ইডমাউন্ড। বিশাল এক চাঁদ দেখতে পেল। নীচে তুষারের ওপর চাঁদের আলো পড়ায় সবকিছু দিনের মতো পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছে ইডমাউন্ড। একমাত্র ছায়াগুলো দেখে কেমন যেন অস্বস্তি হতে লাগল ওর।

তোমাদেরকে আগেই বলেছি বিবরের বাসার পাশে বিশাল এক নদী আছে। নদীর ধারে একটা বাঁধ তৈরি করেছে বিবর। এতক্ষণ সেই বাঁধের ওপর দিয়েই হেঁটেছে ইডমাউন্ড। বিশাল নদীটা গিয়ে মিশেছে ছোট একটা নদীর সঙ্গে। এতক্ষণ হেঁটে সেই ছোট নদীটার কাছে পৌঁছে গেছে ইডমাউন্ড,

BanglaBook.org

তবে চাঁদের আলো না থাকলে এই পর্যন্ত আসতে পারত না ও।

যাই হোক, ইডমাউন্ড সিদ্ধান্ত নিল এই নদী বরাবর সামনে যাবে। হাঁটতে শুরু করল ও। কিন্তু কিছুক্ষণ পরই বুঝতে পারল এই রাস্তা আগেরটার চেয়ে অনেক খারাপ–ছোট ছোট পাথর আর ঝোপ–ঝাড়ে ভরা। কয়েক মিনিট হাঁটার পর ক্লান্ত হয়ে একটা ঝোপের পাশে বসে পড়ল ইডমাউন্ড। প্রচণ্ড রাগে মুণ্ডুপাত করছে পিটারের, যেন ওর এই অবস্থার জন্য পিটারই দায়ী।

যাই হোক, অনেক কষ্টে আরও কিছুক্ষণ হাঁটল ইডমাউন্ড। হঠাৎ কি মনে করে মুখ তুলে তাকাল। আনন্দে নেচে উঠল ওর মন। ছোট্ট দুটো পাহাড় দেখতে পাচ্ছে ও। মনে পড়ল সাদা ডাইনি তাকে বলেছিল ওই দুই পাহাড়ের ঠিক মাঝখানেই তার বাড়ি। আরও মিনিট পাঁচেক হাঁটার পর সাদা ডাইনির বাড়িটা দেখতে পেল ইডমাউন্ড। ইতিমধ্যে আরও উজ্জ্বল হয়েছে চাঁদের আলো। সেই আলোয় পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে সাদা ডাইনির বাড়ি। একটা দুর্গের আদলে তৈরি করা হয়েছে বাড়িটা। দেখে মনে হচ্ছে যেন অনেকগুলো টাওয়ার মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে আছে। সবগুলো টাওয়ারের মাথায় গির্জার মতো চূড়া আছে–প্রায় সূচের মতো তীক্ষ্ণ। চাঁদের আলো লেগে চকচক করছে ওগুলোর চূড়া। নিচে তুষারের ওপর বিশাল ছায়াগুলো কেমন যেন ভৌতিক বলে মনে হলো ইডমাউন্ডের কাছে। ভয় লাগছে ইডমাউন্ডের।

কিন্তু ইডমাউন্ড জানে এখন ফিরে যাওয়ার চিন্তা করা হাস্যকর। যতই ভয় লাগুক না কেন, এত কষ্ট করে এই পর্যন্ত আসার পর ফিরে যাওয়ার প্রশ্নই আসে না। তাছাড়া বিবরের বাসায় গিয়ে কি জবাব দেবে ইডমাউন্ড। কার সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছিল সেটা যেমন বলতে পারবে না, তেমনি লুকিয়েও রাখতে পারবে না। কাজেই সাদা ডাইনির বাসায় ঢোকা ছাড়া আর কোনও উপায় নেই ইডমাউন্ডের।

আবার হাঁটতে শুরু করল ও। আশপাশে কোথাও কোনও শব্দ নেই। এমনকি ঘন তুষার পড়ায় ইডমাউন্ড হাঁটার সময়ও কোনও শব্দ হচ্ছে।

যাই হোক, আবার হাঁটা শুরু করল ইডমাউন্ড। দুর্গের দরজার খোঁজে একের পর এক বাঁক পার হয়ে যাচ্ছে। আরও কিছুক্ষণ এভাবে কাটার পর হঠাৎ বিশালাকৃতির একটা খিলান দেখতে পেল ইডমাউন্ড। পুরু লোহা দিয়ে বানানো হয়েছে খিলানটা। ইডমাউন্ড ভেবেছিল খিলানের পাশে হয়ত কোনও কলিংবেল থাকবে। কিন্তু নেই। অবশ্য তাতে ভিতরে ঢুকতে কোনও সমস্যা হবে না ইডমাউন্ডের। কারণ খিলানটা খোলা আছে।

ভয়ে ভয়ে ভিতরে ঢুকল ইডমাউন্ড। সামনে একটা উঠান দেখা যাচ্ছে। এরপর ইডমাউন্ড যা দেখল তাতে পিলে চমকে উঠল ওর। খিলানের সামনে,

BanglaBook.org

উঠানে–বিশালাকৃতির একটা সিংহ দেখা যাচ্ছে। চাঁদের আলো লেগে চকচক করছে ওটার শরীর। দেখে মনে হচ্ছে লাফ দিয়ে ইডমাউন্ড ধরার জন্য তৈরি হয়ে আছে ওটা। খিলানের ছায়ায় অনড় দাঁড়িয়ে থাকল ইডমাউন্ড। না পারছে সামনে যেত, না পারছে পিছিয়ে আসতে, পা দুটো কাঁপছে থরথর করে। এভাবে অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকল ইডমাউন্ড।

হঠাৎ একটা প্রশ্ন এল ইডমাউন্ডের মাথায়। সিংহটা একচুলও নড়ছে না কেন? দেখার পর থেকে এখন পর্যন্ত–স্থির দাঁড়িয়ে আছে ওটা। সাহস করে আরেকটু সামনে গেল ইডমাউন্ড। তবে খিলানের ছায়ার বাইরে যাচ্ছে না। এবার ইডমাউন্ড বুঝতে পারল সিংহটা আসলে ওর দিকে তাকিয়ে নেই। তাকিয়ে আছে একটা বামনের দিকে। বামনটা সিংহের পাশে, প্রায় চার ফুট দূরে দাঁড়িয়ে আছে। এবার স্বস্তির একটা নিশ্বাস ফেলল ইডমাউন্ড। মনে মনে ভাবছে, 'সিংহটা যখন বামনকে আক্রমণ করতে ব্যস্ত থাকবে ঠিক তখন ভিতরে ঢুকে পড়ব আমি।' আবার খিলানের ছায়ার দিকে তাকাল ইডমাউন্ড। কোনও ভাবেই এই ছায়া থেকে বের হবে না। এভাবে আরও কিছুক্ষণ কেটে গেল। সিংহ কিংবা বামন–দুজনের কেউই একচুল নড়ছে না। এবার ভ্রূ জোড়া কুঁচকে উঠল ইডমাউন্ডের। ভাবল আক্রমণ করতে চাইলে তো এত দেরি করার কথা না। সিংহটা বামনের ওপর ঝাপিয়ে পড়লেই তো পারে। তাছাড়া বামনটাই বা কেমন! সিংহর হাত থেকে বাঁচতে পারুক আর নাই পারুক, অন্তত বাঁচার চেষ্টা তো করবে। সেই তখন থেকে স্থির দাঁড়িয়ে আছে। হঠাৎ বিদুৎচমকের মতো একটা কথা মনে পড়ে গেল ইডমাউন্ডের। মিস্টার বিবর বলেছিলেন সাদা ডাইনি যে কাউকে পাথর বানিয়ে রাখতে পারে। 'দূর, খামাখা এতক্ষণ ভয়ে আধমরা হয়েছিলাম। ওটা তো একটা পাথরের সিংহ,' মনে মনে ভাবল ইডমাউন্ড। ভয়ে এতক্ষণ সিংহটার দিকে ভালভাবে তাকায়নি ইডমাউন্ড, এবার তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে সিংহটার ওপর নজর বোলাল ও। দেখল সিংহটার মাথা আর পিছন দিকটা পুরোপুরি ঢাকা পড়ে আছে তুষারে। 'আর কোনও সন্দেহ নেই। ওটা একটা মূর্তি। জীবন্ত কোনও পশু নিশ্চয়ই তুষারে ঢাকা পড়তে চাইবে না,' মনে মনে ভাবল ইডমাউন্ড।

এবার সিংহটার সামনে এগোতে শুরু করল ইডমাউন্ড। যতই বুঝুক ওটা একটা মূর্তি, তারপরও বুকটা ধক্ ধক্ করছে ওর। যাই হোক, অনেক সময় নিয়ে সিংহটার কাছে যেতে পারল ইডমাউন্ড। ইচ্ছে হচ্ছে ছুঁয়ে দেখে। কিন্তু সাহস পাচ্ছে না। নিজের সঙ্গে রীতিমতো যুদ্ধ করল ইডমাউন্ড, তারপর হাত বাড়াল সিংহটার দিকে। একবার ছুঁয়েই হাতটা সরিয়ে নিল। তারপর আপন মনে হেসে উঠল। এতক্ষণ পাথরের তৈরি একটা সিংহকে ভয় পেয়েছে সে।

BanglaBook.org

যাই হোক, হাঁপ ছেড়ে বাঁচল ইডমাউন্ড। এতক্ষণ ভয়ে প্রায় আধমরা হয়েছিল সে। দুর্গের ভিতরে ঠাণ্ডা হলেও ভয় দূর হয়ে যাওয়ায় মুহূর্তের মধ্যে গরম হয়ে গেল ইডমাউন্ডের শরীর। একই সঙ্গে অদ্ভুত এক চিন্তা খেল গেল ওর মাথায়। ভাবল, 'সিংহটা সেই আসলান না তো!' নিশ্চয়ই তাই! সাদা ডাইনি আগেই আসলানের খবর পেয়েছে। তারপর পাথর বানিয়েছে তাকে। আসলানের সাহায্য নিয়ে ওরা যা যা করবে বলে ভেবেছিল তার কিছুই হবে না। আসলান এখন একটা পাথরের মূর্তি ছাড়া আর কিছুই না। তাকে আর ভয় পাবে কে?'

সিংহটার দিকে তাকিয়ে মুচকি মুচকি হাসছে ইডমাউন্ড, ব্যঙ্গ করছে তাকে। হঠাৎ একটা বুদ্ধি খেলে গেল ইডমাউন্ডের মাথায়। পকেট থেকে একটা পেন্সিল বের করল ও, তারপর সিংহের ঠোঁটের ওপরে একটা গোঁফ এঁকে দিল। এখানেই ক্ষান্ত হলো না ইডমাউন্ড। এবার সিংহের চোখের ওপর একটা চশমাও আঁকল, তারপর বলল, 'মূর্খ, বুড়ো আসলান! পাথর হয়ে থাকতে কেমন লাগছে তোমার?' নিজেকে তো খুব শক্তিশালী বলে ভাবতে তুমি, তাই না?'

যতই আঁকিবুকি করুক না কেন, ভয়ংকর, তেজী আর শক্তিশালী ভাবটা এখনও সিংহের চেহারা থেকে মুছে যায়নি। জানে ওটা একটা নিশ্চল মূর্তি ছাড়া আর কিছু না, তারপরও খুব বেশিক্ষণ সিংহটার দিকে তাকিয়ে থাকতে পারল না ইডমাউন্ড। সিংহটাকে পাশ কাটাল ও, তারপর হেঁটে পার হতে লাগল উঠান।

বিশাল উঠানের মাত্র অর্ধেকটা পার হয়েছে ইডমাউন্ড, এ-সময় থমকে দাঁড়াতে বাধ্য হলো ও। চোখের সামনে কমপক্ষে এক ডজন মূর্তি দেখতে পাচ্ছে। অর্ধেক খেলা হবার পর দাবা বোর্ডের ঘুঁটিগুলো যেমন ছড়িয়ে-ছিটিয়ে থাকে, ঠিক তেমন ছড়িয়ে-ছিটিয়ে আছে সাদা মূর্তিগুলো। সবগুলো মূর্তিই বিভিন্ন পশু-পাখির। এক কোণে একটা বনদেবতার মূর্তি দেখতে পেল ইডমাউন্ড। নেকড়েও আছে বেশ কয়েকটা। শিয়াল, ভল্লুক আর বিড়ালও বাদ পড়েনি। দেখতে দেখতে হঠাৎ এক জায়গায় চোখ আটকে গেল ইডমাউন্ডের। মানুষের মতো দেখতে কয়েকটা মূর্তি দেখতে পাচ্ছে। সামনে গিয়ে দেখতে পেল ওগুলো আসলে মানুষের মূর্তি না। দেখতে অনেকটা নারীমূর্তির মতো হলেও ওগুলো আসলে বিভিন্ন গাছের আত্মা। আরও চমক অপেক্ষা করছিল ইডমাউন্ডের জন্য। হঠাৎ অদ্ভুত কিছু মূর্তি দেখতে পেল ও। শরীরের অর্ধেক ঘোড়ার মতো আর বাকি অংশ ঠিক একটা মানুষের মতো—এরকম বিশাল একটা মূর্তি দেখে হতভম্ব হয়ে গেল ইডমাউন্ড। পাশেই রয়েছে একটা ঘোড়ার

BanglaBook.org

মূর্তি–বিশাল ডানাওলা। ক্ষণে ক্ষণে অবাক হয়ে যাচ্ছে ইডমাউন্ড। অদ্ভুত আকারের বেশ কয়েকটা মূর্তি দেখতে পাচ্ছে। ঠিক ধরতে পারছে না ওগুলো আসলে কি। তবে আন্দাজ করল ড্রাগন। অদ্ভুত ব্যাপার হচ্ছে, জীবগুলো একেবারে জীবন্ত বলে মনে হচ্ছে, যেন কোনও এক জাদুর কাঠি দিয়ে পশুগুলোকে মূর্তি বানিয়ে রাখা হয়েছে। কাঠি ছোঁয়ালেই আবার জীবন্ত হয়ে উঠবে সব।

যাই হোক, আবার হাঁটা শুরু করল ইডমাউন্ড। কিন্তু কিছুদূর যাওয়ার পর আবার থামতে বাধ্য হলো। বিশাল এক মূর্তি দাঁড়িয়ে আছে সামনে। দেখতে হুবহু মানুষের মতো হলেও উচ্চতায় একটা গাছের সমান। চেহারটা ভয়ংকর আর মুখভর্তি সাদা দাড়ি। ডান হাতে দেখা যাচ্ছে বিশাল এক মুগুর। জানে পাথরের এক মূর্তি ছাড়া আর কিছুই নয় ওটা, তারপর মূর্তিটাকে পাশ কাটিয়ে যাওয়ার সাহস পাচ্ছে না ইডমাউন্ড।

উঠানের চারপাশে তাকাতে শেষ প্রান্তে হালকা একটা আলো দেখতে পেল ইডমাউন্ড। আলোটা আসছে একটা দরজা দিয়ে। ত্রস্ত পায়ে সেদিকে এগিয়ে গেল ইডমাউন্ড। দরজাটা পার হতেই পাথরের তৈরি কিছু সিঁড়ি দেখতে পেল। খোলা আরেকটা দরজার দিকে উঠে গেছে সিঁড়িগুলো। আবার ভয়ের একটা ঠাণ্ডা স্রোত বয়ে গেল ইডমাউন্ডের শরীরে। দরজার পাশেই বিশালকায় এক নেকড়ে বসে আছে, জানে সবগুলোর মতো ওটাও একটা মূর্তি, তারপরও নিজেকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারছে না। ভয়ে ওর আত্মা খাঁচা ছাড়া হবার যোগাড়।

'ঠিক আছে, সব ঠিক আছে,' মনে মনে ভাবল ইডমাউন্ড। 'ওটা পাথরের একটা মূর্তি ছাড়া আর কিছুই নয়। আমার ওপর আক্রমণ তো দূরের কথা। সামান্য নড়াচড়াও ক্ষমতা নেই ওটার।'

যাই হোক, সাহস সঞ্চয় করে সিঁড়িতে পা রাখল ইডমাউন্ড। কিন্তু পিলে চমকে উঠল ওর, সিঁড়িতে পা দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে উঠে দাঁড়াল নেকড়েটা। বিশাল লাল মুখটা হা করে কথা বলে উঠল

'কে ওখানে? কে ওখানে? যেই হও তুমি। স্থির দাঁড়িয়ে থাকো। তারপর নিজের পরিচয় দাও।'

ইডমাউন্ডের মনে হলো ও জ্ঞান হারিয়ে পড়ে যাবে। তবে এটাও বুঝতে পারছে কথার জবাব না দিলে ওর ওপর আক্রমণ করতে দেরি করবে না ভয়ংকর নেকড়েটা।

'আমি আসলে, স্যার,' কোনও রকমে এটুক বলতে পারল ইডমাউন্ড? পুরো শরীরে কাঁপুনি ধরে গেছে। একবার মনে হলো আর কোনও কথা বলতে

BanglaBook.org

পারবে না সে। কিন্তু নিজের ওপর জোর খাটিয়ে আবার মুখ খুলল ও। 'আমি... আমার নাম ইডমাউন্ড। এ্যাডামের ছেলে আমি। নার্নিয়ার রানির সঙ্গে জঙ্গলে দেখা হয়েছিল আমার। তাঁকে আমি একটা কথা জানাতে চাই। আমার ভাইবোনদের দেখতে চেয়েছিলেন তিনি। আজকে তাদেরকে নিয়ে এসেছি। মিস্টার বিবরের বাসায় আছে ওরা।'

'ঠিক আছে,' বলল নেকড়ে, তার গলার গুরু-গম্ভীর আওয়াজে পুরো দুর্গ যেন কেঁপে উঠছে। কথা তো বলছে না যেন গর্জন করছে। 'আমি মহামান্য রানিকে তোমার কথা বলতে যাচ্ছি। কিন্তু সাবধান! নিজের জীবনের মায়া থাকলে এখান থেকে একচুল নড়বে না তুমি,' বলে চলে ভিতরে চলে গেল নেকড়ে।

কিছুক্ষণ পর ফিরে এল নেকড়েটা। 'ঠিক আছে। তোমার সঙ্গে দেখা করতে চেয়েছেন মহামান্য রানি,' বলেই হাঁটা ধরল। নেকড়েটার নাম মিউগ্রিম। সাদা ডাইনির হয়ে কাজ করে সে। তাকে নার্নিয়ার পুলিশ চিফ বানিয়েছে সাদা ডাইনি।

যাই হোক, নেকড়ের পিছু নিয়ে অন্ধকার একটা হলে ঢুকল ইডমাউন্ড। অসংখ্য পিলার আর মূর্তি দেখতে পাচ্ছে। দরজার ঠিক পাশে রাখা হয়েছে একটা বনদেবতার মূর্তি। মূর্তিটার দিকে ভালভাবে তাকাল ইডমাউন্ড। দেখেই বোঝা যাচ্ছে সে খুব দুঃখী বনদেবতা। ইডমাউন্ডের মনে হলে লুসি হয়ত এই বনদেবতার কথাই বলেছিল তাকে। হলের শেষ মাথায় একটা ল্যাম্প দেখতে পেল ইডমাউন্ড। পুরো হলে আর কোনও আলো নেই। ল্যাম্পটার পিছনেই রাজকীয় সিংহাসনে বসে আছে সাদা ডাইনি।

'আমি এসেছি, মহামান্য রানি,' বলল ইডমাউন্ড।

'তুমি কীভাবে একা আসার সাহস পেলে?' বলল সাদা ডাইনি। 'ভাইবোনদের সঙ্গে করে আননি কেন?'

'দয়া করুণ, মহামান্য রানি,' বলল ইডমাউন্ড। 'ওদেরকে এখানে আনার জন্য আমি অনেক চেষ্টা করেছি। কিন্তু ওরা আসল না। তবে নার্নিয়া ওদেরকে ঠিকই এনেছি আমি। এখান থেকে খুব একটা দূরে নয়–মিস্টার বিবরের বাসায় আছে ওরা।'

ইডমাউন্ডের কথা শুনে নিষ্ঠুর হাসি ফুটল সাদা ডাইনির মুখে।

'এটাই তোমার শেষ খবর? নাকি আরও কিছু বলার আছে তোমার?' জানতে চাইল সাদা ডাইনি।

'না, মহামান্য রানি,' বলল ইডমাউন্ড। 'আমার আরও অনেক কিছু বলার আছে,' এই বলে বিবরের বাসায় কি কি আলোচনা হয়েছে সে ব্যাপারে সবকিছু

BanglaBook.org

সাদা ডাইনিকে জানিয়ে দিল ইডমাউন্ড।

'কি! কি বললে তুমি? আসলান! এটা কি সত্যি! আমি যদি জানতে পারি তুমি মিথ্যে কথা বলছ তাহলে..'

'প্লিজ, মহামান্য রানি,' বলল ইডমাউন্ড। 'মিস্টার বিবরের বাসায় যা যা আলোচনা হয়েছে আমি শুধু সেটাই বলেছি আপনাকে।'

কিন্তু ইডমাউন্ডের কথায় আর মনোযোগ নেই সাদা ডাইনির। সিংহাসন ছেড়ে উঠে দাঁড়াল সে, তারপর একবার হাততালি দিল। সঙ্গে সঙ্গে একটা বামন এসে উপস্থিত হলো। সাদা ডাইনির সঙ্গে প্রথম যেদিন দেখা হয়েছিল, সেদিনও এই বামনকে দেখেছিল ইডমাউন্ড।

'স্লেজ রেডি করো,' নির্দেশ দিল সাদা ডাইনি। 'হারনেস আমরা ব্যবহার করব ঠিকই, তবে তার আগে ঘণ্টাগুলো খুলে নিতে হবে।'

BanglaBook.org

অশুভ জাদু শেষ হলো বলে

এখন আমাদের বিবরের বাসায় ফেরা উচিত।

ছেলে বিবরের শেষ কথা ছিল 'এক মুহূর্ত সময় নষ্ট করা যাবে না আমাদের।'

এ-কথা বলার সঙ্গে সঙ্গে পিটার, সুসান আর লুসি তৈরি হতে শুরু করল। ছেলে বিবরও চুপ করে বসে নেই। সেও তৈরি হতে শুরু করেছে। তবে মেয়ে বিবর ব্যস্ত হয়ে পড়ল অন্য কাজে। ওরা যখন গায়ে কোট চাপাতে ব্যস্ত সে তখন বিভিন্ন আকারের ছোট-বড় বস্তা জড়ো করে সেগুলো ডাইনিং টেবিলের ওপর রাখছে। তারপর বলল, 'হ্যামগুলো জড়ো করে আমাকে, মিস্টার বিবর। চায়ের এই প্যাকেটটাও নিতে হবে। আর ওই যে! ওই বয়ামে চিনি আছে। ওটাও দিন আমাকে। কিছু ম্যাচও তো নেওয়া দরকার...'

'আপনি এ-সব কি শুরু করলেন, মিসেস বিবর?' জানতে চাইল সুসান।

'কেন? বুঝতে পারছ না? বাড়ি থেকে বের হয়ে যাচ্ছি আমরা। কখন, কোথায় থাকব, কবে বাড়ি ফিরতে পারব তার তো কোনও ঠিক নেই। কাজেই সঙ্গে করে খাবার না নিলে কি চলবে?' বলল মেয়ে বিবর।

'কিন্তু আমাদের হাতে তো একদম সময় নেই। যে কোনও মুহূর্তে এখানে এসে পড়বে সাদা ডাইনি,' কোটের কলারের বোতাম লাগাতে লাগাতে বলল সুসান।

'আমিও এ-কথা বলতে যাচ্ছিলাম,' বলল ছেলে বিবর।

'একটু চিন্তা করুন, মিস্টার বিবর। 'আমার তো মনে হয় এখানে পঁচিশ মিনিটের আগে আসতে পারবে না সে,' বলল মেয়ে বিবর।

'তাতে কি? যত দ্রুত সম্ভব এখান থেকে বের হওয়া উচিত আমাদের,' বলল পিটার। 'তাহলে হয়ত তার আগেই স্টোন টেবিলে পৌঁছে যাব আমরা। আপনি বোধহয় একটা ব্যাপার ভুলে যাচ্ছেন। সাদা ডাইনি যখন এখানে এসে দেখবে আমরা কেউ নেই তখন ফুল স্পীডে স্টোন টেবিলের দিকে রওনা হবে সে। কাজেই আমরা যদি এখনই স্টোন টেবিলের দিকে রওনা হই তাহলে কিছুটা হলেও তারচেয়ে এগিয়ে থাকব।'

BanglaBook.org

'না,' বলল মেয়ে বিবর। 'আমরা কখনওই তার আগে স্টোন টেবিলে পৌঁছতে পারব না। কারণ আমাদের যেতে হবে পায়ে হেঁটে। আর সাদা ডাইনি যাবে স্লেজে করে।'

'তাহলে... তাহলে শেষপর্যন্ত কি হবে?' বলল সুসান।

'এখনই এত হতাশ হওয়ার কিছু নেই,' বলল মেয়ে বিবর। 'একটা না একটা উপায় ঠিকই বের হয়ে যাবে। সাদা ডাইনির আগে আমরা স্টোন টেবিলে পৌঁছতে পারব না ঠিক। কিন্তু বিশেষ একটা রাস্তা ধরে এগোতে পারব আমরা। সাদা ডাইনি সেই রাস্তার কথা জানে না। কপাল ভাল হলে পৌঁছেও যেতে পারি স্টোন টেবিলে। এখন এত কথা বলার সময় নেই আমাদের। আগে তো বের হই বাসা থেকে। তারপর দেখা যাবে কি হয়। এখন ড্রয়ার থেকে ছয়টা রুমাল বের করে দাও তো আমাকে।'

'ঠিক বলছেন আপনি, মিসেস বিবর,' বলল ছেলে বিবর। 'কিন্তু এখন যত তাড়াতাড়ি সম্ভব এখান থেকে বের হতে আমাদের।'

'আপনার কি মনে হয়? সেলাই মেশিনটা নেওয়া উচিত হবে?' জানতে চাইলেন মেয়ে বিবর।

'নাহ্, ওই ভারী জিনিসটা নেওয়ার কোনও মানে হয় না,' বলল ছেলে বিবর।

'আমার মনে হয় সাদা ডাইনি এই মেশিনের কোনও ক্ষতি করবে না,' বলল মেয়ে বিবর।

'মাথা খারাপ হয়েছে আমার? সময় কোথায় তার? কোনও সন্দেহ নেই আসলানের কথা শোনার সঙ্গে সঙ্গে স্লেজ করে রওনা হয়ে গেছে সাদা ডাইনি,' বলল ছেলে বিবর।

'আরে, আপনারা করেছেনটা কি! তাড়াতাড়ি বের হন! তাড়াতাড়ি বের হন!' তিনজন একযোগে চিৎকার করে উঠল ওরা।

যাই হোক, শেষপর্যন্ত বাসা থেকে বের হলো ওরা। ছেলে বিবর সদর দরজাটা লক করে দিল। তার ধারণা একবার হলেও ভিতরে ঢুঁ মেরে দেখতে চাইবে সাদা ডাইনি। এতে কিছুটা হলে সময় নষ্ট হবে তার। মোটা পাঁচটা বস্তা নিয়েছে ওরা। প্রত্যেকের কাঁধে একটা করে। সবচেয়ে ভারী দুটো নিয়েছে ছেলে আর মেয়ে বিবর।

বাইরে এখন তুষার পড়ছে না। আকাশও খুব পরিষ্কার। চাঁদের আলোয় সবকিছু পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছে ওরা। এক লাইনে এগিয়ে যাচ্ছে সবাই। প্রথমে আছে ছেলে বিবর। তার পরে লুসি, পিটার আর সুসান এবং সব শেষে মেয়ে বিবর। বাঁধের ওপর দিয়ে হাঁটছে ওরা। ছেলে বিবর ওদেরকে নদীর

BanglaBook.org

ডানদিকে যে তীর আছে সেদিকে নিয়ে যাচ্ছে। কিছুক্ষণ হাঁটার পর তীরে পৌঁছে গেল ওরা। এবার কঠিন একটা পথ বেছে নিল ছেলে বিবর। তীর ঘেঁষেই হাঁটছে। তবে জায়গাটা গাছ-গাছালি আর ঝোপ-ঝাড়ে ভরা। বেশ দূরে একটা উপত্যকা দেখা যাচ্ছে। ওরা এখন যে জায়গায় আছে সেটার তুলনায় ওই উপত্যকটা অনেক উঁচু।

'যতটা সম্ভব মাথা নীচু করে হাঁটো তোমরা,' বলল ছেলে বিবর। 'সাদা ডাইনি ওই উপত্যকা হয়েই যাবে। তবে ভয়ের কিছু নেই। আমাদেরকে দেখতে পেলেও স্লেজ নিয়ে এদিকে আসার কোনও উপায় নেই তার।'

আশেপাশে দেখার মতো অনেক কিছুই আছে। ঘরের ভিতর জানলা দিয়ে এই দৃশ্য দেখার মজাই আলাদা। চরম বিপদের মধ্যে থাকলেও প্রকৃতির এই সৌন্দর্য দুই চোখ ভরে দেখছে লুসি। তবে সময় না থাকায় খুব বেশিক্ষণ এই সৌন্দর্য উপভোগ করতে পারল না ও। আবার হাঁটতে শুরু করল।

ঘণ্টার পর ঘণ্টা ওরা শুধু হেঁটেই যাচ্ছে। প্রথমে কাঁধের বস্তাটার ওজন টেরই পায়নি লুসি। কিন্তু এখন বেশ ভারী লাগছে ওটা। জীবনে কোনদিন একনাগাড়ে এতটা পথ হাঁটেনি লুসি। এখনও যে কীভাবে হাঁটছে সেটা ভেবে নিজেই অবাক হয়ে যাচ্ছে ও।

তুষার পড়ায় গাছগুলোর মাথা ধবধবে সাদা হয়ে আছে। মুখ তুলে আকাশের দিকে তাকাল লুসি। চাঁদটার দিকে কিছুক্ষণ একদৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকল, তারপর হঠাৎ খেয়াল করল অসংখ্য তারা উঠেছে আকাশে। আবার বাস্তব জগতে ফিরে আসল লুসি। ছেলে বিবরের ছোটা-ছোট পা দেখতে পেল। তুষারের ওপর থপ থপ আওয়াজ তুলে আরও সামনে এগিয়ে যাচ্ছে ওটা। লুসির মনে হচ্ছে তাদের এই হাঁটা বুঝি কোনও দিন শেষ হবে না।

এ-সময় মুখ লুকাল চাঁদ। কিছুক্ষণ পরই শুরু হলো তুষারপাত। ক্লান্ত হলেও থামার কথা বলতে পারছে না লুসি, একসময় বলতে গেলে প্রায় আধো ঘুম আধো জাগা অবস্থায় হাঁটতে লাগল। তারপর হঠাৎ খেয়াল করল ছেলে বিবর ডানদিকের একটা রাস্তা ধরেছে। সামনে উঁচু একটা পাহাড় আর ঘন ঝোপ-ঝাড়ে ঘেরা একটা জায়গা দেখতে পেল লুসি। কিছুক্ষণ পর ও বুঝতে পারল ছেলে বিবর ওখানেই নিয়ে যাচ্ছে ওদেরকে।

কোথায় সব ক্লান্তি পালাল কে জানে! আশপাশটা ভালভাবে দেখতে শুরু করল লুসি। হঠাৎ দেখতে পেল ছেলে বিবর একটা গুহার ভিতর ঢুকে পড়ছে। ঝোপ-ঝাড়ের আড়ালে থাকায় গুহাটা আগে দেখতে পায়নি লুসি। কি ঘটছে সেটা বুঝতে দেরি হলো না লুসির। ছেলে বিবর কোনও গুহার ভিতর পড়ে যায়নি। আপাতত লুকানো এই গুহাতেই থাকবে ওরা।

BanglaBook.org

যাই হোক, ব্যাপারটা বোঝার সঙ্গে সঙ্গে দাঁড়িয়ে পড়ল লুসি, জানে আগে থেকে সাবধান না হলে গুহার ভিতর পড়ে হাত-পা ভেঙে যেতে পারে। গুহার সামনে গিয়ে প্রথমে পা দুটো ঝুলিয়ে দিল ও, তারপর নামতে শুরু করল ধীরে ধীরে। একই কায়দায় পিটার আর সুসানও ঢুকে পড়ল গুহার ভিতর। লুসি একা নয়, সবাই ওরা ক্লান্তির শেষ সীমায় পৌঁছে গেছে।

'এটা কোথায় এসে পড়লাম আমরা?' বলল পিটার।

'এটা গোপন একটা গুহা,' বলল ছেলে বিবর। 'খারাপ সময় এলেই এখানে লুকিয়ে পড়ি আমরা। যদিও গুহাটা খুব একটা বড় না, তারপরও এখানে কিছুক্ষণ ঘুমিয়ে নিতে পারব।'

'ঠিক বলেছেন আপনি, মিস্টার বিবর। এই চিন্তা করেই সঙ্গে করে কিছু বালিশ নিয়ে এসেছি আমি,' বলল মেয়ে বিবর।

লুসি ভাবল, মিস্টার টামনাসের মতো এই গুহাটা অতো সুন্দর না। মিস্টার টামনাসের গুহায় কি না আছে। কিন্তু এখানে সে-সবের কিছুই নেই। মাটিতে স্রেফ একটা গর্ত করে বানানো হয়েছে গুহাটা। আরাম-আয়েশের কোনও ব্যবস্থা করা হয়নি। সেটার অবশ্য কোনও দরকারও নেই। কারণ গুহাটা বানানোই হয়েছে বিপদ থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য। তবে একটা ব্যাপার ভাল লাগল লুসির। গুহার ভিতরটা শুকনো হওয়ায় ঠাণ্ডা লাগবে না ওদের।

যাই হোক, গুহার ভিতর চাপাচাপি করে শুয়ে পড়ল ওরা। হাত-পা ছাড়ানো তো দূরের কথা, একটু নাড়াচড়ার জায়গাও পাচ্ছে না ওরা। দেখে মনে হচ্ছে ওরা আসলে একটা কাপড়ের স্তূপ। অনেক্ষণ ধরে হাঁটতে হওয়ায় ঘেমে নেয়ে গেছে সবাই। গুহার মেঝেটা যদি এবড়োখেবড়ো না হত তাহলে একটু আরাম পেত ওরা।

যাই হোক, অন্ধকারের মধ্যেই একটা বস্তার ভিতর থেকে ফ্লাস্ক বের করল মেয়ে বিবর। তারপর ফ্লাস্কটা একে-একে দিলেন সবার হাতে। জিনিসটা কি সেটা বুঝতে না পারলেও তরল জিনিসটা খাওয়ার সঙ্গে শরীর গরম হয়ে উঠল পিটার, সুসান আর লুসির। খাওয়া শেষ হতে শুয়ে পড়ল ওরা। বলতে গেলে প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই ঘুমিয়ে পড়ল।

টানা কয়েক ঘণ্টা বেঘোরে ঘুমাল ওরা। সবার আগে ঘুম ভাঙল লুসির। মনে হলো মাত্র এক মিনিট ঘুমিয়েছে সে। ঘুমাবার আগে একটুও ঠাণ্ডা লাগছিল না লুসির। কিন্তু এখন বেশ শীত শীত করছে। হঠাৎ কিছু একটা সুড়িসুড়ি দিল লুসির মুখে। অনেকটা মুখে ঝাড়ুর কাঠি বোলাবার মত। গুহার চারপাশে তাকাল লুসি। খেয়াল করল গুহার মুখ দিয়ে এক চিলতে রোদ ঢুকেছে ভিতরে। হঠাৎ একটা আওয়াজ শুনে ধড়মড় করে উঠে বসল লুসি।

BanglaBook.org

বাকি সবারও ঘুম ভেঙে গেছে। কিন্তু কেউ কারও সঙ্গে কথা বলছে না। বিস্ফোরিত চোখে তাকিয়ে আছে গুহার মুখের দিকে। গুহার আসার পথে সারাক্ষণ এই ঘণ্টার আওয়াজ শোনার ভয়ে তটস্থ হয়েছিল ওরা। আওয়াজটা এখনও পরিষ্কার শুনতে পাচ্ছে ওরা। ভয়ে হাত-পা ঠাণ্ডা হয়ে আসছে ওদের। এক সেকেন্ডের জন্য চোখ সরাতে পারছে না গুহার মুখ থেকে।

শেষ পর্যন্ত আর ধৈর্য ধরে থাকতে পারল না ছেলে বিবর। চোখের পলকে বের হয়ে গেল গুহা থেকে। তোমরা নিশ্চয়ই ভাবছ যে ছেলে বিবর খুব বোকার মতো একটা কাজ করেছে। লুসিও কিন্তু ঠিক তোমাদের মতই ভাবছে। আসলে ছেলে বিবর খুব বুদ্ধি দিয়েই কাজটা করেছে। সে জানে ঘন ঝোপ-ঝাড় থাকায় ভাল একটা আড়াল পাওয়া যাবে। বিবর আসলে জানতে চাচ্ছে সাদা ডাইনি ঠিক কোনদিকে যাচ্ছে।

এদিকে গুহার ভিতরে রুদ্ধশ্বাসে অপেক্ষা করছে ওরা। পুরো পাঁচ মিনিট কাটার পর হঠাৎ একটা আওয়াজ শুনে পিলে চমকে উঠল ওদের। গুহার ঠিক বাইরে কেন যেন বলে উঠল, 'ওহ্!'

'তিনি ধরা পড়ে গেছেন। সাদা ডাইনি ধরে ফেলেছে তাঁকে,' ভাবল লুসি।

বাকি সবাইও হয়ত লুসির মতোই ভাবছিল। কিন্তু কয়েক সেকেন্ড পর ছেলে বিবরের গলা শুনে চমকে উঠল ওরা।

'সব ঠিক আছে!' বলল ছেলে বিবর। 'বাইরে বেরিয়ে এসো, মিসেস বিবর! এ্যাডামের ছেলেমেয়েদের বলছি–তোমরাও বেরিয়ে এসো। ভয় পাওয়ার কিছু নেই। ওই ঘণ্টা সাদা ডাইনির সেজের নয়।'

বিবরের কথা শুনে গুহার বাইরে বের হলো ওরা। অন্ধকার থেকে হঠাৎ আলোতে এসে পড়ায় চোখ পিটপিট করছে সবাই।

'এসো! এসো তোমরা!' বলল বিবর, খুশিতে পারলে একপাক নেচে নেয়। সাদা ডাইনির জন্য এরচেয়ে খারাপ খবর আর কিছু হতে পারে না। দেখে মনে হচ্ছে তার সব অশুভ শক্তি বুঝি এখনই শেষ হতে শুরু করেছে।'

'আপনি এ-সব কি বলছেন, মিস্টার বিবর?' জানতে চাইল পিটার।

'কেন তোমাদেরকে তো আমি আগেই বলেছিলাম,' বলল বিবর। 'অমন অবাক হয়ে তাকিয়ে থেকো না তো! ভাল লাগে না। আমি তোমাদেরকে বলেছিলাম না সাদা ডাইনি জাদু করে পুরো নার্নিয়াকে শীতকাল বানিয়ে রেখেছে। তার ওই জাদুর জন্যই তো কখনও গ্রীষ্মকাল আসে না এখানে। কিন্তু এখন আর সেই পরিস্থিতি নেই। পাল্টে গেছে! সব পাল্টে গেছে! বিশ্বাস না হলে আমার পাশে এসে দাঁড়াও তোমরা। তারপর ওইখানে তাকাও,' হাত ইশারায় একটা জায়গা দেখাল বিবর।

BanglaBook.org

সবাই একযোগে বিবরের পাশে গিয়ে দাঁড়াল। তারপর তার বাড়ানো হাত লক্ষ্য করে তাকাল।

প্রথমে একটা স্লেজ দেখতে পেল ওরা। স্লেজটা টেনে নিয়ে যাচ্ছে এক জোড়া হরিণ। তাদের হারনেসে ছোট-বড় অনেকগুলো ঘণ্টা ঝোলানো আছে। সাদা ডাইনির যে হরিণ আছে তার তুলানায় এগুলো কয়েক গুণ বড়। শুধু আকারে নয়, রঙের পার্থক্য আছে। সাদা ডাইনির হরিণগুলোর রঙ ধবধবে সাদা। কিন্তু এই হরিণগুলো গাঢ় বাদামী রঙের।

স্লেজের ওপর একজন মানুষ বসে আছেন। দেখার সঙ্গে সঙ্গে তাঁকে চিনতে পারল সবাই। উজ্জ্বল লাল রঙের একটা আলখেল্লা পড়ে আছেন বিশালকায় লোকটা। মাথায় একটা হুডও আছে। মুখভর্তি সাদা দাড়ি নেমে এসেছে প্রায় বুক পর্যন্ত। নার্নিয়া ছাড়া আর কোথাও এরকম অদ্ভুত মানুষ দেখা না গেলেও তাঁকে চিনতে খুব একটা অসুবিধা হলো না পিটার, সুসান আর লুসির। কারণ আমাদের পৃথিবীতে এই অদ্ভুত মানুষটা সম্পর্কে অনেক কথা শোনা যায়। এমনকি তাঁর ছবিও দেখেছে পিটার, সুসান আর লুসি। তবে সেসব ছবির সঙ্গে তাঁর আসল চেহারার অনেক অমিল আছে। ইনি হচ্ছেন ফাদার ক্রিসমাস। পৃথিবীতে তাঁর যে ছবি আছে সেটা দেখে তাঁকে খুব মজার মানুষ বলে মনে হয়। সুসান, পিটার আর লুসি ছবির সেই ফাদার ক্রিসমাসের সঙ্গে এই ফাদার ক্রিসমাসকে মেলাতে পারছে না। তিনি আসলে খুব বিশাল, দারুণ হাসি-খুশি এবং বেশ গম্ভীরও বটে। স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে তাঁর দিকে তাকিয়ে আছে ওরা। খুশি যেমন লাগছে, তেমনি ভীষণ শ্রদ্ধাবোধও জাগছে ওদের।

ইতিমধ্যে ওদের কাছে চলে এসেছেন ফাদার ক্রিসমাস। 'শেষপর্যন্ত এখানে পৌঁছতে পারলাম আমি,' বললেন তিনি। 'সাদা ডাইনি অনেকদিন নার্নিয়া থেকে দূরে সরিয়ে রেখেছিল আমাকে। কিন্তু অবশেষে আসতে পেরেছি। তোমাদের সবার জন্য একটা সুসংবাদও এনেছি আমি। আসলান তার যাত্রা শুরু করেছেন। সাদা ডাইনির জাদুর প্রভাব কমতে শুরু করেছে নার্নিয়া।'

ফাদার ক্রিসমাসের কথা শুনে অদ্ভুত এক ভাল লাগার অনুভূতি হলো লুসির। কাউকে গভীরভাবে শ্রদ্ধা করার সময় তোমাদের যেমন অনুভূতি হয় ঠিক সেরকম।

'মিসেস বিবর,' বললেন ফাদার ক্রিসমাস। 'আপনার জন্য নতুন একটা সেলাই মেশিন নিয়ে এসেছি আমি। যাওয়ার পথে ওটা আপনার বাসায় রেখে আসব।'

BanglaBook.org

'আপনি দয়ালু, স্যার,' বলল মেয়ে বিবর। 'কিন্তু আসার সময় সদর দরজাটা লক করে এসেছি আমরা।'

'তালা খোলা কি আমার জন্য কোনও ব্যাপার!' বললেন ফাদার ক্রিসমাস। 'মিস্টার বিবর, একটা কিছু উপহার তো আপনাকেও দেওয়া উচিত। বাড়িতে গিয়ে দেখতে পাবেন আপনার বাঁধটা সম্পূর্ণ হয়ে গেছে। তাছাড়া ছোট-খাট কিছু ফুটা-ফাটা থাকলে সেগুলোও মেরামত করে দেবো। আর সঙ্গে যদি একটা সুইস গেট লাগিয়ে দিই তাহলে কেমন হয়?'

ফাদারের কথা শুনে বিস্ময়ে বিমূঢ় হয়ে গেল ছেলে বিবর। অনেক কিছু বলতে ইচ্ছে হচ্ছে তার, মুখও খুলল, কিন্তু বলতে পারল না কিছুই।

'পিটার, এ্যাডামের ছেলে,' বললেন ফাদার ক্রিসমাস।

'আমি এখানে, স্যার,' বলল পিটার।

'এই রইল তোমার উপহার,' বললেন তিনি। 'এগুলো কিন্তু কোনও খেলনা নয়। সত্যিকারের জিনিস। আমার মনে হয় খুব শিগগিরই এগুলো ব্যবহার করার প্রয়োজন হবে তোমার। কাজেই যত্ন করে রেখে দাও,' এ-কথা বলে পিটারের হাতে একটা মস্ত বড় ঢাল আর তরোয়াল ধরিয়ে দিলেন তিনি। ঢালটা সিলভার রঙের, মাঝখানে খোদাই করে আঁকা হয়েছে লাল একটা সিংহ। পাকা স্ট্রবেরি যেমন উজ্জ্বল রঙের হয় সিংহটাও ঠিক সেরকম জ্বলজ্বল করছে। তরোয়ালের দিকে আরেকবার ভালভাবে তাকাল পিটার। খেয়াল করল সোনা দিয়ে বানানো হয়েছে ওটার হাতল। বিশেষ একটা খাপ আর কোমরে ঝোলাবার জন্য একটা বেল্টও আছে। পিটারের মনে হলো তরোয়ালটা বানানোই হয়েছে ওর জন্য। কারণ বড় কোনও মানুষ এই ধরনের তরোয়াল ব্যবহার করেন না। শুধু পিটারের বয়সী ছোট ছেলেমেয়েরা এই তরোয়াল ব্যবহার করতে পারবে। তবে জিনিসটা কোনও খেলনা না–সত্যিকারের তরোয়াল। উপহারগুলো নেওয়ার সময় কোনও কথা বলল না পিটার। বুঝতে পারছে কোনও বিশেষ একটা কাজ দেওয়া হতে পারে তাকে। উপহারগুলো নিয়ে চুপ করে বসে থাকলে হবে না। কিছু একটা করতে হবে তাকে। সেটা কি হতে পারে সে ব্যাপারে কোনও ধারণা নেই ওর। তবে তাই বলে পিটার কিন্তু ভয় পাচ্ছে না কিংবা ফাদার ক্রিসমাসের ওপর রেগেও যাচ্ছে না। বরং মনে মনে তাঁকে খুব শ্রদ্ধা করছে পিটার।

'ঈভের মেয়ে, সুসান। এগুলো তোমার জন্য,' এ-কথা বলে সুসানের হাতে একটা ধনুক আর তীরভর্তি একটা তূণ ধরিয়ে দিলেন ফাদার ক্রিসমাস। তারপর পকেট থেকে আইভরির তৈরি একটা শিঙা বের করলেন। এটাও সুসানের জন্য। 'শুধুমাত্র বিশেষ প্রয়োজনে এই তীর-ধনুক ব্যবহার করবে

BanglaBook.org

তুমি। আবার ভেবে বসো না তোমাকে আমি যুদ্ধে যেতে বলছি। যখন দরকার হবে, ব্যবহার করবে। মজার ব্যাপার হচ্ছে, এই তীর বলতে গেলে কখনওই টার্গেট মিস করে না। আর এই শিঙাটাও বিশেষ। তুমি যেখানেই থাক না কেন, এই হর্ণে একবার ফুঁ দিতে যা দেরি; সঙ্গে সঙ্গে সাহায্য পাবে।'

'লুসি, ঈভের মেয়ে,' বললেন ফাদার ক্রিসমাস।

তাঁর কথা শুনে সামনে এগিয়ে গেল লুসি।

লুসির হাতে একটা বোতল ধরিয়ে দিলেন ফাদার ক্রিসমাস, অনেকটা গ্লাসের মত দেখতে। কিন্তু পরে লোকমুখে ছড়িয়ে পড়ে যে ওটা ছিল ডায়মন্ডের তৈরি।

যাই হোক, বোতল দেওয়ার পর পকেট থেকে একটা ড্যাগার বের করলেন ফাদার ক্রিসমাস, তারপর সেটাও ধরিয়ে দিলেন লুসির হাতে। এরপর ড্যাগার আর বোতলটার বৈশিষ্ট্য বলতে শুরু করলেন ফাদার ক্রিসমাস।

'বোতলের তরল যে জিনিসটা দেখতে পাচ্ছো সেটা সাধারণ কিছু না। সূর্যের দেশের পাহাড়ে এক ধরনের দুর্লভ ফুল ফোটে। ওগুলোর নাম আগুনে ফুল। সেই ফুলের নির্যাস ভরা আছে এই বোতলে। তুমি বা তোমাদের মধ্যে কেউ যদি আহত হয়, তাহলে এই নির্যাসের কয়েক ফোঁটা সেই আহত জায়গায় দেবে। সঙ্গে সঙ্গে সেরে যাবে। আর ড্যাগারটাও কিন্তু বিশেষ। যখন কোনও বিপদে পড়বে শুধুমাত্র তখন ওটা ব্যবহার করবে তুমি। তখনি বুঝতে পারবে কি বিশেষ গুণ আছে ওটার। তবে সন্তানের মতো তোমাকেও বলছি–আমি চাই না যে তুমি যুদ্ধে জড়িয়ে পড়ো।'

'কিন্তু কেন, স্যার?' জানতে চাইল লুসি। 'যুদ্ধকে ভয় পাই না আমি।'

'এই দেখ! ভুল বুঝতে শুরু করেছ তুমি। আমি তোমাকে ভীতু বলছি না। কিন্তু যুদ্ধ ব্যাপারটার সঙ্গে মেয়েদের না জড়ানোই তো ভাল। এ-জন্যই একদম বাধ্য না হলে তোমাকে যুদ্ধে যেতে মানা করেছি আমি। যাই হোক, এখন তোমাদের সবার জন্য বিশেষ একটা জিনিস দেবো আমি,' এই পর্যন্ত বলে থামলেন ফাদার ক্রিসমাস, তারপর হঠাৎ, ঠিক যেন ভোজবাজির মতো–একটা ট্রে এসে পড়ল তাঁর হাতে। ট্রেতে পাঁচটা কাপ-পিরিচ, একটা চিনির পট, বড় আকারের একটা জগ–ক্রিমে ভরা, আর একটা বিশাল টি পট আছে। ধোঁয়া উড়ছে টি পটটার ভিতর থেকে। (আমার মনে হয় তাঁর কাঁধে একটা ঝোলা আছে। সেটার ভেতর থেকেই ট্রে বের করেছেন তিনি। কিন্তু ওদের পাঁচজনের কেউই সেই ঝোলা দেখতে পায়নি।) ট্রেটা ওদের কারও হাতে দিলেন ফাদার ক্রিসমাস। তারপর 'মেরি ক্রিসমাস! সত্যিকারের রাজা দীর্ঘজীবি হউন!' বলে চিৎকার করে উঠলেন। কথাগুলো বলেই চাবুক দিয়ে

BanglaBook.org

হালকাভাবে হরিণগুলোর গায়ে আঘাত করলেন তিনি। চলতে শুরু করল স্লেজ। কিন্তু ওদের কেউ বুঝতেই পারল না ফাদার ক্রিসমাস ঠিক কখন তাঁরা যাত্রা শুরু করলেন। স্লেজটা চোখের আড়াল হওয়ার ঠিক আগ মুহূর্তে ওরা বুঝতে পারল তিনি চলে যাচ্ছেন।

কিছুক্ষণ পর পিটার তার খাপ থেকে তরোয়ালটা বের করে ছেলে বিবরকে দেখাল। এ-সময় কথা বলে উঠল মেয়ে বিবর।

'এখানে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কথা বলে সময় নষ্ট করার দরকার নেই। তোমরা নিশ্চয়ই চাও না ফাদার ক্রিসমাসের এই চা ঠাণ্ডা হয়ে যাক। এসো, সকালের নাস্তাটা সেরে ফেলি এখনই।'

সবাই মিলে গুহার ভিতর ঢুকে পড়ল ওরা। পাউরুটি আর হ্যাম দিয়ে বেশ কয়েকটা স্যান্ডউইচ বানাল মেয়ে বিবর।

সবাই খেতে শুরু করল ওরা। কিছুক্ষণ পর, খাওয়া শেষ হতে সবার কাপে চা ঢালল মেয়ে বিবর। ধীরে ধীরে কাপে চুমুক দিচ্ছে সবাই। বেশ কিছুক্ষণ গল্প করে সময়টা কাটাল ওরা। তারপর একসময় হঠাৎ ছেলে বিবর বলে উঠল :

'এখন রওনা হতে হবে আমাদের।'

BanglaBook.org

কাছেপিঠেই আছে আসলান

এদিকে খুব খারাপ সময় যাচ্ছে ইডমাউন্ডের। সাদা ডাইনির নির্দেশ পাওয়ার পর স্লেজ রেডি করার জন্য ছুট লাগায় বামন। ইডমাউন্ড মনে করেছিল প্রথমবারের মতো এবার তার সঙ্গে খুব ভাল ব্যবহার করবে সাদা ডাইনি। কিন্তু ভাল ব্যবহার তো দূরের কথা বরং প্রতি মুহূর্তে ইডমাউন্ডকে ধমক দিচ্ছে সাদা ডাইনি।

বামন চলে যাওয়ার কিছুক্ষণ পর কথা বলে উঠল ইডমাউন্ড। 'প্লিজ, মহামান্য রানি! আমি কি কিছু মিষ্টি পেতে পারি?'

'তুমি... তুমি... তুমি,' প্রচণ্ড রাগে প্রথমে কোনও কথাই বলতে পারল না সাদা ডাইনি।

'একদম চুপ! বোকা কোথাকার!' বলল সাদা ডাইনি।

তারপর কিছুক্ষণ পর বিড়বিড় করে বলল, 'নাহ্! কিছু একটা খেতে দেওয়া উচিত ওকে। নইলে রাস্তায় হঠাৎ জ্ঞান হারাতে পারে ছোকরা।'

এই বলে হাততালি দিল সাদা ডাইনি। সঙ্গে সঙ্গে একটা বামন এসে পড়ল তার সামনে।

'এর জন্য কিছু খাবার আর পানীয় নিয়ে এসো,' বামনকে নির্দেশ দিল সাদা ডাইনি।

খাবার আনার জন্য তড়িঘড়ি করে চলে গেল বামন। কয়েক মিনিট পরেই খাবার নিয়ে ফিরে এল সে। আয়রনের তৈরি একটা বোল আর একটা প্লেট নিয়ে এসেছে। প্লেটে শুকনো কিছু রুটি দেখতে পেল ইডমাউন্ড। বোলের দিকে তাকাতে মনটা আরও বিষিয়ে উঠল ওর। সেখানে সাধারণ পানি ছাড়া আর কিছু নেই। বোল আর প্লেট নিচে রেখে ইডমাউন্ডের পাশে বসে পড়ল বামন। এমনভাবে হাসছে যেন ব্যঙ্গ করছে ইডমাউন্ডকে।

'আমাদের ছোট্ট প্রিন্সের জন্য মিষ্টি! হা... হা... হা...'

'নিয়ে যাও এটা,' বলল ইডমাউন্ড। 'শুকনো রুটি চাই না আমি।'

BanglaBook.org

ইডমাউন্ডের কথা শুনে রক্তচক্ষু মেলে ওর দিকে তাকাল সাদা ডাইনি। আর কিছু বলার সাহস পেল না ইডমাউন্ড। ক্ষমা চেয়ে চিবাতে লাগল শুকনো রুটি। কিন্তু রুটিটা শুধু শুকনো নয়, খুব শক্তও বটে। কাজেই গিলতেও খুব কষ্ট হচ্ছে ইডমাউন্ডের।

'আবার কখন খাবার পাবে তার কোনও ঠিক নেই,' বলল সাদা ডাইনি। 'তোমার কপাল ভাল যে এই রুটি পেয়েছ।'

এ-সময় প্রথম বামন এসে জানাল স্লেজ তৈরি করা হয়েছে। ইডমাউন্ডকে পিছু নিতে বলে রওনা হলো সাদা ডাইনি। ইডমাউন্ডের খাওয়া শেষ হয়েছে কিনা সেটা দেখারও প্রয়োজন মনে করল না।

উঠানে আসার পর ইডমাউন্ড বুঝতে পারল আবার তুষারপাত শুরু হয়েছে। কিন্তু সাদা ডাইনির সে ব্যাপারে কোনও মাথা ব্যথা নেই। মুখ তুলে আকাশের দিকে একবার তাকাল না পর্যন্ত। স্লেজে উঠে পড়ল সে। ইডমাউন্ডকে ঠিক পাশে বসিয়ে রেখেছে। তবে স্লেজ ছাড়ার ঠিক আগ মুহূর্তে নেকড়ে মেকগ্রিমকে ডাকল সাদা ডাইনি।

কয়েক সেকেন্ড পর স্লেজের পাশে এসে পড়ল নেকড়েটা।

'সবচেয়ে শক্তিশালী নেকড়েকে ডাকো। তারপর সোজা চলে যাও বিবরের বাসায়। সেখানে যাকে পাবে, তাকেই খুন করবে। যদি কেউ না থাকে তাহলে স্টোন টেবিলের দিকে যাবে–যত দ্রুত সম্ভব। তবে সাবধান! তোমাকে যাতে কেউ দেখতে না পায়। স্টোন টেবিলে গিয়ে আমি না আসা পর্যন্ত লুকিয়ে থাকবে তুমি। আমি পশ্চিম দিকে যাচ্ছি। নদীটা পার হওয়ার জন্য বিশেষ একটা জায়গা লাগবে আমার। সেই জায়গা খুঁজে পেতে কতক্ষণ লাগবে সেটা আমার জানা নেই। তাড়াতাড়ি যেতে পারলে ওদের আগেই স্টোন টেবিলে পৌঁছে যেতে পারবে তুমি। ওদেরকে দেখার পর কি করতে হবে সেটা নিশ্চয়ই বলে দিতে হবে না তোমাকে।'

'আপনার কথা অক্ষরে অক্ষরে পালন করব আমি, রানি,' বলেই অন্ধকারের মধ্যে হারিয়ে গেল নেকড়েটা। কিছুক্ষণের মধ্যে সবচেয়ে শক্তিশালী নেকড়েকে নিয়ে বিবরের বাড়ির দিকে রওনা হলো সে। কিন্তু সেখানে কাউকে পাওয়া গেল না। পিটার, সুসান, লুসি আর বিবরদের কপাল ভাল যে আগের রাতে তুষার পড়েছে। নইলে পায়ের ছাপ দেখে নেকড়ে দুটো বুঝে ফেলত ওরা কোথায় যাচ্ছে। কিছুক্ষণের মধ্যে ওদেরকে ধরে ফেলত ওরা। স্টোন টেবিলে আর যাওয়া হত না ওদের। রাতে তুষার পড়ায়

BanglaBook.org

ওদের পায়ের সব ছাপ মুছে গেছে। কাজেই নেকড়ে দুটো বুঝতে পারল না যে বিবররা এখন একটা লুকানো গুহার ভিতর আছে। যাই হোক, বিবরের বাসায় কাউকে না পেয়ে স্টোন টেবিলের দিকে হাঁটা ধরল নেকড়ে দুটো।

এদিকে চলতে শুরু করেছে স্লেজ। তাড়াতাড়ি যাওয়ার জন্য কিছুক্ষণ পর পর চাবুক দিয়ে হরিণ দুটোকে আঘাত করছে বামন। বিবরের বাসা থেকে বের হওয়ার সময় কোট আনতে ভুলে গিয়েছিল ইডমাউন্ড। প্রচণ্ড ঠাণ্ডায় থরথর করে কাঁপছে সে। প্রতি মুহূর্তে বাড়ছে তুষার পড়া। মাত্র পঁচিশ মিনিট হয়েছে ওরা স্লেজে উঠেছে। চোখের সামনে ইডমাউন্ড যা দেখতে পাচ্ছে, তার সবই ধবধবে সাদা হয়ে আছে। ঠাণ্ডা আর ক্লান্তি পুরোপুরি কাবু করে ফেলেছে ইডমাউন্ডকে। নিজের প্রতি করুণা হলো ওর। সাদা ডাইনিকে আর ভাল বলে মনে হচ্ছে না। বুঝতে পারছে রাজা তো দূরের কথা সাদা ডাইনি ওকে প্রিন্সও বানাবে না। নিজের ওপর চরম বিরক্ত হলো ইডমাউন্ড। ভাবছে এরকম একটা ভংয়কর ডাইনিকে কীভাবে ভাল বলে ভেবেছিল। এই মুহূর্তে শুধু একটা জিনিসই চাওয়ার আছে ইডমাউন্ডের–বিবরের বাসায় ফিরে যাওয়া। এমনকি পিটারের সঙ্গেও মিল করে ফেলার কথা ভাবল একবার। নিজেকে যদি বোঝাতে পারত পুরো ব্যাপারটা আসলে একটা দুঃস্বপ্ন, তাহলে খুব স্বস্তি পেত ইডমাউন্ড। যাই হোক, ঘণ্টার পর ঘণ্টা পার হয়ে গেলেও এক মুহূর্তের জন্যও স্লেজ থামাচ্ছে না সাদা ডাইনি। চলতে চলতে একসময় ইডমাউন্ডের মনে হলো সত্যি সত্যি সে বুঝি কোনও স্বপ্নের মধ্যে আছে।

এভাবে ঠিক কতক্ষণ কেটেছে তার কোনও নির্দিষ্ট হিসাব নেই। সময়টা বর্ণনা করলে পৃষ্টার পর পৃষ্ঠা লিখে যেত হত আমায়। সেটা পড়তে অবশ্য তোমাদের ভাল লাগত না।

যাই হোক, একসময় ওরা বুঝতে পারল সকাল হয়েছে। এদিকে বন্ধ হয়ে গেছে তুষার পড়াও। এখনও ছুটে চলছে স্লেজ। এভাবে পার হয়ে গেল কয়েক ঘণ্টা। তারপর হঠাৎ কথা বলে উঠল সাদা ডাইনি, 'থামো!'

ইডমাউন্ড ভাবল সাদা ডাইনি বুঝি এবার ব্রেকফাস্টের কথা বলবে। কিন্তু আসলে ব্রেকফাস্ট খাওয়ার জন্য স্লেজ থামাতে বলেনি সাদা ডাইনি। সামনে যে দৃশ্য দেখতে পাচ্ছে তাতে চক্ষু চড়কগাছ হয়ে গেল সাদা ডাইনির। একটা গাছের গোড়ার দিকে তাকিয়ে আছে সে। ছেলেমেয়ে সহ একটা পুরুষ কাঠবিড়ালী আর তার স্ত্রী, দু'জন বনদেবতা, এক বামন আর একটা বুড়ো খেঁকশেয়াল–গোল একটা টেবিলে বসে আছে।

BanglaBook.org

কিছু একটা খাচ্ছে তারা। টেবিলের ওপর রাখা খাবারগুলো দেখতে পাচ্ছে না ইডমাউন্ড। তবে গন্ধটা নাকে এসে ধাক্কা মারায় বুঝতে পারছে খুব সুস্বাদু কিছুই হবে।

'এ-সবের মানে কি?' জানতে চাইল সাদা ডাইনি।

কেউ কোনও উত্তর দিচ্ছে না।

'কথা বলো, শয়তান পশুর দল!' হুঙ্কার দিল সাদা ডাইনি। 'নাকি চাও আমার বামন তার চাবুকটা ব্যবহার করুক। কীভাবে এই খাবারের আয়োজন করা হলো? কে করল? কার এতবড় সাহস? আমার অনুমতি ছাড়া এতবড় কাজ কে করতে দিল তোমাদের? এ-সব খাবার কোত্থেকে পেলে তোমরা?'

'প্লিজ, মহামান্য রানি!' বলল বুড়ো খেঁকশিয়াল। 'এগুলো দেওয়া হয়েছে আমাদেরকে।'

'বুড়ো গাধা কোথাকার! সেটাই তো জানতে চাইছি। এগুলো কে দিয়েছে তোমাদেরকে? মনে রেখ আমি আর দ্বিতীয়বার করব না এই প্রশ্ন।'

'ফা... ফা... ফা... ফাদার ক্রিসমাস,' কোনও রকমে বলতে পারল শেয়াল।

'কি?' চিৎকার দিল সাদা ডাইনি, লাফ দিয়ে নেমে পড়েছে স্লেজ থেকে। 'সে এখানে আসতে পারে না! কখনও আসতে পারে না! অসম্ভব! এ-কথা বলার সাহস পেলে কোথায় তুমি... এখনও সময় আছে আমার কাছ থেকে ক্ষমা চাও। বলো মিথ্যে কথা বলেছ। তাহলে হয়ত তোমাকে ক্ষমা করার কথা ভেবে দেখব আমি।'

এ-সময় কাঠবিড়ালিদের একজন নিজের ওপর পুরোপুরি নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ফেলল। জানে এ-কথা বললে ভয়ংকর ক্ষতি হয়ে যাবে তার, তারপরও নিজেকে সামলাতে পারল না সে, ফস্ করে বলে বসলো

'তিনি এসেছেন... এসেছেন... এসেছেন,' কথাগুলো বলার সময় চামচ দিয়ে টেবিলে তিনবার আঘাত করল কাঠবিড়ালি।

দাঁত দিয়ে নিচের ঠোঁটটা কামড়ে ধরল সাদা ডাইনি। মুহূর্তের মধ্যে রক্ত বেরিয়ে এল সেখান থেকে। চিবুক হয়ে নিচে গড়িয়ে পড়ছে। কয়েক সেকেন্ড পর হাতে থাকা জাদুর ছড়িটা তুলল সাদা ডাইনি।

পুরো দৃশ্যটা দেখে ভয়ে সাদা হয়ে গেল ইডমাউন্ডের মুখ। বুকে ঢেঁকির পার পড়ছে। সাদা ডাইনি কেন তার জাদুর ছড়িটা তুলেছে সেটা আর বুঝতে বাকি নেই ইডমাউন্ডের। ভয় পেলেও কোনও রকমে কথা বলতে পারল ও,

BanglaBook.org

'না, প্লিজ! এ-কাজ করবেন না, প্লিজ!'

ইডমাউন্ডের কথা শুনলই না সাদা ডাইনি। জাদুর ছড়িটা তুলে একবার ঝাঁকাল সে। সঙ্গে সঙ্গে পাথরে পরিণত হলো টেবিলের সবাই। এমনকি টেবিল, থালা-বাসনগুলোও নিরেট পাথর হয়ে গেছে।

ইডমাউন্ডের দিকে রক্তচক্ষু মেলে তাকাল সাদা ডাইনি, তারপর স্লেজে ওঠার ঠিক আগ মুহূর্তে ওর মুখে একটা ঘুসি মেরে বসল। ছিটকে মাটিতে পড়ে গেল ইডমাউন্ড।

'আমার কাজে বাধা দেওয়ার জন্য এই ছোট্ট উপহারটা দিলাম তোমাকে। এখন থেকে সাবধান! বিশ্বাসঘতকদের হয়ে কথা বলার আগে নিশ্চয়ই এই উপহারের কথা মনে পড়বে তোমার,' বলল সাদা ডাইনি।

মাটি থেকে উঠে স্লেজে উঠে বসল ইডমাউন্ড। এ-সময় অদ্ভুত এক পরিবর্তন হলো ওর। সাদা ডাইনি ওকে ঘুসি মারলেও সেটার কথা ভাবছেই না ইডমাউন্ড। টেবিলে বসা পশুগুলোর জন্য খুব খারাপ লাগছে ওর। জানে মাসের পর মাস, এমনকি বছরের পর বছর ওদেরকে এরকম পাথর হয়ে থাকতে হবে। তারপর একসময় সবুজ লতা জন্মাবে এদের শরীরে এবং সবশেষে পাথরের শরীরগুলো ভেঙে চুরমার হয়ে যাবে। নার্নিয়ার এই গল্পে এই প্রথম কারও জন্য খারাপ লাগল ইডমাউন্ডের।

যাই হোক, ফুল স্পীডে ছুটতে শুরু করেছে স্লেজ। হঠাৎ একটা ব্যাপার খেয়াল করল ইডমাউন্ড। তুষার পড়ে সাদা হয়ে আছে সবকিছু। কিন্তু আশ্চর্যের ব্যাপার, তুষারগুলো গলতে শুরু করেছে। স্লেজের চাকার দিকে তাকাল ইডমাউন্ড। তুষার নয়, স্লেজের চাকা আসলে বলতে গেলে পানি ভেদ করে চলছে।

কিছুক্ষণ পর ইডমাউন্ড বুঝতে পারল আগের মতো আর ঠাণ্ডা লাগছে না ওর। প্রতি মুহূর্তে ঠাণ্ডা কমে যাচ্ছে। কয়েক মিনিট পর রীতিমতো গরম লাগতে শুরু করল ইডমাউন্ডের।

এভাবে এক ঘণ্টা কেটে গেল। হঠাৎ ইডমাউন্ড বুঝতে পারল স্লেজ আর আগের গতিতে এগোচ্ছে না। কমে অর্ধেক হয়ে গেছে ওটার গতি। হরিণগুলোর দিকে তাকাল ইডমাউন্ড। ভাবল ওগুলোর আর কি দোষ! কাল সারারাত দৌড়াবার পর আজকেও বিশ্রাম মেলেনি। ক্লান্ত তো হবেই। কিন্তু কিছুক্ষণ পর ভুল ভাঙল ইডমাউন্ডের। স্লেজের গতি কমে গেছে অন্য কারণে। স্লেজ একবার বাম দিকে কাত হচ্ছে তো একবার ডানদিকে,

BanglaBook.org

কিছুক্ষণ পর পরই আবার লাফিয়ে উঠছে। ইডমাউন্ডের মনে হলো যে কোনও মুহূর্তে চলন্ত স্লেজ থেকে পড়ে যেতে পারে সে। আবার স্লেজের চাকার দিকে তাকাল ইডমাউন্ড। আশ্চর্য ব্যাপার! ওদের যাত্রা শুরু হয়েছিল তুষারের ওপর দিয়ে। তারপর গলতে শুরু করল তুষার। কিছুক্ষণ আগেও শুধু পানির ওপর দিয়ে যাচ্ছিল স্লেজ। কিন্তু এখন দেখা যাচ্ছে পানির ওপর দিয়ে মাথাচাড়া দিয়ে উঠে আছে ছোট-ছোট পাথর। সেগুলো ওপর দিয়ে কোনও রকমে সামনে এগিয়ে যাচ্ছে স্লেজ। এদিকে বামন যথাসাধ্য চেষ্টা করছে স্লেজের গতি বাড়াবার জন্য। বলতে গেলে প্রতি মুহূর্তে হরিণগুলোকে আঘাত করছে সে। কিন্তু তাতে লাভের লাভ তো কিছুই হচ্ছে না, বরং গতি আরও কমে যাচ্ছে স্লেজের।

আশপাশে হঠাৎ কিছু শব্দ শুনতে পেল ইডমাউন্ড। কিন্তু বামনের চিৎকার আর স্লেজ চলার আওয়াজে ঠিক বুঝতে পারছে না আওয়াজটা কিসের।

এ-সময় হঠাৎ কিছু একটার সঙ্গে বাড়ি খেয়ে থেমে গেল স্লেজ। এবার কান পেতে আওয়াজটা শোনার চেষ্টা করল ইডমাউন্ড। মিষ্টি, রিনঝিন একটা শব্দ শুনতে পেল ও। ইডমাউন্ডের মনে হলো এই আওয়াজ আগে কোথাও শুনেছে। কিন্তু কোথায় সেটা ঠিক মনে করতে পারছে না। তারপর হঠাৎ বিদ্যুৎচমকের মতো মনে পড়ে গেল ইডমাউন্ডের। ঝর্নার শব্দ শুনতে পাচ্ছে সে। আশপাশে কোথাও দেখতে না পেলেও পরিষ্কার বুঝতে পারছে অসংখ্য ঝর্না আছে এখানে। শুধু ঝর্না না, পাতার মর্মর আওয়াজ আর পানির কলকল শব্দও শোনা যাচ্ছে এখন। শীতকাল শেষ হয়ে গেছে। খুশিতে নেচে উঠল ইডমাউন্ডের মন। যদিও নিজেই জানে না কেন। আশপাশে যত গাছ আছে, সবগুলোর ডাল-পালা থেকে পানি ঝড়ছে। ঠিক একটা ঝর্নার মতো। তুষার গলে পানি হয়ে যাচ্ছে সব। আর সেই পানি শুকাতেও খুব একটা সময় লাগছে না। বিশাল একটা গাছের মগডালে তাকাল ইডমাউন্ড। মণ মণ তুষার পড়ে সাদা ধবধবে হয়ে আছে গাছটা। হঠাৎ একযোগে ভেঙে পড়তে শুরু করল তুষার। মাত্র কয়েক সেকেন্ডের মধ্যে পরিষ্কার হয়ে গেল পুরো গাছ। নার্নিয়া এই প্রথম কোনও সবুজ গাছ দেখতে পেল ইডমাউন্ড। খুশিতে আবার নাচতে ইচ্ছে করল ওর। ইডমাউন্ড বুঝতে পারছে একটা জঙ্গল যেমন হওয়ার কথা ঠিক সেরকম হয়ে যাচ্ছে নার্নিয়া। কিন্তু খুব বেশিক্ষণ এই সৌন্দর্য দেখতে পারল না ইডমাউন্ড। কিছুক্ষণ পর ধমকে উঠল সাদা ডাইনি

'বসে বসে গাধার মতো চেয়ে থেকো না। উঠে সাহায্য করো আমাদের।

BanglaBook.org

তাড়াতাড়ি!' নির্দেশ দিল সাদা ডাইনি।

সাদা ডাইনির নির্দেশ অমান্য করবে সেই সাহস নেই ইডমাউন্ডের। অগত্যা বাধ্য হয়ে স্লেজ থেকে নামল ও। নিচে তাকিয়ে দেখল একটা গর্তের ভিতর পড়ে আটকে গেছে স্লেজের চাকা। বামনের সঙ্গে হাত মিলিয়ে অনেক কষ্টে স্লেজটাকে গর্ত থেকে ওঠাতে পারল ইডমাউন্ড। তারপর আবার গিয়ে বসল সাদা ডাইনির পাশে। আবার চাবুক দিয়ে হরিণগুলোকে আঘাত করল বামান। চলতে শুরু করল স্লেজ।

প্রতি মুহূর্তে পাল্টে যাচ্ছে নার্নিয়ার চেহারা। কিছুক্ষণ আগেও নিচে তাকালে পানি দেখতে পাচ্ছিল ইডমাউন্ড। কিন্তু এখন কিছু কিছু জায়গায় ঘাস দেখা যাচ্ছে। কয়েক ঘণ্টা আগেও তুষারে ঢাকা ছিল পুরো নার্নিয়া। কিন্তু এখন সেই তুষার গলে গিয়ে সবুজ হয়ে যাচ্ছে সবকিছু। ঘাসগুলো দেখে খুব ভাল লাগল ইডমাউন্ডের। নিজের অজান্তেই স্বস্তির একটা নিশ্বাস ফেলল ও। এ-সময় হঠাৎ থেমে গেল স্লেজ।

'অবস্থা খুব খারাপ, মহামান্য রানি,' বলল বামন। 'এই অবস্থায় স্লেজ করে এগোনো সম্ভব নয়।'

'হাঁটতে হবে আমাদের,' বলল সাদা ডাইনি।

'তাহলে আর ওদের আগে স্টোন টেবিলে যেতে পারব না আমরা,' বলল বামন।

'তুমি আমার পরামর্শদাতা নাকি কেনা গোলাম?' বলল সাদা ডাইনি। 'যেমন বলা হয়েছে ঠিক সেরকম করো। সবার আগে দড়ি দিয়ে এর হাত দুটো বেঁধে ফেলো। সাবধান! দড়িটা আবার ছেড়ে দিও না। চাবুকটাও সঙ্গে নিতে হবে তোমাকে। আর হরিণগুলোর হারনেস খুলে দাও। ওগুলো নিজেই বাড়িতে পৌঁছে যেতে পারবে।'

সাদা ডাইনির কথা মতো সব কাজ করল বামন। ইডমাউন্ড কখনও কল্পনা করেনি এরকম করুণ দশা হবে তার। ক্লান্ত হওয়ায় জোরে হাঁটতে পারছে না ইডমাউন্ড। কিন্তু পিছন থেকে বারবার তাগাদা দিচ্ছে বামন। জোর করে তাড়াতাড়ি হাঁটার চেষ্টা করছে ইডমাউন্ড। ভেজা ঘাস, কাঁদা আর গর্তে পড়ে যাওয়ায় বারবার পিছলে যাচ্ছে ওর পা। কিন্তু তাতে বিন্দুমাত্র ভ্রুক্ষেপ নেই সাদা ডাইনি কিংবা বামনের। একবার পিছলালেই পিছন থেকে ইডমাউন্ডকে অভিশাপ দিচ্ছে বামন। এমনকি মাঝে-মধ্যে চাবুক দিয়ে শপাং শপাং করে আঘাতও করছে। সবার পিছনে আছে সাদা ডাইনি। প্রতি মুহূর্তে

BanglaBook.org

বামনকে বলছে, 'আরও তাড়াতাড়ি! আরও তাড়াতাড়ি!'

এদিকে প্রতি মুহূর্তে আরও বেশি সবুজ হয়ে যাচ্ছে নার্নিয়া। তুষার কমতে কমতে একেবারে তলানিতে গিয়ে ঠেকেছে। চারদিকে একবার তাকাল ইডমাউন্ড। তুষার এখন খুঁজে পাওয়াই মুশকিল। জঙ্গলের চারদিক থেকে ভেসে আসছে পাখির কিচিরমিচির শব্দ।

'কি সব্বোনাশ! কি সব্বোনাশ! শীতকাল নেই আর!' হঠাৎ থেমে গিয়ে বলল বামন। 'বসন্ত এসে পড়েছে। এখন কি করব আমরা? মহামান্য রানি, আপনার শীতকাল ধ্বংস করা হয়েছে। আমি আবার বলছি শীতকাল ধ্বংস করা হয়েছে। এ-সব কিছুর জন্য দায়ী হচ্ছে আসলান।'

রক্তচক্ষু মেলে বামনের দিকে তাকাল সাদা ডাইনি। 'তোমাদের দুজনের মধ্যে কেউ যদি আর একবার ওই নাম নাও, তাহলে সঙ্গে সঙ্গে খুন হয়ে যাবে আমার হাতে।'

BanglaBook.org

পিটারের প্রথম যুদ্ধ

সাদা ডাইনি আর বামন যখন কথা বলছে কয়েক মাইল দূরে বিবর আর পিটাররা তখন হাঁটছে। ইতিমধ্যে কয়েক মাইল পথ পাড়ি দিয়েছে তারা। থামার কোনও লক্ষণ নেই–ঘণ্টার পর ঘণ্টা হাঁটছে ওরা। যেন একটা স্বপ্নের মধ্যে আছে সবাই।

গরমের কারণে অনেক আগেই কোটগুলো খুলে ফেলেছে। মুগ্ধ হয়ে যাচ্ছে জঙ্গলের সৌন্দর্য দেখে। মাঝে-মধ্যেই থেমে একে-অপররের সঙ্গে কথা বলছে

'ওই দেখো! একটা মাছরাঙা!'

'আরে, একটা বুবেল ফুল!'

'ইস্, কি সুন্দর গন্ধ! কি হতে পারে ওটা?'

'সারশ পাখির গানটা শোনো একবার!'

দেখতে দেখতে এগিয়ে যাচ্ছে ওরা। কখনও রোদের ভিতর দিয়ে এগোচ্ছে তো কখনও আবার যাচ্ছে ঠাণ্ডা, ছায়াঘেরা সবুজ ঝোপ-ঝাড়ের ভিতর দিয়ে। তারপর সেখান থেকে বের হতেই দেখতে পাচ্ছে খালি একটা জায়গা। বিশাল বিশাল সব দেবদারু গাছ দাঁড়িয়ে আছে সেখানে। তারপর হঠাৎ গিয়ে পড়ছে ঘন ফুলের জঙ্গলের সামনে। ফুলগুলোর গন্ধ এতই মিষ্টি যে সেখানে কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকতে বাধ্য হচ্ছে ওরা।

নার্নিয়ার এই রূপ দেখে ইডমাউন্ডের মতো পিটার, সুসান আর লুসিও অবাক হয়ে যাচ্ছে। বিবররা কিন্তু অতটা অবাক হয়নি। কারণ তারা জানে আসলান এলে এরকমই হওয়ার কথা। তারা পিটার, লুসি আর সুসানকে এ-ব্যাপারে আগেই জানিয়েছে। কিন্তু তারপরও ব্যাপারটা ঠিক বিশ্বাস করতে পারছে না ওরা। তবে একটা ব্যাপারে ওরা নিশ্চিত যে সাদা ডাইনিই পুরো নার্নিয়াকে শীতকাল বানিয়ে রেখেছিল। শুধু শীতকালই বানায়নি, সেই সঙ্গে খারাপ আরও অনেক কিছুই করেছে সে। প্রথমত নার্নিয়ার স্বঘোষিত রানি হয়েছে সাদা ডাইনি। তারপর তার পক্ষে নয়–এমন সব জীব-জন্তুকে পাথর বানিয়েছে।

একটা ব্যাপার সবাই খুব খুশি ওরা। তুষার গলে যাওয়ায় সাদা ডাইনি এখন আর তার স্লেজটা ব্যবহার করতে পারবে না। কাজেই এখন আর অহেতুক

BanglaBook.org

তাড়াতাড়ি করছে না ওরা। ধীরে-সুস্থে, জঙ্গলের অপার সৌন্দর্য উপভোগ করতে করতে এগিয়ে যাচ্ছে। ওরা সবাই ক্লান্ত হলেও সেটা অবশ্য সহ্যের বাইরে নয়।

কিছুক্ষণ আগে দিক বদলেছে বিবর। কিন্তু স্টোন টেবিলে যেতে এখন একটু ডানদিকে অথাৎ দক্ষিণ দিকে ঘুরে যাওয়া উচিত তার। যদিও স্টোন টেবিলে যাওয়ার ঠিক রাস্তা ওটা নয়, তারপরও এখন আর নদীর উপত্যকা ধরে যাওয়াটা ঠিক হবে না। কারণ তুষার গলতে শুরু করার সব পানি গিয়ে জড়ো হবে এই নদীতে। এরই মধ্যে দ্বিগুণ হয়ে গেছে নদীর পানি। বন্যা শুরু হলে রাস্তা-ঘাট সব তলিয়ে যাবে পানিতে। কাজেই রাস্তা বদল করা ছাড়া আর কোনও উপায় নেই।

ইতিমধ্যে সূর্য ডুবতে শুরু করেছে। রোদ এখনও আছে। ঠিক গোধূলির আগে যেমন রোদ উঠতে দেখা যায় ঠিক তেমন লাল রোদ পড়েছে জমিনের অনেক জায়গায়। পিটার, সুসান আর লুসি নিজেদের ছায়ার দিকে তাকিয়ে বুঝতে পারল ক্ষণে ক্ষণে বড় হচ্ছে ওগুলো। এদিকে সন্ধ্যা লেগে আসায় এরই মধ্যে ফুলগুলো চিন্তা শুরু করেছে পাপড়িগুলো বন্ধ করে ফেলবে কিনা।

'পৌঁছতে আর খুব বেশি সময় লাগবে না আমাদের,' বলল বিবর।

তারপর আরও বেশ কিছুক্ষন হাঁটার পর ওদেরকে একটা চড়াইয়ের দিকে নিয়ে গেল সে। আশপাশে দাঁড়িয়ে আছে অসংখ্য গাছ। তবে এতক্ষণ ওরা যেসব গাছ দেখেছে এই গাছগুলো সেরকম নয়। আকারে এগুলো অনেক লম্বা। সত্যি কথা বলতে কি পিটার, সুসান আর লুসি আগে কখনও এত লম্বা গাছ দেখেনি।

যাই হোক, চড়াই বেয়ে উঠতে শুরু করল ওরা। কিছুক্ষণ পরই হাঁপিয়ে উঠল সবাই। তবে বিবররা একবার থামার কথা বলছে না। লুসি ভাবছে একবারও বিশ্রাম না নিয়ে পুরো চড়াইটা পার হওয়া তার পক্ষে সম্ভব না। ভাবলেও কথাটা মুখে বলতে পারল না ও। আশা করছে আর কয়েক সেকেন্ড পরেই হয়ত থামবে বিবর। কিছুক্ষণ পর লুসি অবাক হয়ে খেয়াল করল চড়াইয়ের ওপরে উঠে পড়েছে ও।

বিশ্রাম নেওয়ার জন্য সবুজ ঘাসের ওপর বসে পড়ল ওরা। চড়াইয়ের ওপরটা আসলে একটা পাহাড়ের চূড়া। গাছ-পালা প্রায় নেই বললেই চলে। আশপাশটা ভালভাবে দেখার জন্য কিছুক্ষণ পর বাসা থেকে উঠে দাঁড়াল ওরা। চক্ষু চড়কগাছ হয়ে গেল পিটার, সুসান আর লুসির। বুঝতেই পারেনি কখন এত ওপরে উঠে পড়েছে। অনেক নিচে নার্নিয়ার জঙ্গল দেখা যাচ্ছে। যেদিকে তাকাচ্ছে সেদিকই শুধু সবুজ আর সবুজ। আর এই সবুজের কোনও শেষ সীমা নেই। তবে ডানদিকে কোনও জঙ্গল দেখা যাচ্ছে না। অনেক দূরে কি যেন

BanglaBook.org

একটা চিকচিক করছে। জিনিসটা আবার থেমে নেই। কিছুক্ষণ তাকিয়ে থাকার পর ব্যাপারটা পরিষ্কার হলো পিটারের কাছে।

'ও মাই গড! ওটা তো সমুদ্র,' সুসানের কানের কাছে ফিসফিস করে বলল পিটার।

যাই হোক, পাহাড় চূড়ার ঠিক মাঝখানে গোল করে রাখা চারটে পাথর দেখতে পেল ওরা। ওটার ওপরে ধূসর রঙের একটা বিশাল পাথর রাখা হয়েছে। লুসি, পিটার আর সুসান বুঝতে পারল এটাই স্টোন টেবিল। দেখে মনে হচ্ছে জিনিসটা খুব পুরানো। স্টোন টেবিলের দিকে এগিয়ে গেল ওরা। বিশাল পাথরটার সব জায়গায় অদ্ভুত আকারের নানারকম অক্ষর আঁকা হয়েছে। এরকম অক্ষর আগে কখনও দেখেনি সুসান, পিটার আর লুসি। স্টোন টেবিলটা দেখার পর থেকে অদ্ভুত অনুভূতি হচ্ছে ওদের।

যাই হোক, অনেকক্ষণ ধরে স্টোন টেবিলটা খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখল ওরা। তারপর হঠাৎ পাহাড় চূড়ার এক পাশে একটা তাঁবু দেখা গেল। জিনিসটা এতক্ষণ চোখে পড়েনি ওদের। সূর্যের আলো পড়ায় অদ্ভুত সুন্দর লাগছে তাঁবুটা। মনে হচ্ছে হলুদ রঙের সিল্কের কাপড় দিয়ে বানানো হয়েছে ওটা। তাঁবুর চারকোণে চারটে দড়ি আছে। সেগুলোর সঙ্গে পেরেক বেঁধে পুতে দেওয়া হয়েছে মাটিতে। সূর্যের আলো লাগায় টকটকে লাল হয়ে আছে দড়িগুলো। একটা ব্যাপার খেয়াল করে অবাক হয়ে গেল সুসান, পিটার আর লুসি। পেরেকগুলো সব আইভরির তৈরি। তাঁবুর ওপরে একটা পোল আছে। বিশাল এক ব্যানার টাঙানো হয়েছে সেটার ওপর। ব্যানারে আঁকা হয়েছে লাল রঙের একটা সিংহ। বাতাসে পতপত করে উড়ছে ব্যানার। এ-সময় হঠাৎ ডানদিক থেকে মিষ্টি একটা সুর শুনতে পেল ওরা। ঘাড় ঘুড়িয়ে সেদিকে তাকাল সবাই।

এরকম একটা দৃশ্য দেখতে পাবে সেটা কখনও কল্পনা করেনি ওরা। অর্ধবৃত্ত হয়ে দাঁড়িয়ে আছে বিভিন্ন ধরণের জীব-জন্তু। তাদের ঠিক মাঝখানে– রাজকীয় ভঙ্গিতে দাঁড়িয়ে আছে আসলান।

জলপরী আর বনপরীকে দেখাও যাচ্ছে। তাদের হাতে রয়েছে বিভিন্ন ধরনের যন্ত্রসঙ্গীত। চারটে অদ্ভুত জীব চোখে পড়ল ওদের। এদের অর্ধেক শরীর মানুষের মতো বাকি অর্ধেক ঘোড়ার মতো। ইংল্যান্ডের ফার্মে যেরকম তাগড়া ঘোড়া থাকে এই ঘোড়াগুলো দেখতে ঠিক সেরকম। অদ্ভুত জীবগুলোর যেটুকু অংশ মানুষের মতো সেটা দেখে কিছুটা ভয়ই পেয়ে গেল পিটার, সুসান আর লুসি। কারণ আদল মানুষের মতো হলেও আকারে এত বিশাল যে ওগুলোকে দৈত্য বলে মনে হচ্ছে। ঘোড়ার মতো দেখতে আরেকটা জীব দেখতে পেল ওরা। তবে এটার মাথায় শিঙ আছে। তাও আবার দুটো নয়, একটা। বেশ

BanglaBook.org

বড়সড় একটা ষাঁড়ও দেখা যাচ্ছে। অদ্ভুত ব্যাপার, ষাঁড়টার মাথা ঠিক একটা মানুষের মতো। বড় আকারের একটা জলচর পাখি আর বিশাল একটা কুকুরও আছে। আসলানের ঠিক সামনে দুটো চিতা বাঘ বসে আছে।

যাই হোক, ওদেরকে দেখতে পেয়েছে আসলান। তবে পিটার, সুসান, লুসি, বিবর বা আসলান–কেউই বুঝতে পারছে না এখন কি করা উচিত। কারও মুখেই কোনও কথা নেই।

অনেক কষ্টে সাহস সঞ্চয় করে আসলানের দিকে তাকাল ওরা তিনজন। এক পলকের জন্য আসলানের ঘাড়ের ওপর থাকা সোনালী রঙের চুলগুলো দেখল। তারপর তাকাল তার চোখের দিকে। তিনজনের কেউই কিন্তু কয়েক সেকেন্ডের বেশি স্থির রাখতে পারল না চোখ। আসলানের চোখ যেন ওদেরকে সম্মোহিত করে ফেলছে।

'যাও,' বললেন ছেলে বিবর।

'না,' ফিসফিস করে বলল পিটার। 'আপনি আগে যান।'

'না। তুমি হচ্ছো এ্যাডামের ছেলে। কাজেই তোমারই আগে যাওয়া উচিত,' বলল বিবর, সেও ফিসফিস করে কথা বলছে।

'সুসান,' বলল পিটার। 'লেডিস ফার্স্ট।'

'বাপরে! মেরে ফেললেও আমি তাঁর সঙ্গে কথা বলতে পারব না। লেডিস ফার্স্ট ঠিক আছে। কিন্তু শুধু আমাকেই বা বলছ কেন? চোখে কি ঠুলি পরে আছো? লুসি নেই! তাছাড়া আমাদের মধ্যে তুমিই তো সবচেয়ে বড়। সবার আগে তোমরাই তো সামনে যাওয়া উচিত।'

আরও কিছুক্ষণ ফিসফিস করে তর্ক চালিয়ে গেল ওরা। যত সময় যাচ্ছে ততই বাড়ছে ওদের ভয়। একসময় পিটার বুঝতে পারল ওকেই কথা বলতে হবে আসলানের সঙ্গে।

হঠাৎ খাপ থেকে এক টান দিয়ে তরোয়ালটা বের করে আনল পিটার। এক হাতে সেটা উঁচু করে ধরে বলল, 'এসো আমার সঙ্গে। সবাই একসঙ্গে থাকব আমরা।'

আসলানের সঙ্গে যুদ্ধ করার কোনও ইচ্ছে নেই পিটারের। নিজেকে কিছুটা সাহস দেওয়ার জন্যই তরোয়াল হাতে নিয়েছে সে। পিটারকে কাণ্ড দেখে কিছু মনে করছে না আসলান। কারণটা সে বুঝতে পেরেছে।

যাই হোক, আসলানের সামনে যাওয়ার পর কথা বলে উঠল পিটার।

'আমরা এসেছি, আসলান।'

'এ্যাডামের ছেলে–পিটার, তোমাকে স্বাগতম। স্বাগতম জানাই ঈভের দুই মেয়ে সুসান আর লুসিকেও। মেয়ে বিবর আর ছেলে বিবর–তোমাদেরকেও

BanglaBook.org

স্বাগতম,' বলল আসলান।

এরকম ভরাট আর গভীর কণ্ঠ আর কোথাও শোনেনি ওরা। কিন্তু তাতে একটু ভয় লাগছে না ওদের। একবার কথা বলতে পারায় সব ভয় আর জড়তা দূর হয়ে গেছে ওদের। এখন মনে হচ্ছে ইচ্ছে করলেই আসলানের সঙ্গে অনেক কথা বলতে পারবে।

'কিন্তু তোমাদের সঙ্গে তো আরও একজনের থাকার কথা। সে কোথায়?' জানতে চাইল আসলান।

'আসলে দোষটা আমার, আসলান,' বলল পিটার। 'তাকে অনেক রাগারাগি করেছিলাম আমি। সম্ভবত সেই কারণেই ভুল পথে পা বাড়িয়েছে সে।'

পিটারের কথা শুনে কিছু বলল না আসলান। শুধু মুখ তুলে পিটারের দিকে তাকাল একবার। চোখ দুটো আগের মতোই স্থির। সবাই বুঝতে পারছে এ-ব্যাপারে আসলে কিছু বলার নেই আসলানের।

'প্লিজ, আসলান!' বলল লুসি। 'ইডমাউন্ডকে বাঁচাবার জন্য আপনাকে কিছু একটা করতে হবে।'

'সবকিছু করা হবে। তবে তোমরা যত সহজ বলে ভাবছ কাজটা আসলে ততটা সহজ নয়,' এই পর্যন্ত বলে থামল আসলান। এতক্ষণ লুসি ভাবছিল আসলান হচ্ছে এক রাজকীয়, শক্তিশালী এবং শান্তিপ্রিয় সিংহ-ঠিক বনের রাজা যেরকম হয়। কিন্তু এখন আসলানের চেহারার দেখে মনে হচ্ছে কোথাও একটা দুঃখ আছে তার। তবে আসলানের মুখের এই ভাব কয়েক সেকেন্ডের বেশি স্থায়ী হলো না। ঝাঁকি দিয়ে কিছু একটা মাথা থেকে ঝেড়ে ফেলতে চাইল সে। ঘাড়ের সোনালী কেশরে ঢেউ উঠল। তারপর থাবাগুলো ভাঁজ করে একসঙ্গে রাখল আসলান।

'ভয়ংকর থাবা,' মনে মনে ভাবল লুসি।

'যাই হোক, এখন খাবারের আয়োজন করা উচিত তোমাদের জন্য,' বলল আসলান। 'ঈভের এই দুই মেয়েকে তাঁবুর ভিতরে নিয়ে যাও। দেখো, ওদের আরাম-আয়েশের যেন কোনও কমতি না হয়।'

সুসান আর লুসি চলে যাওয়ার পর মুখ তুলে পিটারের দিকে তাকাল আসলান। তারপর ভরাট গলায় বলল, 'এ্যাডামের ছেলে, পিটার। আমার সঙ্গে এসো তুমি। একটা দুর্গ দেখাব তোমাকে। একসময় ওই দুর্গের রাজা হবে তুমি।'

প্রথমে একটু অস্বস্তি হলেও মুহূর্তের মধ্যে সেটা কাটিয়ে উঠল পিটার। তরোয়াল ধরা হাতটা উঁচু করে রেখেছে এখনও। আসলানের পিছু নিয়ে নয়, বরং তার সঙ্গে তাল মিলিয়ে হাঁটছে। পাহাড়ের পুবদিকে যাচ্ছে আসলান।

BanglaBook.org

কিছুক্ষণ পর পাহাড়ের একেবারে কিনারায় পৌঁছে গেল ওরা। অদ্ভুত সুন্দর এক দৃশ্য উন্মোচিত হলো ওদের সামনে। মন্ত্রমুগ্ধের মতো সেদিকে তাকিয়ে আছে পিটার। ওদের ঠিক পিছনেই ডুবতে শুরু করেছে সূর্য। পাহাড়ের এই চূড়া থেকে পুরো নার্নিয়া দেখা যাচ্ছে। গোধূলির শেষ আলো পড়েছে জঙ্গল, পাহাড় আর উপত্যকার ওপর। দেখে মনে হচ্ছে সিলভার রঙের একটা সাপ যেন এঁকেবেঁকে চলে যাচ্ছে। এ-সব কিছুর পিছনে, কয়েক মাইল দূরে আছে সমুদ্র। তারপর সবশেষে আছে বিশাল আকাশ। দেখে মনে হচ্ছে আকাশ আর সমুদ্র যেন একসঙ্গে মিশে গেছে। আকাশে ছেঁড়া-ছেঁড়া অসংখ্য মেঘ দেখতে পেল পিটার। সূর্যের আলো লেগে গোলাপের মতো লাল হয়ে আছে ওগুলো। নার্নিয়ার জঙ্গল যেখানে শেষ হয়েছে, ঠিক সেখান থেকে শুরু হয়েছে সমুদ্র। এতদূর থেকেও বড় নদীটা চিনতে পারল পিটার। তবে নদীর মুখের কাছে, ছোট্ট একটা পাহাড়ের ওপরে কিছু একটা চকচক করতে দেখা যাচ্ছে। ওটা আসলে একটা দুর্গ। জানলায় সূর্যের আলো লাগায় চিকচিক করছে। পিটারের ধারণা ওটা বুঝি বড় ধরনের কোনও তারা।

'ওই যে চিকচিক করছে,' বলল আসলান। 'জানো ওটা কি? ওটা হচ্ছে কেয়ার প্যারাভেল দুর্গ। ওটার ভিতর চারটে সিংহাসন আছে। এই চারটের মধ্যে একটা সিংহাসনে বসতে হবে তোমাকে। এ-জন্যই দুর্গটা তোমাকে দেখালাম।'

আসলানের কথা শুনে কিছু বলল না পিটার। আসলানও চুপ করে আছে। হঠাৎ অদ্ভুত এক আওয়াজ হওয়ায় নীরবতা ভেঙে গেল। কোথায় যেন একটা বিউগল বাজছে—খুব আস্তে।

'তোমার বোন এই বিউগল বাজাচ্ছে,' খুব আস্তে আস্তে বলল আসলান। এতই আস্তে যে শোনা যায় কি যায় না।

আসলানের কথা শুনে প্রথমে কিছুই বুঝতে পারল না পিটার। হঠাৎ দেখতে পেল অদ্ভুত জীবগুলো তাঁবুর দিকে দৌড়াচ্ছে। এ-সময় আবার কথা বলে উঠল আসলান, 'ওখানে যেও না তোমরা। পুরো ব্যাপারটা সামলাতে দাও প্রিন্সকে।'

মুহূর্তের মধ্যে পুরো ব্যাপারটা বুঝে ফেলল পিটার। বিন্দুমাত্র দেরি না করে ছুট লাগাল তাঁবুর দিকে। ভিতরে গিয়ে ভয়ংকর এক দৃশ্য দেখতে পেল পিটার।

তাঁবুর ভিতরে, সব জায়গায় ছড়িয়ে-ছিটিয়ে আছে জলপরী আর বনপরী। পিটারকে দেখার সঙ্গে সঙ্গে তার দিকে ছুটে আসছে লুসি। সুসানকেও দেখতে পেল পিটার। একটা গাছ লক্ষ্য করে প্রাণ-পণে দৌড়াচ্ছে। বিশাল আকারের হিংস্র এক পশু তাড়া করছে তাকে। পিটারের মনে হলো ওটা বিরাট আকারের একটা ভল্লুক। কিন্তু পরক্ষণেই ভাবল ভল্লুক না, ওটা দেখতে একটা অ্যালসেশিয়ান কুকুরের মতো। কিন্তু তাও মিলছে না ব্যাপারটা। অ্যালসেশিয়ান

BanglaBook.org

কুকুর এত বড় হয় না। আরও কয়েক সেকেন্ড পর পুরোপুরি নিশ্চিত হতে পারল পিটার। ওটা আসলে একটা বিশাল আকারের নেকড়ে। ইতিমধ্যে গাছের ওপর চড়ে বসেছে সুসান। গাছের কাছে গিয়ে ভয়ংকরভাবে হুঙ্কার করছে নেকড়েটা। প্রচণ্ড আক্রোশে থাবা দিয়ে আঁচর কাটছে গাছে। পিটার দেখল গাছের ওপর উঠে বসলেও সুসানের একটা পা নিচের দিকে ঝুলে আছে। নেকড়ের মুখ থেকে মাত্র এক কি দুই ইঞ্চি ওপরে। সুসানের ওপর খুব রাগ হলো পিটারের। আরেকটু উপরে উঠতে পারলেই তো বিপদ কেটে যায় ওর। সুসানের মুখের দিকে তাকাল পিটার। সঙ্গে সঙ্গে বুকটা ধড়াস করে উঠল। প্রচণ্ড ভয় পেয়েছে সুসান। সম্ভবত কিছুক্ষণের মধ্যে জ্ঞান হারাবে। জ্ঞান হারাবার সঙ্গে সঙ্গে নিচে পড়ে যাবে সে। তারপর... আর কিছু ভাবতে পারল না পিটার।

কি করতে হবে সেটা জানলেও ভয়ে হাত-পা সেঁটিয়ে আসছে পিটারের। রীতিমতো অসুস্থবোধ করছে ও। তবে মুহূর্তের মধ্যে মন থেকে সব ভয় ঝেটিয়ে বিদায় করে দিল পিটার।

চোখের পলকে নেকড়ের কাছে পৌঁছে গেল ও। খাপ থেকে আগেই বের করেছে তরোয়াল। ভালভাবে লক্ষ্যস্থির না করে তরোয়াল চালাল পিটার। কাজেই নেকড়ের গায়ে লাগল না সেটা।

চড়কির মতো এক পাক ঘুরল নেকড়ে। চেয়ে আছে পিটারের দিকে। চোখ দুটোয় যেন আগুন জ্বলছে। বিশাল মুখটা হাঁ করে রেখেছে হিংস্র পশুটা। প্রচণ্ড রাগে গজরাচ্ছে। মুখটা এত বড় যে ইচ্ছে করলেই পিটারের মাথাটা মুখের ভিতর নিয়ে নিতে পারে। কিন্তু প্রচণ্ড রাগে পিটারকে আক্রমণ করছে না নেকড়েটা। কিছুটা সময় নিচ্ছে। কিন্তু এই রাগের কারণেই ভবলীলা সাঙ্গ হয়ে গেল ওটার। এরপর খুব দ্রুত ঘটতে শুরু করল সবকিছু। কীভাবে কি ঘটেছে সেটা বোধহয় নিজেও ঠিকমতো বলতে পারবে না পিটার। চিন্তা করার সময় নেই। যে কোনও মুহূর্তে তার ওপর আক্রমণ করবে নেকড়ে। এবার ভালভাবে লক্ষ্যস্থির করল না পিটার। নেকড়ের চার পায়ের ঠিক মাঝখানে তরোয়াল চালাল। বুঝতে পারল নেকড়ের হৃদপিণ্ড এফোঁড়-ওফোঁড় করে দিয়েছে ওটা। তবে থামল না পিটার। প্রচণ্ড শক্তিতে একবার সামনে আর একবার পিছনে ঠেলছে তরোয়াল। পিটারের মনে হলো এগুলো বাস্তবে না ঘটছে। একটা দুঃস্বপ্ন দেখছে সে। কিছুক্ষণ পর পিটার বুঝতে পারল নেকড়েটা মারা গেছে। নেকড়ের শরীর থেকে তরোয়ালটা বের করে আনল ও। তারপর হাতের চেটো দিয়ে ঘাম মুছল মুখের। জীবনে আর কোনদিন এত ক্লান্ত হয়নি পিটার।

কিছুক্ষণ পর গাছ থেকে নামল সুসান। পিটারকে জড়িয়ে ধরে কেঁদে ফেলল ও। একে-অপরকে ধরে চুমু খাচ্ছে।

BanglaBook.org

'তাড়াতাড়ি! তাড়াতাড়ি!' এ-সময় চিৎকার করে উঠল আসলান। 'আরেকটা নেকড়েকে দেখেছি আমি। ঘন ঝোপ-ঝাড়ের ভিতর লুকিয়ে আছে ওটা। যাও, ধরো ওটাকে। সম্ভবত নিজের মালিকের কাছে ফিরে যাচ্ছে। এ্যাডামের চার নম্বর ছেলেকে উদ্ধার করার একটা সুযোগ পাওয়া গেছে। দেরি করলে চলবে না।'

আসলানের কথা শুনে এক জায়গায় জড়ো হলো সব জীব-জন্তু। তারপর সদলবলে রওনা হলো দ্বিতীয় নেকড়েকে ধরার জন্য।

এদিকে এখনও হাঁপাচ্ছে পিটার। হঠাৎ বুঝতে পারল আসলান ওর পাশে দাঁড়িয়ে আছে।

'তরোয়াল পরিষ্কার করতে ভুলে গেছ তুমি,' বলল আসলান।

তরোয়ালটার দিকে তাকাল পিটার। দেখল সত্যি ওটা পরিষ্কার করা হয়নি। নেকড়ের রক্ত আর চুল লেগে আছে ওটার দুই পাশে। নিচু হয়ে ঘাসের সঙ্গে তরোয়াল ঘষল পিটার। পরিষ্কার হয়ে গেল ওটা।

'হাঁটু মুড়ে বসে পড়ো আমার সামনে। তারপর তরোয়ালটা দাও আমার হাতে,' বলল আসলান।

তার কথামতো কাজ করল পিটার। তরোয়াল নিয়ে সেটা দিয়ে হালকাভাবে পিটারের গায়ে ছোঁয়াল আসলান। তারপর বলল, 'শয়তান নেকড়ের যম–স্যার পিটার, উঠে পড়ো। আরেকটা কথা, যাই ঘটে যাক, কখনও তোমার তরোয়াল পরিষ্কার করতে ভুলবে না।'

BanglaBook.org

সময়ের প্রারম্ভে গভীর মায়া

এখন আমাদের দেখা উচিত ইডমাউন্ড কি করছে। ঘণ্টার পর ঘণ্টা হাঁটতে হওয়ায় ক্লান্ত হয়ে গেছে ও। এখনও কেন জ্ঞান হারাচ্ছে না সেটা ভেবে অবাকও হয়ে যাচ্ছে।

যাই হোক, অন্ধকার একটা উপত্যকার কাছে এসে থামল সাদা ডাইনি। ক্লান্তির একেবারে শেষ সীমায় পৌঁছে গেছে ইডমাউন্ড। ঘাসের ওপর বসে পড়ল ও। সাদা ডাইনি বা বামন যা ইচ্ছে বলুক–কিছুই পরোয়া করার মতো অবস্থায় আর নেই ইডমাউন্ড। প্রচণ্ড খিদে আর তৃষ্ণা পেয়েছে। তবে সাদা ডাইনিকে অনুরোধ করার ইচ্ছে, শক্তি বা সাহস–কোনটাই নেই ওর। এদিকে ইডমাউন্ডের দিকে নজর দেওয়ার সময় নেই সাদা ডাইনি আর বামনের। দুজনে মিলে নীচু স্বরে আলাপ করছে তারা।

'না, মহামান্য রানি,' বলল বামনটা। 'এখন আর ওদিকে গিয়ে কোন লাভ হবে না আমাদের। এতক্ষণে নিশ্চয়ই স্টোন টেবিলের কাছে পৌঁছে গেছে ওরা।'

'এখনই এত হতাশ হওয়ার কিছু নেই,' বলল সাদা ডাইনি। 'তবে নেকড়ের জন্য অপেক্ষা করা উচিত আমাদের। সে নিশ্চয়ই কিছু একটা খবর দিতে পারবে।'

'আমার মনে হয় তার কাছে থেকে ভাল কোনও খবর পাব না আমরা,' বলল বামন।

'কেয়ার প্যারাভেলে চারটে মোট চারটে সিংহাসন আছে,' বলল সাদা ডাইনি। 'তারমধ্যে যদি তিনটে ভরাট করা হয় আর একটা যদি বাকি থাকে তাহলে তো কোনও বিপদ ঘটবে না আমার।'

'কিন্তু সমস্যা হচ্ছে সে এখানে আছে,' বলল বামন। সাদা ডাইনির ভয়ে আসলান নামটা মুখে আনতে পারছে না।

'খুব বেশিক্ষণ এখানে থাকতে পারবে না সে,' বলল সাদা ডাইনি। 'সে চলে গেলেই কেয়ার প্যারাভেলে গিয়ে ওই তিনজনকে ধরতে পারব আমরা।'

'সেটাই ভাল হবে,' বলল বামন। তারপর হঠাৎ পিটারকে কষে এক লাথি

BanglaBook.org

মারল সে। 'এটা হচ্ছে আমাদের তুরুপের তাস। চোখে চোখে রাখতে হবে ওকে।'

'ঠিক বলেছ তুমি,' বলল সাদা ডাইনি। 'ও এখন আমাদের সম্পত্তি। ওর জন্য আমাদের যে কোনও শর্ত মানতে রাজি হবে আসলান।'

'হ্যাঁ, তারপর আমরা সেটাই করব যা আমাদের করা উচিত,' বামন।

'আমি চাই পুরো ব্যাপারটা স্টোন টেবিলেই হোক,' বলল সাদা ডাইনি।

এ-সময় হঠাৎ জঙ্গলের ভিতর থেকে এক নেকড়ে এসে পড়ল ওদের সামনে।

'আমি দেখেছি তাদেরকে, মহামান্য রানি! আমি দেখেছি তাদেরকে! তারা সবাই স্টোন টেবিলের কাছে জড়ো হয়েছে। আমার স্যার, মিউগ্রিমকে খুন করেছে তারা। ঝোপের আড়াল থেকে সব দেখেছি আমি। এ্যাডামের একটা ছেলে খুন করেছে তাকে। ওড়ো! ওড়ো! উড়ে পালাও সবাই!'

'চুপ করো, ইডিয়ট! পালাবার কোনও দরকার নেই আমাদের,' বলল সাদা ডাইনি। 'তবে সব কাজ তাড়াতাড়ি সারতে হবে। যেসব পশু-পাখি আমার দলে তাদের সবাইকে খবর দাও। যুদ্ধ করতে হবে আমাদেরকে। তোমরা কি ভুলে গেছ যে এখনও আমার হাতে জাদুর ছড়িটা আছে। যে কোনও মুহূর্তে যে কাউকে পাথর বানিয়ে ফেলতে পারি আমি। তাড়াতাড়ি খবর দাও সবাইকে। এখানে কিছু কাজ আছে আমার। তুমি চলে গেলেই সেই কাজ শুরু করব আমি।'

সাদা ডাইনিকে বো করে ছুট লাগল নেকড়ে।

'এখন আসল কাজটা করতে হবে আমাদের,' বলল সাদা ডাইনি। 'একটা টেবিল থাকলে কাজটা অনেক সহজে করতে পারতাম আমি। তবে চিন্তার কিছু নেই। ওকে একটা গাছের গুঁড়ির সঙ্গে বেঁধে ফেল তুমি।'

প্রথমে ইডমাউন্ডের পা দুটো বেঁধে ফেলল বামন। তাকে বাধা দেবে সেই শক্তি নেই ইডমাউন্ডের। কিছুক্ষণ পর একটা গাছের গুঁড়ির সঙ্গে বাঁধা হলো ওকে। তারপর চুল ধরে মাথাটা পিছন দিকে টেনে আনা হলো।

'বিজয়ের জন্য তৈরি হও,' বলল সাদা ডাইনি। এ-সময় হঠাৎ অদ্ভুত এক আওয়াজ শুনতে পেল ইডমাউন্ড। চেষ্টা করলেও ধরতে পারছে না শব্দটা কিসের। কিছুক্ষণ পর সব পরিষ্কার হয়ে গেল ইডমাউন্ডের কাছে। ছুরিতে শান দিচ্ছে সাদা ডাইনি।

ঠিক এ-সময় চারদিক থেকে শোরগোল উঠল। একসঙ্গে অনেক কিছু শুনতে পাচ্ছে ইডমাউন্ড। প্রথমে অনেকগুলো খুরের শব্দ, তারপর ডানা ঝাপটানো আওয়াজ এবং সবশেষে সাদা ডাইনির চিৎকার। অন্ধকার হওয়ায়

BanglaBook.org

কিছুই দেখতে পাচ্ছে না ইডমাউন্ড। ক্রমাগত বেড়ে চলছে আওয়াজ। হঠাৎ কেউ একজন বাঁধন খুলে দিল ইডমাউন্ডের। শক্ত হাতে কেউ জড়িয়ে ধরল ওকে। তারপর খুব নরম সুরে বলল

'এখানেই শুইয়ে দাও ওকে... ওয়াইন দাও...। ওয়াইনটা পান করো... শান্ত হয়ে থাকো...সব ঠিক আছে। কিছুক্ষণের মধ্যেই সুস্থ হয়ে উঠবে তুমি।'

কি হচ্ছে না হচ্ছে সে ব্যাপারে কোনও ধারণা নেই পিটারের। তবে এটুকু বুঝতে পারছে তার বিপদ কেটে গেছে। কিছুক্ষণ আরও অনেক কথা শুনতে পেল ইডমাউন্ড। উদ্ধারকারী দল নিজেদের সঙ্গে কথা বলছে।

'সাদা ডাইনিকে কে ধরেছে?'

'আমার মনে হয় তুমিই ধরেছ তাকে,' বলল একজন।

'না, আমি না,' উত্তর দিল একজন। 'বাড়ি মেরে সাদা ডাইনির হাত থেকে ছুরিটা ফেলে দিই আমি। তারপর বামনকে ধাওয়া করি। আমার মনে হয় পালিয়েছে সাদা ডাইনি।'

ওদের কথা শুনতে শুনতেই একসময় জ্ঞান হারাল ইডমাউন্ড।

কিছুক্ষণ পর স্টোন টেবিলের দিকে রওনা হলো সবাই। ইডমাউন্ডকে কোলে করে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। পিটার নেকড়েকে খতম করার পর আসলানের নির্দেশে পিটারকে উদ্ধার করতে আসে এ-সব জীব-জন্তু। প্রথমে ওরা দ্বিতীয় নেকড়েকে আক্রমণ করতে চেয়েছিল। কিন্তু প্রাণের ভয়ে প্রাণ-পণে দৌড় দেয় সে। তাকে ধরতে না পারলেও হাল ছেড়ে দেয়নি তারা। পিছু নিয়ে আসছিল ঠিকই। কিছুটা পিছিয়ে থাকলেও সময়মতো ঠিকই এসে পড়েছে তারা পিটারকে উদ্ধার করার নির্দেশ দিয়েছিল আসলান। সেই কাজটা ঠিকভাবেই করতে পেরেছে। নেচে, গেয়ে হইহই করতে করতে স্টোন টেবিলের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে অদ্ভুত জীবগুলো। তবে ওরা দ্বিতীয় নেকড়ের পিছু নেওয়ার পর অদ্ভুত ঘটনা ঘটে স্টোন টেবিলে।

আসলানের সঙ্গে কথা হওয়ার পর বিশ্রাম নেওয়ার সময় তাঁবুর ভিতর ঢুকে পড়ে পিটার। ওর পিছু নেয় সুসান আর লুসিও। আকাশে পূর্ণ চাঁদ ওঠায় পাহাড়ের চূড়া আলোকিত হয়ে আছে। হঠাৎ কোত্থেকে কে জানে পুরনো একটা গাছের গুঁড়ি আর বড় সাইজের একটা বোল্ডার এসে উদয় হলো পাহাড় চূড়ায়। তোমরা যদি ওই গুঁড়ি আর বোল্ডারটার দিকে তাকিয়ে থাকতে তাহলে ব্যাপারটা অস্বাভাবিক লাগত তোমাদের। গুঁড়িটা দেখে তোমাদের মনে হত ওটা আসলে ছোট আর খুব মোটা এক মানুষ। কিছুক্ষণ পর দেখা গেল গুঁড়িটা হেঁটে বোল্ডারটার কাছে চলে যাচ্ছে। অবিশ্বাস্য হলেও সত্যি যে কয়েক মিনিট পর একে-অপরের সঙ্গে কথা বলতে শুরু করল বোল্ডার আর গুঁড়ি। ব্যাপারটা এবার

BanglaBook.org

একটু খোলাসা করে বলি তোমাদের। আসলে বোল্ডারটা হচ্ছে সাদা ডাইনি। আর স্ট্যাম্পটা হচ্ছে বামন। তোমাদেরকে আগেই বলেছি সাদা ডাইনি অনেক রকম জাদু জানে। তারমধ্যে একটা হচ্ছে ছদ্মবেশ। ছুরিটা তার হাত থেকে ফেলে দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে মন্ত্র পড়ে এরকম একটা ছদ্মবেশ নেয় সাদা ডাইনি। শুধু নিজে নয়, বামনকেও একটা ছদ্মবেশ দিয়েছে সে। সবচেয়ে দুশ্চিন্তার কথা এত বিপদের মধ্যেও ছুরিটা ছেড়ে দেয়নি সাদা ডাইনি।

তাঁবুর ভিতর থাকায় এ-সবের কিছুই জানতে পারল না সুসান, পিটার, লুসি, আসলান, বিবররা।

আগের দিন অনেক ধকল যাওয়ায় সকালে অনেক দেরি করে ঘুম ভাঙল সুসান, পিটার আর লুসির। মেয়ে বিবর ওদেরকে জানাল যে কাল রাতে উদ্ধার করা হয়েছে ইমাউন্ডকে। এখন তাঁবুর বাইরে আসলানের সঙ্গে গল্প করছে সে। তক্ষুনি ইডমাউন্ডের সঙ্গে দেখা করতে চাইল ওরা। কিন্তু বাধা দিলেন মিসেস বিবর। বললেন, নাস্তা না খেয়ে কোথাও যেতে পারবে না ওরা। তিনি আসলে জানতেন যে, এখন ইডমাউন্ডের সঙ্গে দেখা করলে নাস্তা খাওয়ার কথা ভুলে যাবে ওরা।

যাই হোক, তড়িঘড়ি করে নাস্তা খেল ওরা। তারপর বেরিয়ে এল তাঁবুর বাইরে। মেয়ে বিবরের কথাই ঠিক। হাঁটতে হাঁটতে কথা বলছে আসলান আর ইওডমাউন্ড। তোমাদেরকে নিশ্চয়ই বলে দিতে হবে না ইডমাউন্ডের সঙ্গে কি ব্যাপারে কথা বলছে আসলান। জীবনে কোনদিন এই আলোচনার কথা ভুলতে পারবে না ইডমাউন্ড।

যাই হোক, সামনে এগিয়ে গেল পিটার, সুসান আর লুসি। ওদের উপস্থিতি টের পেয়ে ঘুরল আসলান।

'বহাল তবিয়তে আছে তোমাদের ভাই,' বলল আসলান। 'অতীতে কি ঘটেছে সেটা নিয়ে আলোচনা করার কোনও দরকার নেই।'

ভাইবোনদের সবার সঙ্গে হাত মেলাল ইডমাউন্ড। তারপর মাথা নীচু করে বলল, 'আমি দুঃখিত।'

'ঠিক আছে। ব্যাপারটা ভুলে গেছি আমরা,' একযোগে বলে উঠল পিটার, সুসান আর লুসি।

সবাই ওরা বুঝতে পারছে যে পরিবেশটা কঠিন হয়ে গেছে। ইডমাউন্ডকে এমন একটা কিছু বলা উচিত যাতে তার মনে হয় যে ওরা আবার একে-অপরের বন্ধু হয়ে গেছে। কিছু একটা বলার জন্য তিনজনেই চেষ্টা করছে ওরা। কিন্তু কিছুই বলতে পারছে না। এ-সময় দুটো চিতাবাঘ এসে হাজির হলো আসলানের সামনে।

BanglaBook.org

'স্যার, শত্রুদের পক্ষ থেকে একজন বার্তাবাহক এসেছে। আপনার সঙ্গে কথা বলতে চায় সে।'

'ঠিক আছে,' বলল আসলান। 'ডাকো তাকে।'

বার্তাবাহককে ডাকার জন্য ফিরে গেল চিতা দুটো। কয়েক মিনিট পর আবার ফিরে এলো তারা। সঙ্গে সাদা ডাইনির বামন। সেই বার্তাবাহক।

'কি বার্তা নিয়ে এসেছ তুমি?' জানতে চাইল আসলান।

'নার্নিয়ার রানি আপনার সঙ্গে কথা বলার জন্য একটা নিরাপদ জায়গা চান। তিনি যে বিষয় নিয়ে কথা বললেন তাতে আপনার এবং তাঁর–দুজনেরই উপকার হবে।'

'কথা শোনো একবার! নার্নিয়ার রানি!' বলল ছেলে বিবর।

'শান্তি, বিবর! শান্তি! যার যা পাওনা তাকে তাই দেওয়া হবে। কেউ একজন নিজেকে রানি বললেই এখন আর সেটা মেনে নেওয়া হবে না। যাই হোক, তোমার মালিককে গিয়ে বল তার সঙ্গে কথা বলতে রাজি আছি আমি। কথা দিচ্ছি কেউ কোনও ক্ষতি করবে না তার। তবে আমার একটা শর্ত মানতে হবে তাকে। জাদুর ওই ছড়ি নিয়ে আমার সঙ্গে দেখা করতে আসতে পারবে না সে। ছড়িটা একটা ওক গাছের নিচে রেখে আসতে হবে তাকে।'

আসলানের কথা শুনে মাথা ঝাঁকাল বামন। তারপর ঘুরে দাঁড়াল ফিরে যাবার সময়। দুই চিতাকে ইঙ্গিত করল আসলান। কিছু বলতে হলো না তাদেরকে। বামনের সঙ্গে তাল মিলিয়ে হাঁটছে তারা। সাদা ডাইনি আসলানের শর্ত মানে কিনা সেটা নিজ চোখে দেখবে চিতা দুটো।

'সাদা ডাইনি যদি চিতা দুটোকে পাথর বানিয়ে ফেলে?' পিটারকে ফিসফিস করে বলল লুসি।

ভুল কিছু বলেনি লুসি। সত্যি এরকম কিছু ঘটতে পারে। চিতা দুটোর মাথাতেও একই কথা খেলছে। বড় কোনও কুকুরকে দেখে বিড়ালের লোম আর লেজ যেমন খাড়া হয়ে থাকে ঠিক সেরকম চিতা দুটোর লোম আর লেজ খাড়া হয়ে আছে। দুজনেই খুব সতর্ক হয়ে আছে। যে কোনও পরিস্থিতির জন্য তৈরি।

'যে কোনও বিপদ সামলাবার ক্ষমতা আছে ওদের,' বলল পিটার। 'নইলে আসলান ওদেরকে এই কাজের দায়িত্ব দিতেন না।'

কয়েক মিনিট পরে দেখা গেল সাদা ডাইনিকে। চড়াই বেয়ে উঠে আসছে। আগেই তোমাদেরকে বলেছি পাহাড় চূড়ার ওপরে একটা গাছের গুঁড়ির ছদ্মবেশ নিয়ে ছিল সাদা ডাইনি। সেই ছদ্মবেশ ছেড়ে পাহাড় চূড়া থেকে নেমে পড়ে সে। এ-সময় বামনও তার সঙ্গে যায়।

BanglaBook.org

যাই হোক, কিছুক্ষণ পর পাহাড়ের চূড়ায় উঠে পড়ল সাদা ডাইনি। তারপর সোজা চলে এল আসলানের সামনে। পিটার, সুসান আর লুসি এই প্রথম দেখছে সাদা ডাইনিকে। ভয়ে থরথর করে কাঁপছে ওরা। এদিকে আসলানের সব জীব-জন্তুরা গর্জন শুরু করেছে। পাহাড়ের চূড়ায় বেশ ভাল রোদ পড়েছে। তারপর কেন জানি বেশ ঠাণ্ডা লাগছে সবার। ভিতরে ভিতরে চাপা একটা উত্তেজনা কাজ করছে সবার মধ্যে। তবে আসলান আর সাদা ডাইনি সম্পূর্ণ শান্ত। পুরো দৃশ্যটা কেমন যেন অদ্ভুত। সামনা-সামনি দাঁড়িয়ে আছে আসলান আর সাদা ডাইনি। দুজনের মুখের রঙ দু'রকম। একজনের মুখ সোনালী। আর অপরজনের অস্বাভাবিক সাদা। মেয়ে বিবর খেয়াল করল সাদা ডাইনি আসলানের চোখের দিকে তাকাচ্ছে না বা বলা উচিত তাকাতে পারছে না।

'তোমার দলে একজন বিশ্বাসঘাতক আছে, আসলান,' বলল সাদা ডাইনি।

'কিন্তু সে তোমার কোনও ক্ষতি করেনি,' বলল আসলান।

'তুমি কি গভীর মায়ার কথা ভুলে গেছ, আসলান?' জানতে চাইল সাদা ডাইনি।

'ধরে নাও ভুলে গেছি,' বলল আসলান। 'ডিপ ম্যাজিক সম্পর্কে আমাকে জানাও তুমি।'

'তোমাকে জানাব?' হঠাৎ তীক্ষ্ণ হয়ে গেল সাদা ডাইনির কণ্ঠ। 'আসলে কি জানতে চাও তুমি? স্টোন টেবিলের ওপর কি লেখা আছে সেটা? নাকি জানতে চাও গোপন পাহাড়ের ভিতর বর্শার মত দেখতে ওই পাথরে কি লেখা আছে? সাগরের পিছনে সম্রাটের রাজদণ্ডে খোদাই করে কি লেখা আছে সেটাও তো মনে হয় তোমার অজানা, তাই না? আর কিছু জানো আর নাই জানো এটা তো নিশ্চয়ই তোমার অজানা নয় যে গোড়াপত্তন হওয়ার সময় নার্নিয়ার কি জাদু করেছিলেন সম্রাট? এটাও তোমার অজানা নয় যে প্রত্যেক বিশ্বাসঘাতক আর প্রতারক আমার নিজের সম্পত্তি। তাদের যে কাউকে খুন করার অধিকার আছে আমার।'

'ও,' বলল ছেলে বিবর। 'এখন আমি বুঝতে পেরেছি কেন তুমি এতদিন নিজেকে নার্নিয়ার রানি বলে কল্পনা করে এসেছ। তুমি তো আসলে সম্রাটের জল্লাদ ছিল।'

'শান্তি, বিবর!' বলল আসলান।

'আমি যেমন বলেছি,' আবার শুরু করল সাদা ডাইনি। 'নার্নিয়ার প্রত্যেক বিশ্বাসঘাতক হচ্ছে আমার সম্পত্তি। কাজেই ও হচ্ছে আমার। ওর রক্ত একান্ত আমার সম্পত্তি।'

BanglaBook.org

'এসো! আরে, এসো না! নিয়ে যাও তাকে! দেখি কত বড় সাহস তোমার,' বলল মানুষের মাথাওলা এক ষাঁড়।

'বোকা কোথাকার!' বলল সাদা ডাইনি। 'তুমি কি মনে করো তোমার মালিক জোর খাটিয়ে আমাকে বাধা দিতে পারবে? গভীর মায়া কি জিনিস সেটা খুব ভাল করেই জানা আছে তার। আসলান তো নিশ্চয়ই জানো আমি যদি তার রক্ত না পাই তাহলে কি ঘটতে পারে নার্নিয়া। আগুন আর পানি ধ্বংস করে দেবে পুরো নার্নিয়া।'

'তোমার কথা সত্যি,' বলল আসলান। 'এটা অস্বীকার করে লাভ নেই।'

'ওহ্, আসলান!' সিংহের কানের সামনে গিয়ে ফিসফিস করে বলল লুসি। 'এই গভীর মায়া নষ্ট করার ক্ষমতা নেই তোমার। যেভাবেই হোক, ওটা তুমি নষ্ট করতে পারবে না?'

'সম্রাটের জাদুর বিরুদ্ধে কিছু করব! কীভাবে?' বলল আসলান। লুসির দিকে কঠিন দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে। তার এই চেহারা দেখে কেউ আর কিছু বলার সাহস পেল না তাকে।

আসলানের ঠিক পাশেই দাঁড়িয়ে আছে ইডমাউন্ড। সারাক্ষণ তাকিয়ে আছে বিশাল সিংহটার দিকে। হঠাৎ ইডমাউন্ডের মনে হলো কিছু একটা বলা উচিত তার। কিন্তু পরমুহূর্তেই বুঝতে পারল এই মুহূর্তে আসলান আর সাদা ডাইনি ছাড়া আর কেউ কথা বললে সেটা ভাল চোখে দেখা হবে না। কি ফয়সালা হয় সেটা দেখার জন্য অপেক্ষা করা ছাড়া আর কোনও উপায় নেই।

'পিছু হটো তোমরা,' হঠাৎ সবাইকে নির্দেশ দিল আসলান। 'ডাইনির সঙ্গে একান্তে কিছু কথা বলতে চাই আমি।'

নার্নিয়ার সঙ্গে সঙ্গে পিছিয়ে গেল সবাই। কয়েক সেকেন্ড পর ডাইনিকে নিয়ে একটু সামনে চলে গেল আসলান। সবাই দেখল সাদা ডাইনি আর আসলান নীচু স্বরে কথা বলছে। তাদের একটা কথাও কেউ শুনতে পাচ্ছে না ওরা। জীবনে মনে হয় আর কোনও জিনিসের জন্য এত ব্যাকুল হয়ে অপেক্ষা করেনি পিটার, ইডমাউন্ড, লুসি আর সুসান। এ-সময় হঠাৎ 'ওহ্, ইডমাউন্ড!' বলে কেঁদে ফেলল লুসি। ওদের দিকে পিছন ফিরে দাঁড়াল পিটার। দূরে সমুদ্রের দিকে তাকিয়ে আছে। বিবররা মাথা নীচু করে একে-অপরের থাবা ধরে আছে। মাথা নীচু করে আছে অর্ধ মানুষ আর অর্ধ ঘোড়ার মতো দেখতে জীবগুলোও। খুর দিয়ে মাটিতে বাড়ি দিচ্ছে বারবার। তবে কিছুক্ষণ পর একেবারে স্থির হয়ে গেল সবাই। পিন-পতন নীরবতা নেমে এসেছে পাহাড় চূড়ায়।

বেশ কয়েক মিনিট এভাবে কেটে গেল। তারপর হঠাৎ শোনা গেল আসলানের গলা। 'তোমরা এখন আসতে পারো এখানে। ব্যাপারটা মিটমাট

BanglaBook.org

করে ফেলেছি আমি। এ্যাডাম আর ইভের সন্তানদের বলছি–তোমাদের ভাইকে ছেড়ে দিতে রাজি হয়েছে সে।'

হঠাৎ করেই আবার চঞ্চল হয়ে উঠল পাহাড় চূড়ার পরিবেশ। উত্তেজনায় এতক্ষণ নিজেদের অজান্তেই শ্বাস নিতে ভুলে গিয়েছিল সবাই। আসলানের কথা শুনে একযোগ হাঁপ ছেড়ে বাঁচল সবাই। তারপর শুরু হলো কথার ফুলঝুড়ি।

সাদা ডাইনি এ-সময় ঘুরে তাকাল ওদের দিকে, তার মুখেও হাসি। বলল, 'তুমি যে তোমার প্রতিজ্ঞা রাখবে সেটার নিশ্চয়তা কি, আসলান?'

'হা...র...র...' হঠাৎ প্রচণ্ড জোরে গর্জে উঠল আসলান। সিংহাসন ছেড়ে উঠে অর্ধেক উঠে দাঁড়িয়েছে সে। মুখটা হাঁ করা। গর্জনটা এখনও বন্ধ করেনি বরং মুখ বড় করে আরও জোরে গর্জন করছে আসলান। মুখ হাঁ করে কিছুক্ষণ তার দিকে তাকিয়ে থাকল সাদা ডাইনি। এই ভয়ংকর গর্জন আর সহ্য করতে পারল না সে। একহাতে নিজের স্কার্টটা তুলে খিচে দৌড় লাগাল।

BanglaBook.org

সাদা ডাইনির জয়

সাদা ডাইনি পালাবার কয়েক সেকেন্ড পর কথা বলে উঠল আসলান। 'এখান থেকে চলে যেতে হবে আমাদের–যত দ্রুত সম্ভব। অন্য একটা কাজে ব্যবহার করা হবে এই জায়গা। ফোর্ডস বেরুনা-য় ক্যাম্প করতে হবে আমাদের।

সাদা ডাইনির সঙ্গে কি কথা হয়েছে সেটা জানার জন্য অস্থির হয়ে আছে সবাই। তবে আসলানের মুখের গম্ভীর ভাব দেখে কিছু জিজ্ঞেস করার সাহস পাচ্ছে না কেউ। তাছাড়া কিছুক্ষণ আগে আসলান যেভাবে গর্জন করেছে তাতে এখনও ঝিমঝিম করছে ওদের কান।

যাই হোক, খাবারের আয়োজন করা হলো। পাহাড়ের চূড়ার ওপর বসে দুপুরের খাবার খেয়ে নিল সবাই। বিশ্রাম নেওয়ার সময় নেই। খাওয়া শেষ হতেই গোছ-গাছ করতে ব্যস্ত হয়ে পড়ল। দুপুর দুটোর সময় সব গোছ-গাছ শেষ হলো ওদের। সদলবলে রওনা হলো ওরা। উত্তর-পুব দিকে যাচ্ছে। তবে খুব একটা তাড়াহুড়ো করছে না। কারণ দূরে কোথাও নয়–কাছেপিঠেই কোথাও ক্যাম্প করা হবে।

পাশাপাশি হাঁটছে পিটার আর আসলান। হাঁটতে হাঁটতে পিটারকে নিজের প্ল্যান সম্পর্কে বলল আসলান। 'এখানকার কাজ হয়ে গেলে সাদা ডাইনি তার দলবল নিয়ে দুর্গে ফিরে যাবে। তারপর প্রস্তুতি নেবে অবরোধের। যত যাই করো, এই কাজ করতে তাকে বাধা দিতে পারবে না তুমি। সে ঠিকই কেয়ার প্যারাভেল দুর্গে পৌঁছে যাবে। বিনাযুদ্ধে কিছুই মেনে নেবে না সাদা ডাইনি। আমি দুটো প্ল্যান করেছি তোমার জন্য। এক হচ্ছে সাদা ডাইনি আর তার পশু-পাখির সঙ্গে যুদ্ধ করতে হবে তোমাকে। আর দুই হচ্ছে সবাইকে নিয়ে হামলা করতে হবে তার দুর্গে। আমাদের পশু-পাখিদের সঠিক জায়গায় রাখতে হবে তোমাকে,' এই পর্যন্ত বলে থামল আসলান।

'কিন্তু আপনাকেও আমাদের সঙ্গে থাকতে হবে, আসলান,' বলল পিটার।

'এ-ব্যাপারে তোমাকে কোনও কথা দিতে পারছি না আমি, পিটার,' বলল আসলান। কিছুক্ষণ পর পিটারকে আবার নির্দেশ দিতে শুরু করল সে।

যাই হোক, ধীরে-সুস্থে এগিয়ে যাচ্ছে ওরা। সবার শেষে আছে সুসান আর

BanglaBook.org

লুসি। খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে অনেকক্ষণ আসলানকে দেখল ওরা। ওদের সঙ্গে খুব একটা কথা বলছে না আসলান। লুসি আর সুসানের ধারণা কোনও কারণে দুশ্চিন্তায় আছে সে।

দুপুর শেষ হওয়ার আগেই ফোর্ডস বেরুনায় পৌঁছে গেল ওরা। নদীর উপত্যকা এখানে বেশ চওড়া হয়ে গেছে। যাই হোক, সবাইকে থামার নির্দেশ দিল আসলান।

'আরেকটু দূরে ক্যাম্প করলে ভাল হত না?' বলল পিটার। 'রাতে যদি সাদা ডাইনি আক্রমণ করে বসে?'

'নাহ্,' নিরস কণ্ঠে বলল আসলান। 'আমার মনে হয় না আজ রাতে কোনও আক্রমণ করবে সে। তবে সত্যিকারের একজন যোদ্ধার মতো কথা বলেছ তুমি। একজন যোদ্ধার সব সময় সতর্ক থাকা উচিত। তবে আমি তোমাকে পূর্ণ নিশ্চয়তা দিয়ে বলতে পারি যে সাদা ডাইনি আজকে কোনও আক্রমণ করবে না।'

আর কিছু বলল না পিটার। কিছুক্ষণ পর সবাই মিলে তাঁবু খাটাতে শুরু করল ওরা।

আসলান মন খারাপ করে থাকায় কারুরই ভাল লাগছে না। বিশেষ করে পিটার খুব দুশ্চিন্তায় আছে। আসলানকে ছাড়া সাদা ডাইনির সঙ্গে যুদ্ধ করার কথা ভাবতেই পারছে না। আসলে আসলানের কথা শুনে ভীষণ এক ধাক্কা খেয়েছে ও।

যাই হোক, নীরবে কেটে গেলে বিকালটা। সন্ধ্যের সময় আয়োজন করা হলো খাবারের। চুপচাপ রাতের খাবার খেয়ে নিল সবাই। গতরাতে কি সুন্দর হাস্যজ্জ্বল ছিল ওরা সবাই। অথচ আজ ওদের কারও মুখে কোনও কথা নেই। দেখে মনে হচ্ছে ভাল সময় শুরু হতে না হতেই শেষ হতে চলেছে।

কিছুক্ষণ পর শুতে গেল ওরা। সবচেয়ে বেশি খারাপ লাগছে সুসানের। সেই সঙ্গে নানারকম ভয় এসে ভিড় করছে মাথায়। এক মুহূর্তের জন্য দুই চোখের পাতা এক করতে পারছে না ও। কিছুক্ষণ পর ভেড়া গুনতে শুরু করল সুসান। কিন্তু তাতেও কিছু হচ্ছে না। বারাবার এ-পাশ ও-পাশ করছে। এ-সময় সুসান শুনতে পেল দীর্ঘশ্বাস ফেলছে লুসি। বুঝতে পারল তার মতো লুসিও ঘুমাতে পারছে না। কয়েক সেকেন্ড পর কথা বলে উঠল সুসান।

'তুমি ঘুমাতে পারছ না, তাই না?' জানতে চাইল সুসান।

'না,' বলল লুসি। 'তুমিও জেগে আছ? আমি ভেবেছিলাম ঘুমিয়ে পড়ছ তুমি। বারবার এক চিন্তা এসে পড়ছে আমার মাথায়।'

'কি চিন্তা?' জানতে চাইল সুসান।

BanglaBook.org

'আসলানের চিন্তাটা মাথা থেকে বের করতে পারছি না আমি,' বলল সুসান। 'আমার মনে হয় খারাপ কিছু একটা ঘটবে তাঁর কিংবা তিনি নিজেই ভয়ংকর কিছু একটা ঘটাবেন।'

'দুপুর থেকেই কেমন যেন মনমরা হয়ে আছেন তিনি,' বলল সুসান। 'লুসি! আসলান কেন বললেন যে যুদ্ধের সময় তিনি আমাদের সঙ্গে থাকতে পারবে না? এর পিছনে নিশ্চয়ই কোনও রহস্য আছে। আমার তো মনে হচ্ছে আজ রাতেই এখান থেকে চলে যাবেন তিনি।'

'তুমি আমাকে ভয় পাইয়ে দিচ্ছো, সুসান,' বলল লুসি। 'আসলান কোথায় আছেন এখন?'

'আমার মনে হয় না তিনি আর এখানে আছেন,' বলল সুসান।

'সুসান! এক্ষুনি আমাদের বাইরে বের হওয়া উচিত,' বলল লুসি। 'আশপাশে খুঁজলে এখনও হয়ত পাওয়া যেতে পারে আসলানকে।'

'ঠিকই বলেছ তুমি,' বলল সুসান। 'এখানে শুয়ে শুয়ে নির্ঘুম রাত কাটানোর চেয়ে আসলানকে খোঁজা ভাল।'

তাঁবু থেকে বের হতে হলে পিটারকে পাশ কাটাতে হবে ওদেরকে। কাজেই খুব সাবধানে, পা টিপে টিপে তাঁবু থেকে বের হলো ওরা।

চাঁদের আলো থাকায় সবকিছু স্পষ্ট দেখতে পরেছে ওরা। নদীর পানি পাথরের সঙ্গে বাড়ি খাওয়ায় ছলাৎ ছলাৎ করে আওয়াজ হচ্ছে। আশপাশে আর কোথাও কোনও শব্দ নেই।

এ-সময় হঠাৎ লুসির হাতটা ধরে ফেলল সুসান। 'দেখো!' বলে হাত ইশারায় একটা জায়গা দেখাল সুসান।

ধীরে-সুস্থে জঙ্গলের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে আসলান। নিজেদের মধ্যে কোনও কথা বলল না লুসি আর সুসান। নীরবে আসলানের পিছু নিল ওরা।

নদীর পাশে যে উপত্যকা আছে সেখান থেকে একটু সরে গেছে আসলান। ডালু একটা রাস্তা ধরে এগোচ্ছে। স্টোন টেবিল থেকে যে রাস্তা ধরে ওরা এখানে এসেছে, ঠিক সেই রাস্তা ধরেই এগিয়ে যাচ্ছে আসলান। খুব সাবধানে এগোচ্ছে লুসি আর সুসান।

আসলানকে এখন চেনাই দায়। মাথা আর লেজ নীচু করে রেখেছে। এত আস্তে হাঁটছে যে দেখে মনে হচ্ছে খুব ক্লান্ত সে। কিছুক্ষণ খোলা একটা জায়গায় এসে পড়ল লুসি আর সুসান। এতক্ষণ গাছ-গাছালির আড়াল নিয়ে এগোচ্ছিল ওরা। কিন্তু এখন আর ওদের সামনে কোনও গাছ নেই। কাজেই যে কোন মুহূর্তে আসলানের চোখে ধরা পড়ে যাবে।

ঠিক এ-সময় থেমে গেল আসলান। কিছু একটা সন্দেহ হয়েছে তার।

BanglaBook.org

কয়েক সেকেন্ড পর ঘুরল সে। লুসি আর সুসান আগেই বুঝতে পেরেছে যে আসলান কিছু একটা সন্দেহ করেছে। কিন্তু লুকাবার কোনও চেষ্টা করল না ওরা। আসলান ঘুরতেই ধীর পায়ে তার সামনে চলে গেল সুসান আর লুসি। ওরা কাছে আসতেই কথা বলে উঠল আসলান

'ওহ্, বাচ্চারা! কেন আমাকে অনুসরণ করছ তোমরা?'

'আমরা ঘুমাতে পারাছি না, আসলান...' এটুকু বলে থামল লুসি। আশা করছে আর কিছু বলতে হবে না। ওদের দুজনের মনে কি চলছে সেটা নিশ্চয়ই বুঝে নেবে আসলান।

'আমরা কি আপনার সঙ্গে যেতে পারি, প্লিজ! আপনি যেখানে যাবেন আমরা যাব আপনার সঙ্গে সঙ্গে,' বলল সুসান।

'আচ্ছা, ঠিক আছে,' বলে মাথা নীচু করল আসলান, কি যেন ভাবছে। তারপর বলল, 'কিন্তু একটা শর্ত আছে আমার। যখন তোমাদেরকে থামতে বলব, ঠিক তখন থেমে যাবে তোমরা। ফিরে যাবে ক্যাম্পে।'

'থ্যাঙ্কু! থ্যাঙ্কু, আসলান! আপনি বলার সঙ্গে সঙ্গে ফিরে যাব আমরা,' বলল সুসান।

আবার হাঁটতে শুরু করল আসলান। তার একপাশে আছে সুসান আর অন্যপাশে লুসি।

আসলানের হাঁটার গতি আরও কমে গেছে। বিশাল মাথাটা নীচু করে রেখেছে এখনও। আরেকটু হলেই নাকটা ছুঁয়ে যাবে ঘাসের সঙ্গে। দেখে মনে হচ্ছে মাথা উঁচু করার শক্তিও নেই আসলানের। কিছুক্ষণ পর পর হোঁচট খাচ্ছে সে। হালকাভাবে গোঙাচ্ছে।

'আসলান! আমাদের আসলান!' বলল লুসি। 'কি হয়েছে আপনার? আমাদেরকে জানান কি হয়েছে আপনার?"

'আপনি কি অসুস্থ, আসলান?' জানতে চাইল সুসান।

'না,' বলল আসলান। 'আমি একা এবং দুঃখী। তোমরা আমার ঘাড়ের ওপর হাত রাখ। তাতে তোমাদেরকে অনুভব করতে পারব আমি।'

আসলানকে যখন প্রথম দেখে তখনই তার সোনালী কেশর হাত দিয়ে ছুঁয়ে দেখতে চেয়েছিল ওরা। কিন্তু সাহসে কুলায়নি। আসলান এখন নিজে থেকে বলায় তার ঘন সোনালী কেশরে হাত রাখল লুসি আর সুসান। তারপর আবার হাঁটতে শুরু করল।

এভাবে আরও মিনিট পাঁচেক হাঁটল ওরা। লুসি আর সুসান হঠাৎ বুঝতে পারল আসলান আসলে স্টোন টেবিলের দিকেই যাচ্ছে। এই মুহূর্তে ঢাল বেয়ে ওপরে উঠছে ওরা। কিছুক্ষণ পরেই পাহাড়ের চূড়ায় উঠে পড়বে। এ-সময় কথা

BanglaBook.org

বলে উঠল আসলান

'ওহ্, বাচ্চারা! এখানেই থেমে যেতে হবে তোমাদেরকে,' বলল আসলান। 'এখানে যাই ঘটুক, আমি চাই না তোমরা সেটা দেখো। বিদায়!'

এ-সময় কান্নায় ভেঙে পড়ল লুসি আর সুসান। আসলানের মাথাটা জড়িয়ে ধরে আছে। চুমোয় চুমোয় ভরিয়ে দিচ্ছে তাকে।

কিছুক্ষণ পর ঘুরে দাঁড়াল আসলান। পাহাড় চূড়ায় উঠছে। একটা ঝোপ-ঝাড়ের নিচে বসে পড়ল লুসি আর সুসান। তাকিয়ে আছে আসলানের দিকে। এ-সময় হঠাৎ স্টোন টেবিলের দিকে চোখ গেল ওদের। সেখানে অদ্ভুত এক দৃশ্য দেখতে পেল ওরা।

স্টোন টেবিলের আশপাশে অসংখ্য মানুষ ভিড় করে আছে। আকাশে চাঁদ থাকলেও তাদের প্রত্যেকের হাতে একটা করে টর্চ আছে। তবে টর্চগুলো সাধারণ নয়। আলোর বদলে লাল রঙের আগুন জ্বলছে ওগুলোর ভিতরে। সেখান থেকে কুন্ডলি পাকিয়ে উঠছে কালো ধোঁয়া। স্টোন টেবিলের চারপাশে ভিড় করে থাকা ওগুলো মানুষই বটে! তবে এমনই মানুষ যে তাদেরকে দেখে পিলে চমকে উঠেছে লুসি আর সুসানের। প্রথমেই মানুষখেকো একজনকে দেখতে পেল ওরা। দাঁতগুলো যেন বিশাল দৈত্যকেও হার মানাবে। নেকড়ে আর ষাঁড়ের মাথাওলা এক মানুষকে দেখা যাচ্ছে। এছাড়া আছে খারাপ গাছের আত্মা, বিষাক্ত চারা গাছ এবং অন্যান্য অদ্ভুত সব জীব-জন্তু। এ-সব হিংস্র জীব-জন্তুর চেহারার বর্ণনা দিলে তোমাদের বোধহয় গল্পটা পড়তেই আর ভাল লাগবে না। কাজেই এখানেই বন্ধ করে দিলাম সেটা। শুধু এটুকু জেনে রাখ যে, এরা সবাই সাদা ডাইনির পক্ষে কাজ করে। ডাইনির নির্দেশে দ্বিতীয় নেকড়ে এদের সবাইকে জড়ো করেছে এখানে। সাদা ডাইনিকেও দেখতে পাচ্ছে লুসি আর সুসান। সবার মাঝখানে, স্টোন টেবিলের পাশে দাঁড়িয়ে আছে সে।

এরইমধ্যে পাহাড় চূড়ার ওপরে উঠে পড়েছে আসলান। হিংস্র জীব-জন্তুদের মধ্যে একটা শোরগোল উঠল তাকে দেখার পর। তারা সংখ্যায় বেশি হলেও আসলানকে ভয় পাচ্ছে। সাদা ডাইনির দিকে তাকাল লুসি আর সুসান। আসলানকে দেখে সেও ভয় পেয়েছে। তবে মুহূর্তের মধ্যে সেটা কাটিয়ে উঠল সাদা ডাইনি। তারপর হঠাৎ ভয়ংকর ভাবে হেসে উঠল সে।

'বোকা! বোকাটা এসে হাজির হয়েছে,' বলল সাদা ডাইনি। তোমরা বেঁধে ফেলো ওকে।'

দম বন্ধ করে ফেলল লুসি আর সুসান। আশা করছে যে কোনও মুহূর্তে সাদা ডাইনি আর তার জীব-জন্তুদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়বে আসলান। কিন্তু সেরকম কিছু করল না আসলান। সাদা ডাইনির সঙ্গে আরও দুটো ডাইনি

BanglaBook.org

আছে। তারা সম্ভবত তার সহকারী। আসলানকে বাঁধার দায়িত্ব তাদের কাঁধেই পড়েছে।

ধীরে-সুস্থে ওদের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে আসলান। মাথাটা আগের মতো নীচু করা–যেন পরাজিত নায়ক এক।

যাই হোক, ডাইনি দুটো এক পা সামনে আগায় তো দুই পা পিছিয়ে যায়। কোনও ভাবেই আসলানের সামনে যেতে পারছে না তারা। এ-সময় হঠাৎ গর্জে উঠল সাদা ডাইনি, 'আমি ওকে বাঁধার নির্দেশ দিয়েছি।'

এবার আর কোনও উপায় নেই ডাইনি দুটোর। ভয়ে ভয়ে আসলানের সামনে গিয়ে তাকে ধরে ফেলল তারা। কোনও বাধা দিল না আসলান। এবার তাকে বাঁধতে শুরু করল তারা। এ-সময় তাদেরকে সাহায্য করার জন্য আরও দুটো বামন এসে পড়ল। এরই মধ্যে ঘাসের ওপর শুইয়ে ফেলা হয়েছে আসলানকে। প্রথমে সামনের দুটো পা বাঁধা হলো আসলানের। কাউকে কোনও বাধা দিচ্ছে না আসলান। কিছুক্ষণ পর বাকি পা দুটোও বেঁধে ফেলা হলো তার। যে চারটে থাবা দিয়ে এখানকার সব জীব-জন্তুকে মেরে ফেলতে পারে আসলান, অনায়াসে সেই চারটে থাবা অকেজো করে দিল তারা। কাজটা শেষ হতে খুশিতে আত্মহারা হয়ে গেল শয়তান জীবের দল। যেন খুব ভাল একটা কাজ করতে পেরেছে। এবার দড়ি ধরে আসলানকে টানতে লাগল তারা। স্টোন টেবিলের দিকে নিয়ে যাচ্ছে।

'দাঁড়াও!' বলল সাদা ডাইনি। 'আমার মনে হয় ওকে আগে শেভ করানো দরকার।'

রানির কথা শুনে হাসির রোল উঠল শয়তান জীব-জন্তুদের মধ্যে। একজোড়া কাঁচি নিয়ে আসলানের পাশে বসে পড়ল এক মানুষখেকো। এক মুহূর্ত সময় নষ্ট করতে রাজি নয় সে। বসার সঙ্গে সঙ্গে আসলানের সোনালী চুলগুলো কাটতে শুরু করল। খুব দ্রুত কাঁচি চালাচ্ছে সে। ঘাসের ওপর ছড়িয়ে পড়ছে আসলানের চুল। কিছুক্ষণের মধ্যেই আসলানের সব চুল কেটে ফেলল সে। ঝোপের আড়াল থেকে সবই দেখতে পাচ্ছে লুসি আর সুসান। খেয়াল করল চুল না থাকায় খুব অদ্ভুত লাগছে আসলানকে। হিংস্র জীব-জন্তুগুলোও এই পরিবর্তন খেয়াল করল।

'ওটাকে সাধারণ একটা বিড়াল বলে মনে হচ্ছে আমার,' চিৎকার করে বলল একজন।

'আমার তো বিশ্বাসই হচ্ছে না এতক্ষণ এই বিড়ালকে ভয় পেয়েছি আমি,' বলল আরেকজন।

এবার আসলানকে নিয়ে খেলতে শুরু করল ওরা। বিড়াল বলে ডাকছে

BanglaBook.org

আসলানকে। একজন বলল, 'তোমাকে এক গ্লাস দুধ দিই, বিড়াল?'

'ওরা কীভাবে এমন করছে আসলানের সঙ্গে?' কাঁদতে কাঁদতে বলল লুসি। দুই গাল বেয়ে পানি পড়ছে। 'পশুর দল! সব পশুর দল!'

এদিকে প্রথমিক ধাক্কা কাটিয়ে উঠেছে আসলান। তার চেহারায় এখন আবার সেই সাহসী ভাব এসে পড়েছে। আশ্চর্যের ব্যাপার, চুল না থাকলেও আগের চেয়ে অনেক বেশি সুন্দর লাগছে আসলানকে।

'মুখোশ পরাও ওর মুখে,' নির্দেশ দিল সাদা ডাইনি।

পাগুলো বাঁধা থাকলেও মুখ খোলা আছে আসলানের। আশেপাশে দাঁড়িয়ে থাকা দুই-তিনটে পশুকে কামড় দিয়ে অনায়াসে পরপারে পাঠিয়ে দিতে পারে। কিন্তু কিছুই করছে না আসলান। কিছুক্ষণ পর তার মুখে মুখোশ পরাল ওরা। তারপর হইচই বেড়ে গেল হিংস্র জীব-জন্তুদের। কামড়ের ভয়ে এতক্ষণ অনেকেই আসলানের সামনে আসতে পারেনি। কিন্তু এখন সবাই মিলে ঘিরে ধরল তাকে। লুসি আর সুসান এখন আর দেখতে পাচ্ছে না তাকে। তবে বুঝতে পারছে সবাই মিলে যা খুশি করছে আসলানকে নিয়ে। কেউ লাথি মারছে, কেউ ঘুষি দিচ্ছে, কেউ তার বিশাল শরীরের ওপর উঠে নাচানাচি করছে।

কিছুক্ষণ পর হাঁপিয়ে গেল সাদা ডাইনির পশুর দল। তারপর স্টোন টেবিলের আরও কাছে নিয়ে আসা হলো আসলানকে। লুসি আর সুসান বুঝতে পারল স্টোন টেবিলের ওপর ওঠানো হবে আসলানকে। সবাই মিলে টানাটানি শুরু করল তাকে। শেষ পর্যন্ত অনেক কষ্টে আসলানকে স্টোন টেবিলে ওঠাতে পারল তারা। কিছুক্ষণ পর আরও দড়ি পড়ানো হলো আসলানের পায়ে।

'ওরা কি এখনও আসলানকে ভয় পাচ্ছে না? এখনও ভয় পাচ্ছে না?' বলল লুসি।

আসলানকে দেখে মনে হচ্ছে সে এখন একটা দড়ির স্তূপ। এ-সময় চারজন ডাইনি এগিয়ে গেল স্টোন টেবিলের দিকে। প্রত্যেকের হাতে একটা করে টর্চ। স্টোন টেবিলে কোণায় গিয়ে বসল তারা। এবার সাদা ডাইনি স্বয়ং স্টোন টেবিলের দিকে এগিয়ে গেল। হঠাৎ নিজের আলখেল্লাটা খুলে ফেলল সে। ইডমাউন্ডকে খুন করার ঠিক আগ মুহূর্তেও আলখেল্লা খুলে ফেলেছিল সাদা ডাইনি। এরপর যা দেখল তাতে চোখ কপালে উঠে পড়ল লুসি আর সুসানের। স্টোন টেবিলে একটা ছুরি ঘষছে সাদা ডাইনি। সবই বুঝতে পারছে লুসি আর সুসানের। অদ্ভুত টর্চের আলোয় ছুরিটা পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছে ওরা। ছুরিটা বানানো হয়েছে পাথর দিয়ে।

কিছুক্ষণ ছুরিটা নিয়ে আসলানের আরও সামনে চলে গেল সাদা ডাইনি। নিষ্ঠুর হাসি খেলা করছে তারা মুখে। আসলানের মুখের দিকে অকাল সাদা

BanglaBook.org

ডাইনি। আগের মতোই নিরব হয়ে আছে আসলান। একবার শুধু মুখ তুলে আকাশের দিকে তাকাল। ভয় বা রাগ কোনও কিছুই নেই আসলানের মুখে। তবে কিছুটা হলেও আবার সেই দুঃখ ভাবটা ফিরে এসেছে তার চেহারায়। এ-সময় আসলানের গলায় ছুরি চালাতে গিয়েও চালাল না সাদা ডাইনি। একেবারে শেষ মুহূর্তে থেমে গেল।

'কে জিতল এখন?' বলল সাদা ডাইনি। 'যাই বলো, তোমার মতো বোকা সিংহ আগে কখনও দেখিনি আমি। তোমার কি মনে হয় এভাবে নিজের জীবন বিসর্জন দিয়ে ওই বিশ্বাসঘাতককে বাঁচাতে পারবে তুমি? ওই বিশ্বাসঘাতকের বদলে তোমার জীবন চেয়েছিলাম আমি। আর তাতেই রাজি হয়ে গেলে তুমি। একবারও ভাবলে না তুমি মারা গেলে ওই বিশ্বাসঘাতককে আর কেউ বাঁচাতে পারবে না। কেমন বুদ্ধি বলো আমার! ওই বিশ্বাসঘাতককে ঠিকই পেয়ে যাব আমি। আমার হাত থেকে এখন কে বাঁচাবে তাকে। ধরে নাও নার্নিয়াকে চিরদিনের জন্য আমার হাতে দিয়ে দিচ্ছ তুমি, আসলান। ইস্, তোমার খুব খারাপ লাগছে, তাই না!' বলে মুখ দিয়ে চুক চুক আওয়াজ করল সাদা ডাইনি। তারপর আবার শুরু করল সে, 'মরার আগে জেনে রাখো– নিজের জীবন তো হারালেই, সেই সঙ্গে ওই বিশ্বাসঘাতককেও বাঁচাতে পারলে না তুমি। এবার তৈরি হও মরার জন্য।'

এরপর কি দেখতে পাবে সেটা আন্দাজ করে নিল লুসি আর সুসান। এই ভয়ংকর দৃশ্য দেখার সাহস নেই ওদের। দুই হাত দিয়ে মুখ ঢেকে ফেলল ওরা।

BanglaBook.org

সময়ের আরও আগে গভীর মায়া

এখনও দুই হাত দিয়ে মুখ ঢেকে রেখেছে লুসি আর সুসান। হঠাৎ সাদা ডাইনির গলা শুনতে পেল ওরা।

'এখন আমাকে অনুসরণ করো তোমরা। যুদ্ধ এখনও শেষ হয়নি আমাদের। মানুষের বাচ্চাগুলোকে ধরতে হবে। তবে সবার আগে ওই বিশ্বাসঘাতককে চাই আমি। কাজটা পানির মতো করা যাবে এখন। কারণ ইতিহাসের সবচেয়ে বড় বোকা–বিশাল বিড়ালটা মরে পড়ে আছে এখানে,' বলল সাদা ডাইনি।

হঠাৎ খুব বিপদের মধ্যে পড়ে গেল লুসি আর সুসান। সাদা ডাইনির নির্দেশ শুনে হইহই করে পাহাড় চূড়া থেকে নামতে শুরু করল হিংস্র জীব-জন্তুগুলো। একটা ঝোপের আড়ালে লুকিয়ে আছে লুসি আর সুসান। তবে যে কোনও মুহূর্তে ওদেরকে দেখে ফেলতে পারে তারা।

আসলান মরে যাওয়ায় লুসি আর সুসান এতই দুঃখ পেয়েছে যে খুব একটা ভয়ও লাগছে না ওদের। যাই হোক, শেষপর্যন্ত কোনও বিপদ ঘটল না।

কিছুক্ষণ পর নীরব হয়ে গেল সব। সাদা ডাইনি আর তার পশুর দল চলে গেছে। আরও কিছুক্ষণ অপেক্ষা করল লুসি আর সুসান। তারপর ধীরে ধীরে উঠতে শুরু করল পাহাড় চূড়ায়।

নিস্তেজ হতে শুরু করেছে চাঁদের আলো। ছোট-ছোট অসংখ্য মেঘ ছড়িয়ে-ছিটিয়ে আছে চাঁদের আশপাশে। আলো কম হলেও আসলানের মুখটা পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছে লুসি আর সুসান। সামনে গিয়ে আসলানকে জড়িয়ে ধরল ওরা। দুজনই চুমোয় চুমোয় ভরিয়ে দিচ্ছে তার মুখ। হাত বুলিয়ে দিচ্ছে পুরো শরীরে। দু'জনেই কাঁদছে ওরা। এভাবে কতক্ষণ কেটেছে সেটা কেউ বলতে পারবে না ওরা। কাঁদতে কাঁদতে একসময় ক্লান্ত হয়ে গেল লুসি আর সুসান।

আসলানের পাশ থেকে উঠে দাঁড়াল দুজন। একে-অপরের দিকে তাকিয়ে আছে। সুসানের হাতটা ধরল লুসি। আবার একযোগে কেঁদে উঠল ওরা। তারপর একসময় কথা বলে উঠল লুসি :

'আসলানকে শেষ একবার দেখতে চাই আমি। কিন্তু মুখোশটার দিকে

BanglaBook.org

তাকাতে পারছি না। আমরা দুজন মিলে ওটা খুলে নিতে পারি না?'

ঠাণ্ডায় হাতে আঙুল জমে গেছে ওদের। তাছাড়া অন্ধকার হওয়ায় ভালভাবে দেখতেও পাচ্ছে না। বেশ অনেকক্ষণ চেষ্টা করার পর মুখোশটা আসলানের মুখ থেকে খুলতে পারল লুসি আর সুসান।

আসলানের মুখ দেখে কান্নায় আবার ভেঙে পড়ল ওরা। তার মুখ থেকে সব রক্ত পরিষ্কার করল লুসি আর সুসান।

'বাঁধনগুলোও খুলে দেওয়া উচিত,' বলল সুসান।

দুজনে মিলে আসলানের পায়ের বাঁধন খোলার চেষ্টা করছে ওরা। কিন্তু হিংস্র জন্তুগুলো প্রচণ্ড শক্ত করে বেঁধেছে তার পা। অনেক চেষ্টা করেও দড়িগুলো একচুল নড়াতে পারল না ওরা।

আসলানকে ছেড়ে যেতে মন চাইছে না লুসি আর সুসানের। তার পাশে চুপচাপ বসে আছে। হঠাৎ লুসির পা ঘেঁষে দৌড়ে চলে গেল কিছু একটা। প্রথমে ব্যাপারটা পাত্তা দিতে চাইল না লুসি। কিন্তু কিছুক্ষণ পর আবার সেই এক অনুভূতি হলো। ছোট কিছু একটা ওর পায়ের ওপর দিয়ে চলে যাচ্ছে। এবার নীচে তাকাল লুসি। অসংখ্য ছোট ছোট ইঁদুর দেখতে পেল ও। আশ্চর্যের ব্যাপার, ইঁদুরগুলো আসলানের গায়ে ওঠার চেষ্টা করছে। ইতিমধ্যে সুসানও খেয়াল করেছে ব্যাপারটা।

'গেলি এখান থেকে!' ইঁদুরগুলোকে ধমক লাগাল সুসান। হাত নেড়ে ভয় দেখাতে চাচ্ছে।

'দাঁড়াও!' বলল লুসি। ইঁদুরগুলোর দিকে ঝুঁকে পড়েছে। 'কি করছে ওরা?'

এবার সুসানও ঝুঁকল ইঁদুরগুলোর দিকে।

'আশ্চর্য ব্যাপার তো!' বলল সুসান। 'দড়িগুলোর কাছে ঘোরাঘুরি করছে ওগুলো।'

'আমারও তো তাই মনে হচ্ছে,' বলল লুসি। 'আমর মনে হয় এরা ভাল ইঁদুর। আসলান যে মারা গেছে সেটা বুঝতে পারেনি এখনও। মনে করছে বাঁধনগুলো খুলে দিলে ভাল হবে আসলানের।'

ইঁদুরের দল তাদের কাজ করে যাচ্ছে। একটা বা দুটো নয়, ডজন ডজন, হাজার হাজার ইঁদুর যোগ দিয়েছে এই কাজে। কিছুক্ষণের মধ্যেই আসলানের পায়ের দড়ি খুলে ফেলল তারা।

কাজ শেষে নিজেদের জায়গায় ফিরে গেছে ইঁদুরগুলো। আসলানের শরীরে জড়ো হয়ে থাকা ছেঁড়া দড়িগুলো সরিয়ে ফেলল লুসি আর সুসান। আবার নিজের রূপ ফিরে পেয়েছে আসলান। সূর্যের আলো লাগায় প্রতি মুহূর্তে তার চেহারায় একটা রাজকীয় ভাব ফুটে উঠছে।

BanglaBook.org

ওদের পিছনে, পাহাড় চূড়ার নিচে একটা জঙ্গল আছে। হঠাৎ সেই জঙ্গল থেকে একটা পাখি ডেকে উঠল। কিছুক্ষণ পর তার ডাকে সারা দিল আরেকটা পাখি। মিনিট পাঁচেকের মধ্যে পাখির কিচিরমিচির শব্দে মুখরিত হয়ে উঠল পাহাড় চূড়ার পরিবেশ।

'আমার খুব ঠাণ্ডা লাগছে,' বলল লুসি।

'আমারও,' বলল সুসান। 'চলো, একটু হেঁটে আসি আমরা।'

পাহাড় চূড়া থেকে না নেমে পুবদিকে চলল ওরা। কিছুক্ষণ হাঁটতেই পাহাড়ের একেবারে কিনারায় চলে গেল লুসি আর সুসান। এখান থেকে নার্নিয়ার পুরোটা দেখা যায়। ওখানে কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকল ওরা। তারপর আবার ফিরে এল স্টোন টেবিলের কাছে। এভাবে বেশ কিছুক্ষণ পায়চারি করল ওরা। ইচ্ছে করেই তাকাচ্ছে না স্টোন টেবিলের দিকে। শেষবার পাহাড়ের কিনারায় গিয়ে বেশ অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকল ওরা। কেয়ার প্যারাভেলের দুর্গের দিকে তাকিয়ে আছে। এ-সময় হঠাৎ পিছন থেকে প্রচণ্ড জোরে একটা আওয়াজ হলো। এতই জোরে দুজনেই কেঁপে উঠল ওরা।

'কি হলো?' সুসানের হাত ধরে বলল লুসি।

'পিছনে তাকাতে ভয় লাগছে আমার,' বলল সুসান।

'আমার মনে হচ্ছে আসলানের লাশের কোনও ক্ষতি করা হয়েছে,' এই কথা বলে এক পাক ঘুরল লুসি, ওর দেখাদেখি সুসানও।

প্রথমে ব্যাপারটা বুঝতে পারল না লুসি আর সুসান। শুধু দেখল স্টোন টেবিলটা ভেঙে দুই টুকরো হয়ে গেছে। আশপাশে কোথাও নেই আসলানের লাশ।

'ওহ্ মাই গড!' বলে ছুট লাগাল ওরা দুজন।

'কি করে হলো এটা?' বলল সুসান। 'কে নিয়ে গেল আসলানের লাশ?'

'কে নিয়ে যাবে? আমরা তো এখানেই ছিলাম। কেউ এলে ঠিকই টের পেতাম। কেউ জাদু-টাদু করল নাকি?' বলল লুসি।

'হ্যাঁ!' এ-সময় পিছন থেকে কথা বলে উঠল কেউ। 'এটা জাদুর চেয়েও বেশি কিছু।'

পাই করে একপাক ঘুরল লুসি আর সুসান। যা দেখল তাতে বিস্ময়ে বিমূঢ় হয়ে গেল ওরা। সামনে যা দেখতে পাচ্ছে সেটা বাস্তব বলে বিশ্বাস করতে কষ্ট হচ্ছে ওদের। কিন্তু আবার বিশ্বাস না করেও পারছে না।

'আসলান!' একযোগে চিৎকার করে উঠল লুসি আর সুসান। ভয় আর আনন্দ–দুটোই কাজ করছে ওদের মনে।

'আপনি... আপনি... আপনি তাহলে বেঁচে আছেন, আসলান?' রুদ্ধশ্বাসে বলল লুসি।

BanglaBook.org

'হ্যাঁ, এখনও মরার সময় হয়নি আমার,' বলল আসলান।

'আপনি তাহলে কোনও... কোনও...' ভূত শব্দটা মুখে আনতে পারছে না সুসান।

এ-সময় ওদের দিকে এগোতে শুরু করল আসলান। সুসানের না বলা কথাটা ধরতে পেরেছে সে।

সুসানের কাছে এসে দাঁড়াল বিশালকায় আসলান। কিছু বুঝতে না দিয়ে হঠাৎ জিব বের করে সুসানের কপালটা চেটে দিল সে। আসলানের গরম নিশ্বাস পড়ছে সুসানের মুখে। গায়ের তীব্র গন্ধটাও ধাক্কা মারল নাকে।

'কি মনে হচ্ছে! বলো এবার?' বলল আসলান।

'আপনি বাস্তব! আপনি জীবন্ত!' বলে আসলানকে জড়িয়ে ধরল সুসান আর লুসি।

'কিন্তু কি করে কি হলো, আসলান? আমার তো কিছুই মাথায় ঢুকছে না,' বলল সুসান।

'পুরো ব্যাপারটা বুঝিয়ে বলছি তোমাদের,' বলল আসলান। 'সাদা ডাইনি গভীর মায়ার কথা জানে ঠিকই। কিন্তু গভীর মায়ার চেয়ে বড় জাদুর কথা জানা আছে আমার। এ-ব্যাপারে কিছুই জানে না সাদা ডাইনি। একটা মাত্র নিয়মের কথা জানতে পেরেছে সে। একটু ধৈর্য ধরে আরেকটু খোঁজ নিলেই দ্বিতীয় নিয়মটা জানতে পারত। কিন্তু সেটা সে করেনি। যাই হোক, দ্বিতীয় নিয়মটা একটু খোলাসা করে বলি তোমাদের। ধরো, স্টোন টেবিলের ওপর এমন কাউকে খুন করা হলো যে কোনও দিন কারও সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করেনি। অন্য এক বিশ্বাসঘাতককে বাঁচাবার জন্য নিজ ইচ্ছায় শত্রুদের হাতে ধরা দিয়েছে সে। ওই নিয়মে লেখা আছে এরকম হলে স্টোন টেবিলটা একসময় ভেঙে যাবে। তারপর মৃত্যু ফিরে যাবে—অর্থাৎ জীবন ফিরে পাবে সে অর্থাৎ আমি। এই নিয়মের কথা জানার পর সাদা ডাইনির সঙ্গে কথা বলতে রাজি হই আমি। তাকে প্রস্তাব দিই তোমাদের ভাইয়ের বদলে আমাকে খুন করুক সে। সহজেই আমার প্রস্তাবে রাজি হয়ে গেল সাদা ডাইনি। কোনও রকম সন্দেহ করেনি। ভুলের খেসারাত তাকে তো দিতেই হবে। এখন...'

'হ্যাঁ, এখন! এখন কি, আসলান?' খুশিতে লাফাচ্ছে লুসি।

'ওহ্, বাচ্চারা! নিজের শক্তি ফিরে পাচ্ছি আমি। পারলে আমাকে ধরো তোমরা!' এই বলে লুসি আর সুসানের সঙ্গে খেলতে শুরু করল আসলান। আসলানের লেজ ধরার চেষ্টা করছে ওরা। আসলান ওদেরকে সুযোগ দিচ্ছে ঠিকই। তবে একেবারে শেষমুহূর্তে সরে যাচ্ছে। তার কাণ্ড দেখে হেসে গড়াগড়ি খাচ্ছে লুসি আর সুসান।

BanglaBook.org

'বাচ্চারা, আমি এখন চিৎকার করব,' বলল আসলান। 'নিজেদের কানগুলো আঙুল দিয়ে বন্ধ রাখো তোমরা।'

আসলানের কথা অনুযায়ী কানে আঙুল ঢোকাল লুসি আর সুসান। দেখতে পেল গর্জন শুরু করেছে আসলান। তার ভয়ংকর গর্জনে আশপাশের গাছগুলো নুয়ে পড়ছে।

কিছুক্ষণ পর গর্জন থামাল আসলান। তারপর বলল, 'এখন সাদা ডাইনির বাসায় যাব আমরা। বাচ্চারা, আমার পিঠের ওপর উঠে পড়ো!'

আসলানের পিঠে সাওয়ার হয়ে সাদা ডাইনির বাসায় রওনা হলো ওরা।

BanglaBook.org

মূর্তিগুলোর কি হলো

'অদ্ভুত জায়গা তো!' চিৎকার করে বলল লুসি। 'মনে হচ্ছে কোনও জাদুঘরে এসে পড়েছি আমরা। জীব-জন্তু, মানুষ—সব পাথরের তৈরি।'

'এ-সব সাদা ডাইনির কাজ,' বলল সুসান। 'তবে চিন্তার কিছু নেই। আসলান নিশ্চয়ই কিছু একটা করবেন।'

সত্যি কিছু একটা করল আসলান। লাফ দিয়ে পাথরের বানানো সিংহটার কাছে চলে গেল সে। তারপর গরম নিঃশ্বাস ছাড়ল তার মুখের ওপর। পরমুহূর্তেই একপাক ঘুরল আসলান। তোমাদের নিশ্চয়ই সেই বামনের কথা মনে আছে। ইডমাউন্ড মনে করেছিল পাথরের সিংহটা তার পাশে থাকা বামনকে ধরতে যাচ্ছে। একপাক ঘুরে সেই বামনের কাছে চলে গেছে আসলান। একইভাবে তার মুখেও গরম নিঃশ্বাস ফেলল। তারপর আর সেখানে দাঁড়াল না আসলান। বামনকে পাশ কাটিয়ে চলে গেল এক বনপরীর কাছে। তারপর গরম নিঃশ্বাস ছাড়ল তার মুখের ওপর। কাজে কোনও বিরতি দিচ্ছে না আসলান। এবার একটা পাথরের ইঁদুরের দিকে ছুটে গেল সে। তারপর এগোল অর্ধ মানুষ আর অর্ধ ঘোড়ার মতো দেখতে এক জীবের দিকে।

এ-সময় হঠাৎ চিৎকার করে উঠল লুসি। 'ওহ্, সুসান! সিংহটার দিকে তাকাও!'

এরইমধ্যে জেগে উঠেছে সিংহ। প্রথমেই একটা গর্জন ছাড়ল সে। শুধু সিংহ নয়, একে একে জেগে উঠছে সব জীব-জন্তু। নেচে, গেয়ে আনন্দ-ফুর্তি করছে তারা।

'ওহ্!' চিৎকার করে উঠল সুসান। 'এটা করা কি ঠিক হবে? মানে আমি বলতে চাইছি কোনও বিপদ ঘটবে না তো?'

সুসানের কথা শুনে আসলানের দিকে তাকাল লুসি। দেখল বিশাল এক দৈত্যের মুখের ওপর নিঃশ্বাস ফেলছে।

'ঠিক আছে,' বলল আসলান। 'পাটা ঠিকমত ফেলতে পারলে আর কোনও ভয় নেই।'

'আমি আসলে এই কথা বোঝাতে চাইনি,' লুসির কানের কাছে ফিসফিস

BanglaBook.org

করে বলল সুসান। কিন্তু এখান আর কিছু করার নেই। আসলান নিশ্বাস ফেলার সঙ্গে সঙ্গে জীবন্ত হতে শুরু করেছে দৈত্য। এরইমধ্যে বিশাল পা দুটো নাড়তে শুরু করেছে সে। কয়েক সেকেন্ড পর ডান হাতে ধরা মুগুরটা উঁচু করল দৈত্য। বাম হাত দিয়ে চোখ দুটো ডলছে।

'আমি নিশ্চয়ই ঘুমিয়ে ছিলাম এতক্ষণ,' বলল সে। 'এখন! তাকে মজা দেখাব আমি! কোথায়? কোথায় সেই শয়তান ডাইনি? আমার পায়ের নীচ দিয়ে কি যেন একটা চলে যাচ্ছে। মনে হচ্ছে ওটাই সাদা ডাইনি।'

দৈত্যের কথা শুনে হইহই করে উঠল পশুর দল। একযোগে কথা বলার চেষ্টা করছে সবাই। তাদের চিৎকার-চেচামেচি শুনে মুগুরটা নিচে নামিয়ে নিল দৈত্য। তারপর পুরো ঘটনা খুলে বলতে বলল।

সব শুনে আসলানের দিকে এগিয়ে গেল সে। তাকে ধন্যবাদ জানাল।

'এখন!' বলল আসলান। 'দুর্গের প্রতিটি ইঞ্চিতে তল্লাসী চালাতে হবে আমাদের। আরও অনেক মূর্তি থাকতে পারে এখানে। কাজেই কোনও জায়গাই বাদ দেওয়া যাবে না।'

আসলানের কথাই ঠিক। দুর্গের ভিতর আরও অনেক জায়গায় বিভিন্ন পশু-পাখির মূর্তি দেখতে পেল পশুর দল। ইডমাউন্ড, লুসি, সুসান আর পিটারও তাদের সঙ্গে যোগ দিয়েছে।

'এ-সময় হঠাৎ চিৎকার করে উঠল লুসি, 'আসলান! আসলান! মিস্টার টামনাসকে খুঁজে পেয়েছি আমি। তাড়াতাড়ি এখানে আসুন।'

কয়েক মুহূর্ত পর দেখা গেল টামনাস আর লুসি একে-অপরের হাত ধরে খুব নাচানাচি করছে। পাথরের মূর্তি বানিয়ে রাখায় বিশেষ কোনও ক্ষতি হয়নি টামনাসের। লুসি তাকে সব ঘটনা খুলে বলতে শুরু করল।

আর কোনও মূর্তি নেই দুর্গের ভিতরে। বেশ অনেকক্ষণ ধরে আনন্দ-ফুর্তি করল ওরা। তারপর হঠাৎ কথা বলে উঠল বনদেবতা টামনাস

'আমরা এখান থেকে বের হব কি করে? আসলান তো লাফ দিয়ে ঢুকেছেন। কিন্তু আমাদের কি হবে? দুর্গের দরজা তো লক করা।'

'চিন্তার কিছু নেই। সেটার ব্যবস্থাও করা হবে,' এ-কথা বলে দৈত্যের দিকে তাকাল আসলান। 'তোমার নাম কি?'

'আমার নাম দৈত্য রাম্বলিবুফেন,' বলল সে।

'ঠিক আছে, দৈত্য রাম্বলিবুফেন,' বলল আসলান। 'দুর্গ থেকে বের হওয়ার একটা উপায় বের করতে হবে তোমাকে।'

'বুঝতে পেরেছি,' বলল দৈত্য।

মুগুর হাতে দুর্গের দরজার কাছে এগিয়ে গেল দৈত্য। তারপর বলল,

BanglaBook.org

'তোমরা সবাই দূরে সরে যাও।'

নিরাপদ দূরত্বে চলে গেল সবাই। এবার দুর্গের দরজায় মুগুর দিয়ে তিনবার আঘাত করল দৈত্য। অতো বড় দরজাটা বলতে গেল হুড়মুড় করে ভেঙে পড়ল।

এ-সময় হঠাৎ থাবা দিয়ে হাততালি দিল আসলান। একযোগে সবাই তাকাল তার দিকে।

'আমাদের কাজ কিন্তু এখনও শেষ হয়নি,' বলল আসলান। 'সাদা ডাইনি আর দলবলকে শেষ করতে হবে আমাদের।'

'এখনই ওদেরকে খুঁজে বের করা উচিত আমাদের,' বলল অর্ধ মানুষ।

'হ্যাঁ, অবশ্যই!' বলল আসলান। 'তবে অনেকেই আমাদের সঙ্গে তাল মিলিয়ে সামনে এগিয়ে যেতে পারবে না। যেমন এ্যাডাম আর ঈভের ছেলেমেয়ে, বামন আর তোমরা যারা ছোট জীব–বড় পশুর পিঠে চড়তে হবে তোমাদেরকে। এই বড় জীব হতে পারে দৈত্য, ঘোড়া কিংবা সিংহরা।'

আসলানের কথা শুনে হইহই করে উঠল বড় জীবগুলো। সবাই চাইছে তার পিঠেই সাওয়ার হোক ছোট জীবরা। কিন্তু বিশাল এক সিংহ অদ্ভুত এক আচরণ শুরু করল। সবার কাছে ছুটে যাচ্ছে সে। বলছে, 'দেখো, আসলান কত বড় মনের সিংহ। নিশ্চয়ই খেয়াল করেছ কথা বলার সময় সিংহরা বলেছেন তিনি। তারমানে নিজের সঙ্গে আমাকেও জড়িয়েছে আসলান। এ-জন্যই আসলানকে এত ভাল লাগে আমার। কোনও গর্ব নেই, অহংকার নেই। কি সুন্দর কথা! সিংহরা! তারমানে আমি আর তিনি এক।'

যাকে সামনে পাচ্ছে তাকেই এ-কথা বলছে সিংহটা। আসলান অবশ্য এ-সব কিছুই দেখছে না। তিনটে বামন, একজন বনপরী, দুটো ইঁদুরকে নিজের পিঠের ওপর উঠিয়ে নিল সে। এটা দেখে কিছুটা শান্ত হলো সেই সিংহ।

যাই হোক, তৈরি হলো সবাই। কার পরে কে থাকবে তার একটা নির্দিষ্ট নিয়ম আছে। নিয়মটা ঠিকভাবে মানা হচ্ছে কিনা সে ব্যাপারে তীক্ষ্ণ নজর রাখল এক বড় কুকুর।

কিছুক্ষণ পর সদলবলে রওনা হলো ওরা। প্রচণ্ড জোরে গর্জন করছে সিংহরা। শিকারি পশুরা আছে সবার আগে। মাথা নীচু করে প্রচণ্ড গতিতে ছুটছে তারা। সেই সঙ্গে চলছে হুঙ্কার। বিশাল হাউন্ড কুকুরের গর্জনের সঙ্গে মিলে যাচ্ছে সিংহদের গর্জন। পুরো নার্নিয়া যেন কেঁপে উঠছে তাদের হুঙ্কার। এদিকে ছোট-ছোট জীব-জন্তুদের বহন করতে হওয়ায় কিছুটা পিছিয়ে পড়েছে কয়েকটা বড় জীব। যারা মূল যুদ্ধ করবে তাদেরকে আর দেখতে পাচ্ছে না। হঠাৎ একটা শোরগোল শুনতে পেল লুসি। মনে হচ্ছে কয়েকশ' জীব যেন একযোগে চিৎকার

BanglaBook.org

শুরু করেছে। সেই সঙ্গে লোহার সঙ্গে লোহার বাড়ি লাগার আওয়াজও শুনতে পাচ্ছে। কিছুটা ভয় পেল লুসি।

কিছুক্ষণ পর সঙ্কীর্ণ একটা উপত্যকার পাশে এসে পড়ল ওরা। সঙ্গে সঙ্গে লুসি বুঝতে পারল এতক্ষণ কিসের আওয়াজ শুনতে পেয়েছে সে। পিটার আর আসলানের সব শিকারি পশুরা যুদ্ধ শুরু করে দিয়েছে সাদা ডাইনির পশুদের সঙ্গে। বিশাল এক ময়দানে যুদ্ধ হচ্ছে। লুসি খেয়াল করল আসলানের বাহিনীর তুলনায় সাদা ডাইনির বাহিনী অনেক শক্তিশালী। কারণ সাদা ডাইনির জীব-জন্তুরা সংখ্যায় অনেক বেশি। তবে আসলানের সব পশুর দল এখনও এসে পৌঁছায়নি। তারা এসে পড়লে খুব বেশিক্ষণ আর টিকে থাকতে পারবে না সাদা ডাইনর দল। পিটারের দিকে তাকাল লুসি। বুঝতে পারল তাকে আলাদা একটা দল করে দিয়েছে আসলান। কিন্তু কিছুক্ষণ পর ধড়াস করে উঠল লুসির বুকটা। যুদ্ধ করছে পিটার। তবে ওর দলে থাকা জীব-জন্তুদের সংখ্যা খুবই কম। তারচেয়ে বড় কথা সাদা ডাইনির সঙ্গে লড়ছে পিটার। সাদা ডাইনির হাতে পাথরের সেই ছুরিটা দেখতে পেল লুসি। আর পিটারের হাতে আছে ফাদার ক্রিসমাসের দেওয়া তরোয়াল। কিন্তু পিটার আর সাদা ডাইনির মধ্যে কে বেশি সুবিধা করতে পারছে সেটা বুঝতে পারছে না লুসি। শুধু বুঝতে পারছে প্রাণ-পণে লড়ে যাচ্ছে পিটার। সাদা ডাইনির পাথরের ছুড়ি আর পিটারের তরোয়াল চোখ দিয়ে অনুসরণ করতে পারছে না লুসি। পাথরের ছুড়ি আর তরোয়াল– দুটো অস্ত্রই তিনটে করে দেখতে পাচ্ছে। ময়দানের ঠিক মাঝখানে লড়ছে সাদা ডাইনি আর পির্টার। লুসি বুঝতে পারল সাদা ডাইনি তার অপর হাতে থাকা তরোয়ালটা ব্যবহার করার জন্য অস্থির হয়ে আছে। একটু সুযোগ পেলেই পিটারকে পাথর বানিয়ে ফেলবে। ব্যাপারটা পিটারও বুঝতে পারছে। হঠাৎ সুযোগ পেয়ে একটু দূরে সরে গেল সাদা ডাইনি। কোন সন্দেহ নেই, এখন সাদা ছড়িটা ব্যবহার করাব সে। তবে সৌভাগ্যই বলতে হবে, সময় মতো সরে আসতে পরিল পিটার। সাদা ডাইনি একটু দূরে যেতেই তার ধরতে পারেও। সময় মতো সরে আসায় মূর্তি হওয়া থেকে বেঁচে গেল পিটার। এ-সময় হঠাৎ পিছন থেকে এক মানুষ খোকা হুঙ্কার দিল। পাই কারু এক পাক খুরণ পিটার তরোয়াল দিয়ে যুদ্ধ শুরু করল মানুষ খোকার সঙ্গে চোখের কোন দিয়ে দেখা পেল তরোয়াল দেত সাদা ডাইনির কাছে এগিয়ে যাচ্ছে ইভমাউণ্ড।

পিটারের পশুর দলও প্রাণপণ লড়ে যাচ্ছে। দেখে মনে হচ্ছে আর কিছুক্ষণের মধ্যেই ভাবলীলা সাঙ্গ হয়ে যাবে সাদা ডাইনির শয়তান পশুদের।

এ-সময় হঠাৎ চিৎকার করে উঠল আসলান। 'আমার দিকে তাকাও, বাচ্চারা!'

BanglaBook.org

ঘুরে আসলানের দিকে তাকাল লুসি আর সুসান।

সাদা ডাইনির হাতে এখন আর কোন ছড়ি নেই। ব্যাপারটা দেখতে পেয়ে স্বস্তির একটা নিঃশ্বাস ফেলল লুসি আর সুসান। হঠাৎ হুঙ্কার ছাড়ল আসলান তারপর ঝাপিয়ে পড়ল সাদা ডাইনির ওপর। এ-সময় হঠাৎ আসলানের বাকি শিকারী পশুরা এসে হাজির হলো। সাদা ডাইনির বিপদ দেখে আসলানকে ঠেকাতে যাচ্ছিল সাদা ডাইনির পশুর দল। কিন্তু আসলানের শিকারী পশুরা এসে পরায় পালাবার পথ খুঁজে পেল না তারা। পড়িমড়ি করে যে যেদিকে পারে পালিয়ে গেল। এদিকে পিটারের সৈন্য দলের এখন আর কোনও কাজ নেই। ময়দানের এক পাশে দাঁড়িয়ে তারা বিশ্রাম নিচ্ছে। তবে যে কোনও বিপদ মোকাবেলা করার জন্য নিজেদেরকে প্রস্তুত করে রেখেছে।

BanglaBook.org

সাদা হরিণ শিকার

কয়েক মিনিটের মধ্যে শেষ হয়ে গেল যুদ্ধ। প্রথম আক্রমণেই সাদা ডাইনির বেশিরভাগ পশু মারা গেছে। যাও বা কয়েকজন বেঁচে ছিল, সাদা ডাইনিকে মরে যেতে দেখে রণে ভঙ্গ দিয়ে পালাল তারা। হঠাৎ আসলান আর পিটারকে হাত মেলাতে দেখল লুসি। পিটারের চেহারায় অদ্ভুত এক পরিবর্তন দেখতে পেল ও। দেখে মনে হচ্ছে পিটার আর বাচ্চা ছেলে নেই।

'আসলান, আসল কাজটা কিন্তু করেছে ইডমাউন্ড,' বলল পিটার। 'এত সহজে আমরা জিততে পারতাম না। আমাদের পুরো দলকে অনায়াসে পাথর বানিয়ে ফেলত সাদা ডাইনি। কিন্তু ইডমাউন্ডের জন্য সেটা পারেনি সে। পুরো ব্যাপারটা নিজ চোখে দেখেছি আমি। তিনজন মানুষখেকোর সঙ্গে লড়ছিল ইডমাউন্ড। হঠাৎ তাদেরকে ছেড়ে দিয়ে সাদা ডাইনির কাছে এগিয়ে যায় ও। তবে তার আগে নিজের তরোয়ালটা বের করে নিয়েছে। আর সবার মতো ভুল করেনি ইডমাউন্ড। সাদা ডাইনিকে সরাসরি আক্রমণ করেনি। ইডমাউন্ড জানত সরাসরি আক্রমণ করলে সাদা ডাইনি তার জাদুর ছড়ি দিয়ে তাকে পাথর বানিয়ে ফেলবে। জাদুর ওই ছড়ি ছাড়া সাদা ডাইনি আসলে অচল। কাজেই তরোয়াল দিয়ে প্রথমে জাদুর ওই ছড়িতে আঘাত করে ইডমাউন্ড। ভেঙে দুই টুকরো হয়ে যায় ওটা। ছড়ি ভেঙে যাওয়ার পর আর কাউকে পাথর বানাতে পারেনি সাদা ডাইনি। ইডমাউন্ড এই কাজটা না করলে আমরা কোনওভাবেই জিততে পারতাম না। চোখের পলকে সবাইকে পাথর বানিয়ে ফেলত সাদা ডাইনি। কিন্তু মারাত্মকভাবে আহত হয়েছে ইডমাউন্ড। এক্ষুনি তার কাছে যাওয়া উচিত আমাদের।'

লুসি আর পিটারকে নিয়ে ইডমাউন্ডের কাছে গেল আসলান। মেয়ে বিবরের পাশে, মাটিতে শুয়ে আছে ইডমাউন্ড। শরীরের বিভিন্ন জায়গা থেকে রক্ত ঝড়ছে। মুখটা হা করা।

'জলদি, লুসি!' বলল আসলান।

প্রথমে কিছুই বুঝতে পারল না লুসি। তারপর হঠাৎ মনে পড়ে গেল ওর। ফাদার ক্রিসমাস একটা উপহার দিয়েছিলেন ওকে। তাড়াতাড়ি বোতলটা বের করল লুসি। ডান হাতটা থরথর করে কাঁপছে। অনেক কষ্টে ইডমাউন্ডের মুখে

কয়েক ফোঁটা তরল পদার্থ ঢালতে পারল লুসি।

'আর অনেকেই আহত হয়েছে,' বলল আসলান।

এখনও ইডমাউন্ডের দিকে তাকিয়ে আছে লুসি। ভাবছে, ফাদার ক্রিসমাসের দেওয়া ওষুধটা ঠিকমতো কাজ করবে কিনা। কিছুক্ষণ পর আসলানের উদ্দেশ্যে বলল

'হ্যাঁ, জানি। অনেকে আহত হয়েছে এখানে। তাদের সবারই চিকিৎসা লাগবে। কিন্তু এক মিনিট সময় দিন আমাকে।'

'ঈভের মেয়ে, এখানে যারা আহত হয়েছে, তাদের মধ্যে অনেকেই যে কোনও মুহূর্তে মারা যেতে পারে। ইডমাউন্ড সুস্থ হচ্ছে কিনা সেটা দেখতে থাকলে তাদেরকে হারাতে হতে পারে আমাদের,' বলল আসলান।

'ঠিক বলেছেন আপনি, আসলান,' বলল লুসি।

পরের আধঘণ্টা খুব ব্যস্ত থাকল ওরা। যাদেরকে পাথর বানানো হয়েছে ফু দিয়ে তাদেরকে আবার জ্যান্ত করছে আসলান। আর লুসি ব্যস্ত আছে আহতদেরকে চিকিৎসা দেওয়ার কাজে। সবাইকে চিকিৎসা দেওয়ার পর আবার ইডমাউন্ডের কাছে চলে এল লুসি। দুই পায়ের ওপর দাঁড়িয়ে আছে ইডমাউন্ড। পুরোপুরি সুস্থ হয়ে গেছে। যেসব জায়গা থেকে রক্ত ঝরছিল এরইমধ্যে শুকাতে শুরু করেছে সেগুলো। কিছুক্ষণ পর আসলানও এসে পড়ল ইডমাউন্ডের কাছে। ইডমাউন্ডকে নাইট উপাধি দিল সে।

'ইডমাউন্ড কি জানে আসলান ওর জন্য কি করেছেন?' ফিসফিস করে সুসানকে বলল লুসি।

'অবশ্যই জানে না,' বলল সুসান।

'তাকে জানানো উচিত না?' বলল লুসি।

'কেন জানানো উচিত? এ-কথা বললে খুব লজ্জা পাবে ইডমাউন্ড। নিজেকে তার অবস্থায় কল্পনা করো। তাহলেই বুঝতে পারবে,' বলল সুসান।

'কিন্তু তারপরও আমার মনে হয় সব কথা জানানো দরকার ওকে,' বলল লুসি।

শেষ পর্যন্ত কোনও সিদ্ধান্তে আসতে পারল না ওরা।

যাই হোক, কয়েক দিন পর ওদের সবাইকে কেয়ার প্যারাভেল দুর্গে নিয়ে গেল আসলান। তারপর নাটকীয় ভঙ্গিতে সবাইকে এক জায়গায় জড়ো করল। তারপর কেয়ার প্যারাভেলের চারটে সিংহাসনে ইডমাউন্ড, লুসি, পিটার আর সুসানকে বসার নির্দেশ দিল।

আসলানের কথা অনুযায়ী চারটে সিংহাসনে বসে পড়ল ওরা। কিছুক্ষণ পর আসলান বলল

BanglaBook.org

'দীর্ঘজীবি হউন রাজা পিটার, দীর্ঘজীবি হউন রাজা ইডমাউন্ড, দীর্ঘজীবি হউন রানি লুসি, দীর্ঘজীবি হউন রানি সুসান। একবার যে বা যারা নার্নিয়ার রাজা বা রানি হয়েছেন তাঁরা সারাজীবন নার্নিয়ার রাজা-রানি থাকবেন। এ্যাডামের ছেলে আর ইভের মেয়ে–আপনাদেরকে যে দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে সেটা ঠিকভাবে পালন করবেন।'

আসলানের কথা শেষ হতেই সমুদ্রের তীর থেকে একটা আওয়াজ ভেসে এল। মেয়ে মাছ আর ছেলে মাছের দল অভিনন্দন জানাচ্ছে নার্নিয়ার নতুন রাজা-রানিকে।

সিংহাসন থেকে নামেনি পিটার, ইডমাউন্ড, লুসি আর সুসান। যুদ্ধে যারা অংশ নিয়েছিল তাদের সবাইকে উপহার দিল ওরা।

এ-সময় হঠাৎ খেয়াল করল যে আসলানকে কোথাও দেখা যাচ্ছে না। এ-ব্যাপারে কিছু একটা বলতে যাচ্ছিল ওরা। কিন্তু ছেলে বিবর মানা করল ওদেরকে। বলল, 'আসলান এমনই। কখন আসবে, কখন যাবে তার কোনও ঠিক নেই। একদিন হঠাৎ করে তাঁকে দেখতে পাবে তোমরা। তারপর আবার হঠাৎ করে গায়েব হয়ে যাবেন তিনি। নিজেকে নির্দিষ্ট কোনও জায়গায় বেঁধে রাখতে পারেন না আসলান। নার্নিয়ার মতো আরও অনেক দেশে যেতে হবে তাঁকে। চেষ্টা করেও তাঁকে বেঁধে রাখতে পারবে না তোমরা। মনে রাখতে হবে, সে সাধারণ কোনও সিংহ না।'

এখন তোমরা তো নিশ্চয়ই বুঝতে পারছ যে এই গল্প প্রায় শেষ হয়ে এসেছে। নতুন দুই রাজা আর দুই রানি খুব ভালভাবে চালাচ্ছে নার্নিয়া। প্রথমে যেসব জীব-জন্তু আর গাছ-পালা সাদা ডাইনির সঙ্গে হাত মিলিয়েছিল তাদেরকে খুঁজে বের করার নির্দেশ দিল ওরা। কিছুদিনের মধ্যেই ধরা পড়ে গেল সব বিশ্বাসঘাতক। তাদেরকে সবাইকে উচিত শিক্ষা দেওয়া হলো। কিছুদিন পর নতুন আইন প্রণয়ন করা হলো নার্নিয়ার জন্য। ভাল গাছগুলো যাতে কেটে ফেলা না হয় সে ব্যাপারে তীক্ষ্ণ নজর রাখা হচ্ছে। সবকিছুই ভালভাবে চলছে। কিছুদিন পর সমুদ্র পার হয়ে আশপাশের অন্যান্য দেশের রাজা-রানিদের সঙ্গে সৌজন্য সাক্ষাৎ করতে গেল ওরা চার রাজা-রানি। নার্নিয়া আসার আমন্ত্রণ জানাল তাদেরকেও।

ইতিমধ্যে অনেক বড় হয়ে গেছে পিটার, ইডমাউন্ড, লুসি আর সুসান। পুরো বিচার-ব্যবস্থা ঠিকভাবে পরিচালনার ভার দেওয়া হয়েছে ইডমাউন্ডকে। নিজের কোনও কাজে কোনও খুঁত রাখে না ও। সবাই ওকে ডাকছে, 'রাজা ইডমাউন্ড–দক্ষ বিচারক' বলে। এদিকে লম্বা তালগাছ হয়ে গেছে পিটার। আশপাশের অন্যান্য দেশের সবাই ওকে বীরযোদ্ধা বলে চেনে। নার্নিয়া ওর পরিচয় হচ্ছে–

BanglaBook.org

'রাজা পিটার– চমৎকার।' এদিকে সুসানের সবকিছুও পাল্টে গেছে। ওর কালো মিশমিশে চুল গিয়ে ঠেকেছে প্রায় পা পর্যন্ত। সবচেয়ে বড় কথা, আশপাশে সব দেশের রাজারা কিছুদিন পর পরই নার্নিয়ার দূত পাঠাচ্ছে। সুসানকে বিয়ে করে তাকে রানি বানাতে চাচ্ছে তারা। নার্নিয়া ওর পরিচয় হচ্ছে– 'রানি সুসান– ভদ্র।' লুসিরও অনেক কিছু বদলে গেছে। তবে এখনও আগের মতোই হাসিখুশি আছে ও। আশপাশে সব দেশের প্রিন্সরা লুসিকে রানি বানাতে চাচ্ছে। নার্নিয়া সবাই লুসিকে ডাকছে – 'রানি লুসি– সাহসী,' বলে।

প্রত্যেকটা দিন হাসি-আনন্দে কেটে যাচ্ছে ওদের। মাঝে-মধ্যে এই পৃথিবীর কথা মনে পড়ে লুসি, ইডমাউন্ড, সুসান আর পিটারের। কিন্তু সেটা যেন এক স্বপ্ন। অনেক আগে কোনও এক সময়ে হয়ত পৃথিবীতে ছিল ওরা।

যাই হোক, দেখতে দেখতে আরও একবছর পার হয়ে গেল নার্নিয়া। হঠাৎ একদিন টামনাস দেখা করতে এল ওদের সঙ্গে। বিশেষ একটা খবর নিয়ে এসেছে সে। সাদা রঙের পুরুষ হরিণ আবার ফিরে এসেছে। ওরা জানতে চাইল এই সাদা হরিণ কি কাজে লাগবে। টামনাস জানাল, সাদা এই হরিণ ওদের যে কোনও আশা পূরণ করতে পারবে।

ইডমাউন্ড, লুসি, সুসান আর পিটার সিদ্ধান্ত নিল সাদা হরিণের পিছু নেবে তারা। যেভাবেই হোক, ওই হরিণকে তারা ধরবেই। রাজ্যের গুরুত্বপূর্ণ কয়েকজন সদস্যকে নিয়ে ঘোড়া রওনা হয়ে গেল ওরা চারজন। রওনা হওয়ার কিছুক্ষণ পরই সাদা হরিণের দেখা পেয়ে গেল ওরা। কিন্তু সাদা হরিণকে ধরা যাচ্ছে না। কোনও একটা জায়গায় থেমে নেই ওটা। দুরন্ত গতিতে ছুটে যাচ্ছে। হাল ছাড়তে রাজি নয় ইডমাউন্ড, লুসি, সুসান আর পিটার। তীরবেগে ঘোড়া ছুটিয়ে সাদা হরিণকে অনুসরণ করে যাচ্ছে। তবে সঙ্গে থাকা সহকারীরা সদস্যরা ওদের সঙ্গে তাল মেলাতে পারল না। কিছুক্ষণ পর ছুটতে ছুটতে ক্লান্ত হয়ে গেল তাদের ঘোড়া। রাজা-রানির অনুমতি নেওয়ার উপায় নেই। কাজেই বাধ্য হয়ে ফিরতি পথ ধরল ওরা।

এখনও সাদা হরিণকে অনুসরণ করে যাচ্ছে ওরা চারজন। হঠাৎ বুঝতে পারল ঘন জঙ্গলের ভিতর ঢুকেছে সাদা হরিণ। ঘোড়া করে আর এগোনো সম্ভব নয়। এ-সময় কথা বলে উঠল রাজা পিটার। এখানে তোমাদেরকে একটা কথা জানানো দরকার যে রাজা-রানি হওয়ার পর ইডমাউন্ড, সুসান, লুসি আর পিটারের কথা বলার ধরণ পুরোপুরি পাল্টে গেছে।

যাই হোক, এখন পিটারের কথা শোনো তোমরা :

'প্রিয়, সঙ্গীরা! চলো ঘোড়া থেকে নেমে পড়ি আমরা। এই সাদা হরিণকে পেতে হলে পায়ে হেঁটে এগোতে হবে আমাদের।'

BanglaBook.org

'স্যার,' একযোগে বলে উঠল সবাই। 'আমরাও আপনার সঙ্গে একমত।'

সবাই একসঙ্গে ঘোড়া থেমে নামল ওরা। একটা গাছের সঙ্গে বাঁধল ঘোড়াগুলো। তারপর পায়ে হেঁটে জঙ্গলের ভিতর ঢুকল ওরা। কিছুক্ষণ পর কথা বলে উঠল রানি লুসি

'প্রিয় বন্ধুরা! আমার মনে হয় এখানে অদ্ভুত একটা জিনিস দেখতে পাচ্ছি আমি। অদ্ভুত মানে লোহার একটা গাছ দেখা যাচ্ছে এখানে।'

'ম্যাডাম,' বলল ইডমাউন্ড। 'আপনি যদি আরেকটু ভাল করে তাকান তাহলে বুঝতে পারবেন ওটা আসলে একটা লোহার পিলার। ওপরে একটা লণ্ঠনও আছে।'

'সিংহের কেশরের কসম,' বলল পিটার। 'এটা একটা অদ্ভুত জিনিস। জঙ্গল এখানে এত ঘন যে ওই লণ্ঠনটা জ্বলে থাকলেও সেটা কারও কোনও উপকারে আসবে না। আলোটাতো ছড়াতেই পারবে না। তাছাড়া গাছগুলো কত উঁচু সেটাও খেয়াল করে দেখুন।'

'স্যার,' বলল লুসি। 'একটা ব্যাপার বুঝতে পেরেছি আমি। এই পিলার আর ল্যাম্প যখন বানানো হয়েছে, তখন সম্ভবত আশপাশের গাছগুলো খুব ছোট ছিল কিংবা হাতে গোনা কয়েকটা ছিল। এখন আমরা যে জঙ্গল দেখতে পাচ্ছি খুব বেশিদিন হয়নি সেটার জন্ম হয়েছে। কিন্তু এই ল্যাম্প আর পিলারটা বানানো হয়েছে অনেক আগে। কাজেই তখনকার অবস্থার সঙ্গে এখানকার অবস্থার তুলনা করা ঠিক হবে না। তখন হয়ত এই ল্যাম্প আর পিলার অনেক কাজে লাগত।'

'কেন এমন হচ্ছে সেটা ঠিক বলতে পারব না,' বলল ইডমাউন্ড। ' তবে মনে হচ্ছে আগে কখনও এই ল্যাম্প আর পিলার আমি দেখেছি। হয়ত কোনও স্বপ্নের মধ্যে। জিনিসটা কি যেন একটা বলতে চাচ্ছে আমাকে।'

'স্যার,' একযোগে বলল সবাই। 'আমাদের ঠিক আপনার মতোই অনুভূতি হচ্ছে।'

'আমার মনে হচ্ছে এই পিলার আর লণ্ঠনটা পার হলে অদ্ভুত এক জায়গায় পৌঁছে যাব আমরা।

'ম্যাডাম,' বলল ইডমাউন্ড। 'আপনার মতো আমারও একই অনুভূতি হচ্ছে আমার।'

'আমারও! প্রিয় বন্ধুরা,' বলল পিটার।

'আমি জানাতে চাই যে আপনাদের অনুভূতির সঙ্গে আমার অনুভূতির কোনও পার্থক্য নেই। এই পিলার আর পোস্টটা পার হলে অদ্ভুত কিছু দেখতে পাব বলে মনে হচ্ছে। আমার মনে হচ্ছে এখন ঘোড়ার কাছে ফিরে যাওয়া উচিত আমাদের। সাদা হরিণকে এখন আর অনুসরণ না করলেও পারি,' বলল সুসান।

'ম্যাডাম,' বলল রাজা পিটার। 'আমাকে আপনি ক্ষমা করবেন। তবে একটা

BanglaBook.org

কথা বলতে চাই আপনাকে। অনেক অনেক বড় বড় কাজ করেছি বলেই আমরা নার্নিয়ার রাজা-রানি হতে পেরেছি। যেসব কাজে নিয়েছে, তার কোনটাই আমরা অসমাপ্ত রাখিনি। সেটারও পুরস্কারও পেয়েছি আমরা।'

'বোন,' বলল রানি লুসি। 'আমার রাজা ভাই ঠিক কথাই বলছেন। ভয় বা অন্য কোনও কারণে ঘোড়ার কাছে ফিরে যাওয়াটা আমাদের জন্য হবে লজ্জার। কারণ ভয় পেয়ে আজ পর্যন্ত কোনও কাজই বাদ দিইনি আমরা। কাজেই সাদা ওই হরিণকেও আমাদের অনুসরণ করা উচিত।'

'সাদা হরিণের পিছনে ছুটতে ভাল লাগবে না আমার। তারচেয়ে এই পিলার আর লণ্ঠনটা পার যাই আমরা। এই দুটো দেখে আমাদের সবারই অদ্ভুত অনুভূতি হচ্ছে। দেখা যাক পিলারটা শেষপর্যন্ত কোথায় নিয়ে যায় আমাদেরকে,' বলল রাজা ইডমাউন্ড।

সবাই একমত হলো রাজা ইডমাউন্ডের সঙ্গে। ঘন ঝোপ-ঝাড়ের ভিতর ঢুকে পড়ল ওরা। কয়েক কদম এগোবার পর হঠাৎ ওদের মনে পড়ল এই পিলার আর লণ্টনকে ওরা একসময় ল্যাম্পপোস্ট বলে চিনত। কিন্তু সেটা ঠিক কতদিন আগে সেটা কিছুতেই মনে করতে পারছে না ওরা।

যাই হোক, কিছুক্ষণ পর অবাক হয়ে চার রাজা-রানি খেয়াল করল এখন আর কোনও জঙ্গলের ভিতর দিয়ে হাঁটছে না ওরা। সারি সারি কোটের ভিতর দিয়ে হামাগুড়ি দিয়ে এগোচ্ছে।

হঠাৎ শেষ হয়ে গেল কোটের সারি। তারপরই, ঠিক যেন ভোজবাজির মতো–একটা ঘরে এসে পড়ল ওরা। চারজনই উপলব্ধি করছে এই মুহূর্তে ওদের চারজনেরই কেউই আর নার্নিয়ার রাজা-রানি নয়। আবার আগের সেই পিটার, ইডমাউন্ড, লুসি আর সুসান হয়ে গেছে ওরা। নিজেদের স্বাভাবিক পোশাক পড়ে আছে সবাই। শেষ যেদিন ওরা ওয়ার্ড্রোবের ভিতর ঢুকেছিল, ঠিক সেই দিনটা, সেই সময়টাই যেন আবার ফিরে এসেছে। বছরের পর বছর নার্নিয়ায় থেকেছে ওরা, আসলানের সঙ্গে যুদ্ধ করে সাদা ডাইনিকে হারিয়েছে, তারপর রাজা-রানি হয়েছে। কিন্তু পৃথিবী যেমন ছিল ঠিক সেরকমই আছে। পৃথিবীর সময় এক সেকেন্ডও এগোয়নি। সবচেয়ে জ্বলজ্যান্ত প্রমাণ হচ্ছেন মিসেস ম্যাকরেডি। প্যাসেজ থেকে এখনও তার গলার আওয়াজ শুনতে পাচ্ছে সুসান, ইডমাউন্ড, লুসি আর পিটার। ভাগ্য ভাল যে ওয়ার্ড্রোবের এই ঘরের ভিতর এখনও ঢোকেননি তিনি। কিছুক্ষণ পর লোকজনকে নিয়ে ঘরটাকে পাশ কাটিয়ে অন্য দিকে চলে গেলেন।

নার্নিয়ার এই গল্প এখানেই শেষ। তবে একটা ভুল করায় প্রফেসরকে পুরো ঘটনাটা জানাতে বাধ্য হলো পিটার, সুসান, ইডমাউন্ড আর লুসি। শেষবার চারজন একসঙ্গে নার্নিয়ায় ঢুকেছিল ওরা। কিন্তু প্রচণ্ড ঠাণ্ডা লাগায় কোট নেওয়ার জন্য

BanglaBook.org

আবার ওয়ার্ড্রোবের ভিতর ঢুকতে বাধ্য হয়। কোট নিয়েই আবার নার্নিয়ায় চলে যায় ওরা। কিন্তু এখন ওদের সঙ্গে কোনও কোট নেই। ওরা চারজন মিলে সিদ্ধান্ত নিল সব ঘটনা খুলে বলবে প্রফেসরকে।

যাই হোক, সেদিনই প্রফেসরের সঙ্গে দেখা করল ওরা। মনোযোগ দিয়ে ওদের সব কথা শুনলেন প্রফেসর। তাঁর চেহারা দেখেই ওরা বুঝতে পারল ওদেরকে বিশ্বাস করছেন তিনি। ওদের কথা শেষ হতে কথা বলে উঠলেন প্রফেসর :

'না, সামান্য চারটে কোটের জন্য আবার নার্নিয়ায় ফিরে যাওয়ার কোনও মানে হয় না। তোমাদেরকে আমি নিষেধ করছি। ওয়ার্ড্রোবের ভিতর দিয়ে আরও কখনও ওই দেশে যাবে না তোমরা। তাছাড়া নার্নিয়ায় যা করে এসেছ, তাতে ওই কোটগুলো আর কারও কাজে লাগবে না সেখানে। কাজেই কোটগুলো পাওয়ার আর কোনও আশা নেই। আশা থাকলেও তোমাদেরকে ওখানে যেতে মানা করতাম আমি। সাদা সেই ডাইনিকে তো তোমরা হারিয়েই দিয়েছ। এখন তো ওখানে গ্রীষ্মকাল... হ্যাঁ... অবশ্যই তোমরা নিজেদেরকে নার্নিয়ার রাজা-রানি বলে দাবী করতে পারো। কারণ একবার যারা নার্নিয়ার রাজা-রানি হয়, তারা সারাজীবনই নার্নিয়ার রাজা-রানি থাকে। কিন্তু তোমাদেরকে আবার নিষেধ করছি আমি। ভুলেও আর কখনও ওয়ার্ড্রোবের ভিতর দিয়ে নার্নিয়ায় যাওয়ার চেষ্টা করবে না। এমনকি নিজেদের মধ্যেও নার্নিয়া নিয়ে কথা বলার দরকার নেই। আরেকটা কথা, আমরা পাঁচজন ছাড়া আর কেউ যেন তোমাদের এই অভিযান সম্পর্কে জানতে না পারে। অন্য কাউকে বললে তারা তো তোমাদেরকে বিশ্বাস করবেই না বরং পাগল ঠাউড়াবে। কাজেই সাবধান! স্কুলে এদেরকে কি শেখানো হয় কে জানে!' এই পর্যন্ত বলে থামলেন প্রফেসর।

ওয়ার্ড্রোবের এই অভিযান শেষ হলো এখানেই। তবে চুপিচুপি একটা কথা জানিয়ে রাখি তোমাদের–নার্নিয়ার এই অভিযান আসলে সবেমাত্র শুরু। আরও কতরকম বিচিত্র অভিযান যে অপেক্ষা করছে তোমাদের জন্য...

BanglaBook.org

সংযুক্তি ঃ

১. নারনিয়া-র জায়গায় হবে– নার্নিয়া।
২. ওয়ার্ড্রোব বানান হবে– ওয়ার্ড্রোব।
৩. ডিপ ম্যাজিক হবে– গভীর মায়া।